চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 266 Saturday, 26 August, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ২৬৬ সংখ্যা ✻ ৮ ভাদ্র, ১৪৩০, শনিবার, ২৬ আগস্ট, ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

বৃষ্টির সৌজন্যে স্বস্তি পেল তিলোত্তমা। স্বস্তির আবহ গোটা দক্ষিণবঙ্গজুড়ে। শুক্রবার ভোর থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাজুড়ে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

এসএসকেএম এ নার্সিং ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের হেমতাবাদে এক নার্সিং ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। ...বিস্তারিত পাতা ৫

চিনের ইস্যু নিয়ে মিথ্যে বলছে মোদি সরকার। শুক্রবার কার্গিলের একটি জনসভায় এমনই দাবি করলেন রাহুল গান্ধি। ...বিস্তারিত পাতা ৬

বুদাপেস্টে জ্যাভলিন থ্রো-তে বিশ্ব মিটের ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করে নেন নীরজ চোপড়া। আর প্যারিস অলিম্পিকের যোগ্যতাও অর্জন করে নিয়েছেন। ...বিস্তারিত পাতা ৮

জোড়া গেরুয়া মিছিলে সরগরম যাদবপুর

ডান্ডা আরও মোটা হবে, বললেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্টঃ বৃষ্টি মুখরিত কলকাতায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে গেরুয়া ঝড়। গেরুয়া শিবিরের একের পর এক মিছিল সামলাতে নাজেহাল পুলিশ। অভিযোগ উঠল মহিলা বিক্ষোভকারীদের টানা হ্যাঁচড়া করারও। দিনান্তে শুভেন্দু অধিকারী বললেন, ‘‘যাদবপুর থেকে মাওবাদ, নকশালবাদ তাড়িয়ে ছাড়ব।’’ আদালতের নির্দেশে শুক্রবার যাদবপুরে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার মিছিল নির্ধারিতই ছিল। কিন্তু তার আগে এদিন মিছিল করে এবিভিপি। মিছিল কিছুটা এগোতেই আটকে দেয় পুলিশ। পুলিশকর্মীদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়। তাঁদের টেনে হিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তোলে পুলিশ। অভিযোগ, মহিলা বিক্ষোভকারীদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছেন পুরুষ পুলিশকর্মীরা। রীতিমতো চ্যাঙদোলা করে এবিভিপি- কর্মীদের মিছিল থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় পুলিশ। গোলপার্ক থেকে যাদবপুর ৮ বি পর্যন্ত র‍্যাগিংয়ের প্রতিবাদে মিছিল কর্মসূচি ছিল এবিভিপি-র। পুলিশ তাঁদের পথ আটকালেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ব্যারিকেড টপকে যাওয়ার চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা। পুলিশও লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে যায়। যাদবপুর থানা সংলগ্ন মোড়ে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। প্রথম থেকে শান্তিপূর্ণ ভাবে মিছিল শুরু হয় গোলপার্ক থেকে। মিছিলের শুরুতে পথ আটকায় পুলিশ। তখনই

বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়। বেশ কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ। তখন বাকি বিক্ষোভকারীরা দৌড়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে এগোতে থাকেন। মিছিল যখন যাদবপুর থানার সামনে পৌঁছয়, তখন সেখানে আগে থেকেই মোতায়েন ছিল পুলিশ। পরিস্থিতি কিছুটা থিতু হলেই কিছুক্ষণের মধ্যে দ্বিতীয় দফায় মিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে আসার চেষ্টা করে। আবারও উত্তেজনা ছড়ায়। যাদবপুর থানার মোড়ে আবারও পুলিশি বাধার মুখে পড়ে মিছিল। ঘণ্টা খানেক পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এদিকে, যাদবপুরকাণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলের চার আবাসিক ছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কলকাতা পুলিশের অপরাধ দমন শাখার যুগ্ম কমিশনার শঙ্খশুভ্র চক্রবর্তীর। যাদবপুর থানায় গতকাল টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করেন কলকাতা পুলিশের ডিসি এসএসডি বিদিশা কলিতাও। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে যুগ্ম কমিশনার জানান, চার পড়ুয়াকে আটক করা হয়নি। তবে তাঁরা ঘটনার দিন উপস্থিত ছিলেন। সূত্রের খবর, মেন হস্টেলের যে তলায় ওই ঘটনা ঘটে, তার ওপরের তলায় থাকেন ওই চার পড়ুয়া। সেই কাণ্ড মিটতে না মিটতেই গোলপার্ক থেকে শুরু হয় যুব মোর্চার মিছিল। গত মিছিলের অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেটের সামনে ছেয়ে ফেলা হয় পুলিশে। মিছিলে অংশগ্রহণ করেন শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পাল, চিকিৎসক ইন্দ্রনীল খাঁ, আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারিসহ তাবড় বিজেপি নেতা। বৃষ্টির মধ্যে এই মিছিলে যুব মোর্চার নেতা কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। মিছিলের শুরুতে শুভেন্দু বলেন, ‘‘টুকরে টুকরে গ্যাং, রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিকে হুঁশিয়ারি দিতে আমরা নেমেছি। এই ডান্ডা আরও মোটা হবে প্রয়োজনে। মাওবাদ-নকশালবাদ চলবে না। পাকিস্তানের দালালি যাদবপুরে চলবে না। যাদবপুরে রাষ্টবাদ চলবে, জাতীয় পতাকা উড়বে। নকশালবাদ-মাওবাদ হুঁশিয়ার।’’

সেমেস্টার সিস্টেম নিয়ম নিয়ে এবার কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্টঃ কেন্দ্রের তরফে ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে নতুন নিয়ম। সেই নিয়ম অনুযায়ী নয়া নিয়ম কার্যকর করার কথা ঘোষণাও করে দিয়েছে সিবিএসই, আইসিএসই। কিন্তু, কেন্দ্র নির্ধারিত সেই নিয়ম মানতে নারাজ রাজ্য। দ্বাদশ শ্রেণিতে সেমেস্টার নিযমে নয়া পাঠ্যক্রম চালু করা নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করছে এ রাজ্যের শিক্ষা দফতর। কী সেইন ভিন্ন মত, কেমনই বা হবে সেই নতুন নিয়ম? সম্প্রতি তা নিয়ে হয়ে গেল বৈঠকও। শিক্ষা দফতর সূত্রের খবর, কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের সঙ্গে এখনও একমত নয় রাজ্য! উচ্চ মাধ্যমিকের ২টি সেমেস্টারের নম্বরকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়ুয়াদের মূল্যায়ন করতে চায় রাজ্য। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে, ২টি সেমেস্টারে বোর্ড পরীক্ষা হলেও যে

সেমেস্টারে বেশি নম্বর থাকবে সেই নম্বরকেই গণ্য করা হবে। কিন্তু, কেন্দ্রের এই নিয়ম মানতে নারাজ রাজ্য তথা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ইতিমধ্যেই সিবিএসই, আইসিএসই বোর্ড সেই পথে হাঁটলেও রাজ্য তার সঙ্গে একমত নয়। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের আধিকারিকদের মতে, ২টো সেমেস্টারকেই সমান গুরুত্ব না দিলে পড়ুয়াদের মধ্যে পরীক্ষা দেওয়ার আগ্রহ কমে যেতে পারে। দুটি সেমেস্টারকেই ৫০-৫০ গুরুত্ব দিয়ে পড়ুয়াদের মূল্যায়ন করার পক্ষপাতী রাজ্য। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই, এই বিষয় নিয়ে একপ্রস্থ বৈঠক করেছে রাজ্যর। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে যাঁরা একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হবেন এবং ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে যাঁরা উচ্চমাধ্যমিক দেবেন, তাঁদের সময় থেকেই সেমেস্টার পদ্ধতিতে হবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা।

রেশন কার্ড ও আধার লিঙ্কের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্টঃ গ্রাহকদের রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার যোগের সময়সীমা ৩০ সেপ্টেম্বর শেষ হচ্ছে। তার আগে রাজ্যের সমস্ত রেশন গ্রাহকের আধার যোগের কাজ শেষ করতে খাদ্য দফতর সব জেলা প্রশাসনকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মাঠে নামার নির্দেশ দিয়েছে। খাদ্য দফতর থেকে জেলাশাসকদের চিঠি দিয়ে এই কাজে গতি আনার নির্দেশ দেওয়া

হয়েছে। খাদ্য দফতরের আধিকারিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আধার যোগ করার কাজ করতে বলেছে। খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন, ‘‘রাজ্যে আধার-রেশন সংযোগের কাজ শুরু করা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন জেলা থেকে সর্বশেষ তথ্য না মেলায় প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। জেলাগুলিকে দ্রুত আধার সংযোগের কাজ শেষ করে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।’’ রাজ্যের বর্তমানে প্রায় ৮ কোটি ৮০ লক্ষ রেশন কার্ড গ্রাহক আছে। এর মধ্যে ৯৭ গ্রাহকের আধার সংযোগের কাজ শেষ হয়েছে।

প্রমাণ লোপাট করতে হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপ

‘ইনস্ট্রাকশন’ দিতেন অভিযুক্ত সৌরভই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্টঃ হোয়াটসঅ্যাপে তৈরি হয়েছিল গ্রুপ। সেখানে চালাচালি হত মেসেজ, কীভাবে তদন্ত প্রভাবিত করা যায়। সেই গ্রুপে ‘ইনস্ট্রাকশন’ দিতেন সৌরভ চৌধুরী। যাদবপুরের প্রথম বর্ষের ছাত্রের রহস্যমৃত্যুর তদন্তে নেমে অভিযুক্তদের জেরা করে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারীরা। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বেশ কিছু সামগ্রীও। শুক্রবার আলিপুর আদালতে এই মামলার শুনানিতে বিষয়টি উল্লেখ করেন সরকারি আইনজীবী। এই মামলার তদন্তে আগেই আদালতে সরকারি আইনজীবী অভিযুক্তদের সফল অপরাধী কিন্তু ব্যর্থ অভিনেতা বলে কটাক্ষ করেছেন। ছাত্রমৃত্যুর এই ঘটনাকে বিরলের মধ্যে বিরলতম বলেও কটাক্ষ করেছেন। শুক্রবার সরকারি আইনজীবী বলেন, ‘পিক অ্যান্ড চুজ’ করে প্রথম বর্ষের সেই ছাত্রকে মারা হয়েছে। সরকারি আইনজীবী জানান, একটি গামছা উদ্ধার হয়েছে। যেটা দিয়েই মৃত ছাত্রের মুখ চাপা দেওয়া হয়েছিল। সেই রক্ত মাখা গামছা ও ২ টো ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ফোনে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে মেসেজ চালাচালি হত। আইনজীবীর দাবি, সেখানে তদন্ত প্রভাবিত করার প্রমাণ হাতে পেয়েছেন তদন্তকারীরা। ফোনে ‘জেইউএমএইচ’ নামে একটি গ্রুপ তৈরি করা হয়েছিল। সৌরভ সেই গ্রুপে ‘ইনস্ট্রাকশন’ দিতেন। মাঝেমধ্যে সেই গ্রুপে অ্যাক্টিভ হতেন নির্দেশ দেওয়ার জন্য। সরকারি আইনজীবীর দাবি, ছাত্রমৃত্যুর পর সৌরভ চৌধুরীকে বাঁচাতে অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র হয়েছিল। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। হস্টেলে সৌরভ থাকেন কিনা, সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে কী বলা হবে, তা সবই সেই গ্রুপে লেখা হত। পরে প্রমাণ লোপাটের ক্ষেত্রে সেই গ্রুপ ডিলিট করে দেওয়া হয়। ধৃত সৌরভ চৌধুরীকেই গোটা ঘটনার কিংপিন বলেছেন সরকারি আইনজীবী। যদিও সৌরভ আগেই নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন। সৌরভের আইনজীবী শুক্রবার আলিপুর আদালতের শুনানিতে তাঁর মক্কেলের জেল হেফাজতের আবেদন জানান। জেলে গিয়ে যাতে তদন্তকারীরা জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তার আবেদন জানান। তবে পরবর্তী শুনানি ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সৌরভের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। জেলের ভিতরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে। এর আগেই সরকারি আইনজীবী দাবি করেছেন, প্রথম বর্ষের ওই ছাত্রকে নগ্ন করে তিন তলার বারান্দায় হাঁটানো হয়েছিল। সৌরভই গোটা পরিকল্পনার কিংপিন। প্রসঙ্গত, এই ঘটনায় শুক্রবার যাদবপুরকাণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলের আরও চার আবাসিক ছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন কলকাতা পুলিশের অপরাধ দমন শাখার যুগ্ম কমিশনার শঙ্খশুভ্র চক্রবর্তীর। যাদবপুর থানায় বৃহস্পতিবারও টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করেন কলকাতা পুলিশের ডিসি এসএসডি বিদিশা কলিতাও। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে যুগ্ম কমিশনার জানান, চার পড়ুয়াকে আটক করা হয়নি। তবে তাঁরা ঘটনার দিন উপস্থিত ছিলেন। সূত্রের খবর, মেন হস্টেলের যে তলায় ওই ঘটনা ঘটে, তার ওপরের তলায় থাকেন ওই চার পড়ুয়া।

‘রোজ একই গজল গাইছেন, অন্য কিছু বলুন’, সিবিআই-কে বললেন বিচারক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্টঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাকে এদিন পেশ করা হয়েছিল আলিপুরে বিশেষ সিবিআই আদালতে। সেই সময়ে এজলাসে বিচারক সিবিআই আইনজীবীর থেকে তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট দেখতে চান। কিন্তু এদিন তা দেখাতে পারেননি সিবিআই আইনজীবী। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী জানান, তদন্তে কী বাকি আছে, তা দেখতে হবে। সিবিআই আইনজীবীর এমন বক্তব্যে কিছুটা অসন্তুষ্ট হন আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক। বললেন, ‘‘আপনারাও অন্য কিছু বলুন। রোজ একই গজল গাইছেন।’’ বিচারক আরও বলেন, ‘‘এক মাস আগে স্ট্যাটাস রিপোর্ট দিয়েছেন। তাহলে কি একমাসে তদন্ত হয়নি? আগে রিপোর্ট দিন, পরে জামিনের শুনানি হবে।’’ উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায়

ইতিমধ্যেই অনেকে গ্রেফতার হয়েছেন। তালিকায় রয়েছেন একাধিক হেভিওয়েট রাজনীতিক, শিক্ষাকর্তা এবং বেশ কিছু এজেন্ট বা মিডলম্যান। আর এসবের মধ্যেই শুক্রবার তদন্তকারী সংস্থাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, এক এক জন বন্দিকে সংশোধনাগারে রাখার জন্য সরকারের খরচের কথা। সিবিআই-এর আইনজীবীকে বিচারক বললেন, ‘‘আপনারা জানেন না একজন বন্দিকে রাখলে সরকারের কত খরচ হয়?’’ এদিন আদালত চত্বরের বাইরে জীবনকৃষ্ণের আইনজীবী বললেন, ‘‘আমরা বিচারপ্রার্থী। আমরা বিচার পাচ্ছি না। যাঁরা চাকরি পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ তুলছেন, তাঁরাও বিচার পাচ্ছেন না। এই কথাটি এদিন আমরা তুলে ধরি বিচারকের কাছে। তাতে বিচারক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। বিচারক আগের দিনও বলেছিলেন, এদিনও বললেন রিপোর্ট দিতে হবে। আগে যাই স্ট্যাটাস রিপোর্ট দিয়ে থাকুন, আবার ফ্রেশ স্ট্যাটাস রিপোর্ট দিতে হবে।’’ উল্লেখ্য, জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে ৬৫ ঘণ্টা তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআই হানা চলাকালীনই পাঁচিলের উপর উঠে পুকুরে মোবাইল ছুড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছিল বিধায়কের বিরুদ্ধে। সেই অভিযানে তৃণমূল বিধায়ককে পাকড়াও করেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। কিন্তু এদিন আদালতে সিবিআই তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট জমা দিতে না পারায় কিছুটা অসন্তুষ্ট বিচারক।

মোদি-জিনপিংয়ের সাক্ষাৎ নিয়ে ‘মিথ্যাচার’ চিনের, ‘ও-প্রান্ত থেকেই আবেদন এসেছিল’ জানাল ভারত

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্টঃ ব্রিকস সম্মেলনে মুখোমুখি হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। সেখানেই প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা নিয়ে দুই রাষ্ট্রনেতার আলোচনা হয়। কিন্তু বৈঠক শেষ হওয়ার পরই চিনের তরফে দাবি করা হয়, ভারত এই বৈঠকের আয়োজন করার আবেদন জানিয়েছিল। শুক্রবার কেন্দ্রীয় সূত্রে চিনের এই দাবি উড়িয়ে দেওয়া হয়। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, চিনের তরফে এই বৈঠকের আবেদন জানানো হয়েছিল আগে থেকেই। সেই আবেদনই মেনে বৈঠক করা হয়। চলতি সপ্তাহেই ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানসবার্গে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ওই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন চিনের রাষ্ট্রপ্রধান শি জিনপিংও। সেখানেই দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে দেখা হয় এবং কথোপকথন হয়। যদিও তা সরকারি কোনও বৈঠক ছিল না। গতকাল চিনের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বিবৃতি জারি করে বলা হয়, ২৩ অগস্ট ব্রিকস সম্মেলনের মাঝেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলেন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। ওই বৈঠকে দুই রাষ্ট্রপ্রধান পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় দ্রুত সেনা প্রত্যাহার নিয়ে আলোচনা করেন। নিজেদের দেশের শীর্ষ আধিকারিকদেরও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য নির্দেশ দেন। এদিকে, এই সাক্ষাতের পরই চিনের তরফে দাবি করা হয় যে শি জিনপিংয়ের সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করার জন্য আবেদন করেছিল ভারত। এ দিন কেন্দ্রীয় সূত্রে জানানো হয়, চিনের এই দাবি ভুল। চিন অনেকদিন আগেই এই বৈঠকের জন্য আবেদন জানিয়েছিল।

শহরতলিতে ফের ডেঙ্গিতে মৃত্যু পুরসভা বলছে ‘সচেতনতার অভাব’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্টঃ ফের ডেঙ্গিতে মৃত্যু শহরতলিতে। দক্ষিণ দমদম পুরসভা এলাকায় ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। মৃতার নাম ববিতা রায় (৩৫)। জানা যাচ্ছে, গত কয়েকদিন ধরেই শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। পরে রক্ত পরীক্ষায় ডেঙ্গির সংক্রমণ ধরা পড়ে। দু’দিন ধরে জ্বর নিয়ে ভর্তি ছিলেন দক্ষিণ দমদম পৌর হাসপাতালে। কিন্তু সুস্থ হয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না। গতকাল (বৃহস্পতিবার) দুপুর ২টো ৫০ মিনিট নাগাদ মৃত্যু হয় ওই গৃহবধূর। মহিলার মৃত্যুর খবর আসার পর থেকেই পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এদিকে বিষয়টি নিয়ে দক্ষিণ দমদম পুরসভার সিআইসি সঞ্জয় দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করার ক্ষেত্রে পরিবারের ঢিলেমি ছিল। বললেন, ‘‘ওই রোগীর মৃত্যুর ৯ দিন আগে থেকে জ্বর ছিল। স্বাস্থ্যকর্মীরা তাঁকে জোর করে ফিভার ক্যাম্পে শারীরিক পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসেন। ডাক্তারও দেখাতে চাইছিলেন না ওই মহিলা। তারপর রক্ত পরীক্ষা করানোর পর ডেঙ্গির সংক্রমণ ধরা পড়ে।’’ সিআইসি জানাচ্ছেন, ডেঙ্গি ধরা পড়ার পর স্বাস্থ্যকর্মীরা ওই মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্য বলেছিলেন। তখন মহিলাকে বরাহনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে বেড না থাকায়, অন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওই মহিলা অন্য হাসপাতালে ভর্তি না হয়ে বাড়িতেই ফিরে আসেন বলে দাবি পুরসভার সিআইসির। এরপর শারীরিক অবস্থার যখন খুব অবনতি হয়ে যায়, তখন তাঁকে নিয়ে আসা হয় দক্ষিণ দমদম পৌর হাসপাতালে। গতকাল হাসপাতালেই মৃত্যু হয় তাঁর। সিআইসি সঞ্জয় দাস জানাচ্ছেন, পুরসভা থেকে মানুষকে সচেতন করার জন্য সবরকম চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এখনও একাংশের মানুষ সচেতন হচ্ছে না। সম্প্রতি একটি বাড়ির চত্বর পরিষ্কার করার জন্য পুরসভার কর্মীদের পুলিশ নিয়ে ঢুকতে হয়েছিল বলেও জানাচ্ছেন তিনি।

আলিপুরদুয়ারে ৫০ কোটির দুর্নীতি সিআইডিকে সরিয়ে সিবিআই-ইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্টঃ আলিপুরদুয়ারের ‘মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতি’তে ৫০ কোটিরও বেশি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল আগেই। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে সিআইডি। রাজ্যের গোয়েন্দারা সমবায় দুর্নীতির ঘটনায় ৬ জনকে গ্রেফতার করেন। তবে সিআইডির তদন্ত নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না মামলাকারীদের একাংশ। সিবিআই-ইডির হস্তক্ষেপ চেয়ে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা দায়ের করেছিলেন অভিযোগকারীরা। ওই মামলাতেই শুক্রবার সিআইডি তদন্ত বন্ধ করে অবিলম্বে সিবিআই এবং ইডিকে তদন্তভার গ্রহণের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মেখলিগঞ্জের স্ট্রং রুমে ‘কারচুপি’র অভিযোগ উঠেছে। সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার দুপুরে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সটান মেখলিগঞ্জে ছুটেছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সেখান থেকেই রাতে তিনি পৌঁছন জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে। শুক্রবার বিচারপতির এজলাসে ওঠে ‘মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতি’তে ৫০ কোটিরও বেশি টাকার দুর্নীতির মামলাটি। আবেদনকারীর আইনজীবী সিআইডি তদন্তের নিরপক্ষেতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এরপরই সিআইডির হাত থেকে মামলাটি দ্রুত সিবিআই ও ইডির হাতে হস্তান্তরের নির্দেশ দেন বিচারপতি। আবেদনকারীর আইনজীবী বিচারপতিকে জানান, সংশ্লিষ্ট সমবায়ে প্রায় ২১ হাজার সদস্য রয়েছেন। কিন্তু সেখানে কাদের ঋণ দেওয়া হয়েছে, তার সঠিক কোনও নথি নেই। সবমিলিয়ে প্রায় ৫০ কোটিরও বেশি টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে আদালতে দাবি করেন সংশ্লিষ্ট আইনজীবী। এরপরই রাজ্য গোয়েন্দাদের হাত থেকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার হাতে তদন্তভার হস্তান্তরের নির্দেশ দেন বিচারপতি। এবিষয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে ১২ অক্টোবরের মধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

অজিতকে নিয়ে পাওয়ারের কথায় ধন্দে ‘ইন্ডিয়া’ জোট

মহারাষ্ট্র, ২৫ আগস্টঃ মহারাষ্ট্রে এনসিপি-বিজেপি সম্পর্ক নিয়ে ফের জল্পনা শুরু হয়েছে। বরাবরের মতো শরদ পাওয়ার তো আছেনই, জল্পনা এবার উসকে দিয়েছেন তাঁর মেয়ে সুপ্রিয়াও। এনসিপি-র সর্ব ভারতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি সুপ্রিয়া সুলহে বৃহস্পতিবার বলেন, ‘‘কে বলল অজিত পাওয়ার এনসিপি-তে নেই। উনি অবশ্যই দলে আছেন। উনি আমাদের নেতা। এনসিপি-তে ভাঙন ধরেছে বলে যা বলা হচ্ছে, সবটাই ভিত্তিহীন প্রচার।’’ শরদ কন্যার এমন মন্তব্যে শোরগোল থামার আগেই তাতে শিলমোহর দিয়েছেন স্বয়ং শরদ পাওয়ার। বলেছেন, ‘‘সুপ্রিয়া ঠিকই বলেছে।’’ আর পাওয়ারের এই ঘোষণায় এনসিপি-র অজিত পাওয়ার গোষ্ঠী রীতিমতো পথে নেমে উল্লাশ শুরু করেছে। চলে মিষ্টি বিনিময়। উল্লসীত বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাজে মুগ্ধ স্বয়ং শরদ পাওয়ারও। তাঁর বিজেপি জোটের হাত ধরা সময়ের অপেক্ষা মাত্র। অন্যদিকে, বিরোধী জোট মহা বিকাশ আগারির অপর দুই শরিক কংগ্রেস এবং শিবসেনার (উদ্ধব) গোষ্ঠীর নেতারা দিশেহারা। ছয়দিনের মাথায় মুম্বইয়ে বসতে চলেছে ‘ইন্ডিয়া’ জোটের বৈঠক। তার আগে মহারাষ্ট্রে সেই জোটের শরিক এনসিপি-র ঘরোয়া বিবাদ এবং পাওয়ারের বক্তব্য নিয়ে বিরক্ত অপর দুই শরিক। যদিও প্রকাশ্যে দুই দলের রাজ্য নেতারা কেউ শরদ সম্পর্কে প্রকাশ্যে বিরক্তি প্রকাশ করেননি। শিবসেনা-বিজেপি সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী, শরদের ভাইপো অজিত পাওয়ার নিজে মুখ না খুললেও তাঁর শিবির থেকে বলা হয়, সুপ্রিয়া সঠিক কথাই বলেছেন। এনসিপি অক্ষত। আমাদের নেতা শরদ-অজিত-সুপ্রিয়া। বৃহস্পতিবার দিনভর তাঁর বক্তব্য নিয়ে তুমুল রাজনৈতির জল্পনা চললেও কথা ফেরিয়ে নেননি সুপ্রিয়া। শুক্রবার সকালে তাঁর কথায় নয়া মাত্রা যোগ করেন বাবা শরদ পাওয়ার। শুক্রবার সকালে শরদ পুণের অদূরে বারামতীর গ্রামের বাড়িতে যান। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম তাঁকে

ছেকে ধরে সুপ্রিয়ার বক্তব্য নিয়ে। এনসিপি সুপ্রিমো সেখানে বলেন, ‘‘সুপ্রিয়া সঠিক কথাই বলেছেন। দলের কথাই বলেছেন। অজিত পাওয়ার অবশ্যই এনসিপি’তে আছেন। তিনি দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা।’’ সেই সঙ্গে শরদ পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, ‘‘কেন বলা হচ্ছে এনসিপি-তে স্পিলট্ হয়েছে। ভাঙনের কোনও প্রশ্নই ওঠে না।’’ তবে কয়েক ঘণ্টা পর সাতারা জেলায় এক অনুষ্ঠানের মঞ্চে দাঁড়িয়ে শরদ পাওয়ার পুরো ডিগবাজি খান। বলেন, ‘‘অজিত পাওয়ার এনসিপি-তে আছে, এমন কথা আমি বলিনি। ওঁকে আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি।’’ শরদের এই কথাতেও ফের শোরগোল শুরু হয়ে যায়। এনসিপির নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি বিরোধী জোট মহা বিকাশ আগারির দুই শরিক কংগ্রেস ও শিবসেনা (উদ্ধব গোষ্ঠী) এমনকী বিজেপিও বোঝার চেষ্টা করছে, মারাঠা ‘স্ট্রং ম্যান’ কেন এবেলা ওবেলা উল্টো কথা বলছেন। কেউ কেউ বলছেন, বয়সের কারণে শরদের স্মৃতির সমস্যা হচ্ছে। তাঁর খেয়াল থাকছে না কখন কী বলছেন। তবে মহারাষ্ট্রের রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং শরদ পাওয়ারকে যাঁরা চেনেন, তাঁদের অনেকেই মনে করছেন, এটা আসলে শরদের চাল। একেক সময় একের কথা বলে তিনি গোটা বিতর্কটা গুলিয়ে দিতে চাইছেন। ফলে বোঝাই যাচ্ছে না তিনি ইন্ডিয়া জোটে থাকছেন নাকি থাকছেন না। ২ জুলাই এনসিপির আট বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে শরদের ভাইপো অজিত রাজ্যের শিবসেনা-বিজেপি সরকারে যোগ দিয়েছেন। শপথ অনুষ্ঠানের পর গোটা বিষয়টি জানাজানি হয়। শরদ দাবি করেন, তিনি কিছুই জানতেন না। দলের বৈঠক ডেকে অজিত পাওয়ার-সহ আট বিধায়ককে বহিষ্কার করার পাশাপাশি বিধানসভার স্পিকারকেও চিঠি দেন সদস্য পদ খারিজ চেয়ে। কিন্তু কিছুদিন পরই দেখা যায়, ভাইপোর সঙ্গে একান্তে বৈঠক করছেন শরদ। পুণেতে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে কাকা-ভাইপোর গোপন বৈঠক ঘিরে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে যায়। অজিতকে নিয়ে সুপ্রিয়া ও শরদের বক্তব্য ঘিরে বিরোধী জোটের দুই শরিক কংগ্রেস ও শিবসেনা (উদ্ধব গোষ্ঠী) প্রকাশ্যে মন্তব্য না করলেও একান্তে নেতারা বলছেন, অজিত পাওয়ার কোনও কিছুই কাকাকে না জানিয়ে করেন না। অজিতের মন্ত্রিসভায় যোগদান পাওয়ারের জ্ঞাতসারেই হয়েছে। আসলে তিনি দুই নৌকায় পা দিয়ে চলার চেষ্টা করছেন। ভাইপোকে বিজেপি শিবিরে পাঠিয়ে রেখেছেন। যাতে দিল্লিতে মোদি সরকার ফের ক্ষমতাসীন হলে তাঁর কোনও সমস্যা না হয়। বিজেপি পাওয়ার ও তাঁর মেয়ের কথায় খুশি। মহারাষ্ট্র বিজেপির সভাপতি চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলের বক্তব্য, ‘‘আমরা জানি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাজকর্মে শরদ পাওয়ার মুগ্ধ। অজিতের মতো তিনি ও তাঁর মেয়ের আমাদের হাত ধরা সময়ের অপেক্ষা।’’

চলে গেলেন ডব্লিউডব্লিউই জনপ্রিয় রেসলার ব্রেই ওয়্যাট

লন্ডন, ২৫ আগস্টঃওয়ার্ল্ড রেসলিং এন্টারটেনমেন্ট (ডব্লিউডব্লিউই)' এর জনপ্রিয় রেসলার ব্রেই ওয়্যাট , যার আসল নাম উইন্ডহাম রোটুন্ডা, দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে চলে গেলেন মাত্র ৩৬ বয়সেই।আজ শুক্রবার (২৫ আগস্ট) ভোরে এক টুইট বার্তায় তার মৃত্যুর সংবাদটি জানান, ডব্লিউডব্লিউই'র চিপ কন্টেন্ট অফিসার পল মাইকেল লেভেস্ক্যু।তিনি জানান, গত এপ্রিলে রেসলম্যানিয়াতে ববি ল্যাশলির সঙ্গে ব্রেই ওয়্যাটের খেলার কথা ছিল। কিন্তু ম্যাচ আয়োজনের কিছুদিন আগে জানা যায় তিনি দুরারোগ্য আক্রান্ত। যার ফলে ওই ম্যাচটি বাতিল হয়ে গিয়েছিল। এরপর তিনি গত কয়েক মাস চিকিৎসাধীন থাকলেও তার অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। শেষ পর্যন্ত মাত্র ৩৬ বছর বয়সেই পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেলেন এ জনপ্রিয় রেসলার।

র‍্যাগিং রুখতে ISRO চেয়ারম্যানকে ফোন রাজ্যপালের

কলকাতা,২৫আগষ্টঃ যাদবপুর বিদ্যালয়ের পড়ুয়ার মৃত্যুতে বর্তমানে বাংলার রাজ্য রাজনীতি থেকে সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ে সমগ্র দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে না না প্রশ্ন উঠছে, এমত পরিস্থিতিতে ইসরোর চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বললেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। প্রযুক্তির ব্যবহার করে রাজ্যের কলেজগুলিতে র‍্যাগিং রুখতে ইসরোর কাছে পরামর্শ চাইলেন তিনি।রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছে, যাদবপুর কাণ্ড নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন রাজ্যপাল। সেই সঙ্গে রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং রুখতে ইসরোর চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। প্রযুক্তির ব্যবহারে শিক্ষাঙ্গনে র‍্যাগিং বন্ধ করার কোনও উপায় বের করা যায় কি না, তা নিয়েও আলোচনা করেন তিনি। এখানেই শেষ নয়, প্রযুক্তির সাহায্যে র‍্যাগিং রুখতে হায়দরাবাদের অ্যাড্রিন সংস্থার সঙ্গেও যোগাযোগ করেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস।প্রসঙ্গত, যাদবপুরে প্রথম বর্ষের ছাত্রের রহস্য মৃত্যুর পর থেকেই রাজ্যের একাধিক কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হস্টেলে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। একাধিক পড়ুয়ার মৃত্যুর খবরও জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবারই এসএসকেমের হস্টেলে আত্মঘাতী হয়েছেন এক নার্সিং ছাত্রী। যার নেপথ্যের কারণ নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।

দেওয়াল চাপা পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

ফুলবাড়ি,২৫আগষ্টঃ ফুলবাড়ি আবারও দেওয়াল চাপা পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু। ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য ফুলবাড়িতে। জানা গিয়েছে, ফুলবাড়ী জিয়াগঞ্জ এলাকায় একটি পুরোনো বিল্ডিং-এ কাজ করতে গিয়েছিল বেশ কয়েকজন শ্রমিক। কাজ করতে করতে আচমকা দেওয়ালের একাংশ ভেঙে পড়ে। সেখানেই চাপা পড়ে মৃত্যু হল একজনের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছায় এলাকায়।জানা গিয়েছে, মৃত শ্রমিকের নাম জয়ন্ত রায়। সে বেলাকোবার বাসিন্দা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। আটো দেওয়ালে চাপা পড়ে মৃত্যু, নাকি অন্য কোনো রহস্য, সম্পূর্ণ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

ল্যান্ডার থেকে নেমে এল রোভার প্রজ্ঞান

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট ঃ চাঁদের মাটি ইতিমধ্যেই ছুঁয়েছে ভারত। এবার চাঁদে হাঁটতেও শুরু করে দিল ভারত। বৃহস্পতিবার সকালে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র পক্ষ থেকে টুইট (এক্স) করে জানানো হয়েছে, চন্দ্রযান-৩ রোভারটি ল্যান্ডার থেকে নেমে এসেছে এবং চাঁদে হাঁটতে শুরু করেছে ভারত। ইনস্পেসের চেয়ারম্যান পবন কে গোয়েঙ্কা রোভারের ছবি টুইট করে জানান, ল্যান্ডার থেকে বেরিয়ে আসা রোভারের প্রথম ছবি।বিক্রম যখন চাঁদে নেমেছিল, তখন সেখানে সবে ভোর হয়েছে। ভোরের আলো ফোটার কিছু পরেই বিক্রমের দরজা খুলে গিয়েছে। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে প্রজ্ঞান। আগামী ১৪ দিন রোভারটি চাঁদে কাজ করবে। এর শক্তির উৎস সূর্য। সোলার প্যাওয়ারই গুটি গুটি পায়ে হাঁটাচলা করবে প্রজ্ঞান। চাঁদে সূর্য ডুবে গেলে প্রজ্ঞানেরও কাজ শেষ। কারণ, সূর্যের আলো না থাকলে তার কোনও শক্তি আর অবশিষ্ট থাকবে না।

নির্বাচনে কারচুপির দায়ে গ্রেফতার ডোনাল্ড ট্রাম্প

নয়াদিল্লি,২৫আগষ্টঃঃ ২০২০-র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জর্জিয়া প্রদেশে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী তথা তকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেনের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছিল। ফলপ্রকাশ হলে দেখা যায়, ১২ হাজার ভোটে জিতে গিয়েছেন বাইডেন। ট্রাম্প দাবি করছিলেন, গণনায় কারচুপি করা হয়েছিল। এর পর তাঁর বিরুদ্ধেই পাল্টা কারচুপির অভিযোগ আনা হয়। জর্জিয়া প্রদেশের ফলাফল পাল্টে দেওয়ার চেষ্টায় অভিযুক্ত করা হয় তাঁকে।এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করা হল আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। বৃহস্পতিবার আটলান্টার ফুলটন কাউন্টির একটি কারাগারে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন তিনি। তবে গ্রেফতারির পর তাঁর

একটি ছবি তোলার পর দু'লক্ষ ডলারের বন্ডের বিনিময়ে জামিন দেওয়া হয় আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে। কারাগারে ট্রাম্পকে মিনিট কুড়ি কাটাতে হয়েছিল। এর পর তিনি কারাগার থেকে বেরিয়ে যান।উল্লেখ্য, জর্জিয়ার আদালতে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মোট ১৩টি অভিযোগ আনা হয়েছিল। তার মধ্যে রয়েছে জর্জিয়ার গুন্ডামি-বিরোধী র‍্যাকেটিয়ারিং আইন লঙ্ঘন করা, সরকারি কর্মকর্তার শপথ লঙ্ঘন এবং জালিয়াতির ষড়যন্ত্র। ট্রাম্পের সঙ্গেই অভিযুক্ত হন তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ সহযোগী- হোয়াইট হাউসের তৎকালীন চিফ অফ স্টাফ মার্ক মেডোস এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের আইনজীবী রুডি জুলিয়ানি। তা ছাড়া, আমেরিকান বিচারবিভাগের তকালীন কর্তা জেফরি ক্লার্ক-সহ আরও ১৬ জনের বিরুদ্ধে একই রকম অভিযোগ আনা হয়েছে। তাঁদের সকলকেই আত্মসমর্পণের জন্য ২৫ অগস্ট পর্যন্ত সময় দেওযা হয়েছিল। সেই নির্দেশ মেনেই বৃহস্পতিবার জর্জিয়ার ওই কারাগারে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন ট্রাম্প।ট্রাম্প ছাড়া এই মামলার অন্যান্য অভিযুক্তরাও আত্মসমর্পণ করেছেন। তবে জেলে ট্রাম্পের তোলা ছবি নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে। ফুলটন কাউন্টির শেরিফের অফিস থেকে প্রকাশিত ছবিতে তাঁকে গাঢ় নীল স্যুট, সাদা শার্ট এবং লাল টাই পরে ক্যামেরার দিকে তাকাতে দেখা গিয়েছে। চোখেমুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট। সমাজমাধ্যমে এই ছবিটিকে অনেকেই ' ছবি বলে মন্তব্য করেছেন। কারণ, আমেরিকার সমস্ত প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের মধ্যে ট্রাম্পই প্রথম যিনি ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি হয়ে গ্রেফতার হলেন।গ্রেফতারির পর আবার জেল থেকে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প বলেন, আমেরিকার কাছে অত্যন্ত দু ঃখজনক দিন। আমি কোনও ভুল করিনি। বিচারব্যবস্থার সঙ্গে প্রতারণা করে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।''

মালদার মৃত শ্রমিকদের পরিবারের পাশে থাকার কথা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল

মালদা , ২৫ আগস্টঃমিজোরাম দুর্ঘটনাগ্রস্ত মালদার মৃত শ্রমিকদের পরিবারের পাশে থাকার কথা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। পাশাপাশি রেল কর্তৃপক্ষ যাতে মৃতদের পরিবার পিছু ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে সে কথাও বলেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। শুক্রবার দুপুরে কলকাতা থেকে সুপারফাস্ট ট্রেনে করে মালদা টাউন স্টেশনে আসেন রাজ্যপাল। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েই মিজোরামে মৃত মালদার শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে পুখুরিয়া থানার কোকলামারি চৌদুয়ারী এলাকায় যান রাজ্যপাল। সেখানে যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যপাল প্রথমেই একটি বাংলায় মৃত শ্রমিকদের প্রতি শোকবার্তা পড়ে শোনান। এরপর রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস জানিয়েছেন, একসঙ্গে এতজন শ্রমিকের মৃত্যুতে সম্পূর্ণভাবে মর্মাহত তিনি। তবে এখন কোনরকম ভাবেই সমালোচনা করার সময় নয় । মৃত শ্রমিকদের পরিবারের পাশে থেকে সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে।রাজ্যপাল আরো বলেন, এই দুর্ঘটনার বিষয়টি জানতে পেরে আমি রেলমন্ত্রীকে টুইট করেছি। যাতে মৃতদের পরিবার কিছু ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ এবং আহতদের দুই লক্ষ টাকা ও আংশিক আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় । আমার আশা রেলমন্ত্রক এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখবে।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৩ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ছে। গত ২৪ ঘন্টায় ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৩ ডলারের কাছাকাছি এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৯ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল ৯৬.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৯.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৬.৩১ টাকা, মুম্বইতে ডিজেল ৯৪.২৭. টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা, কলকাতায় ডিজেল ৯২.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেল ৯৪.২৪ টাকায়

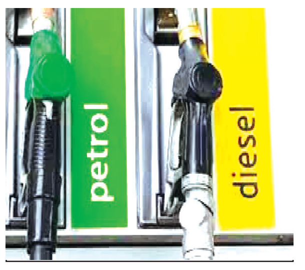

পাওয়া যাচ্ছে।আন্তর্জাতিক বাজারে সপ্তাহের প্রথম দ্বিতীয় উদ্বোধনী বাণিজ্যে ব্রেন্ট ক্রুড ০.১৮ বা ০.২২ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৮২.৯২ এ ট্রেড করছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস হন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ৭৮.৯৪ এ লেনদেন করছে, ০.২০ বা ০.২৫ শতাংশ বেড়েছে।

৯২১ জন তীর্থযাত্রীর অষ্টম দল জম্মু থেকে অমরনাথের উদ্দেশে রওনা দিল

জম্মু, ২৫ আগস্ট ঃ শুক্রবার ৯২১ জন তীর্থযাত্রীর অষ্টম দল কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে জম্মুর ভগবতী নগর বেস ক্যাম্প থেকে রওনা দিয়েছে বলে সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে। ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ২১টি যানবাহনের মাধ্যমে তারা এই অভিযানে রওনা হয়েছে। ভক্তদের মধ্যে ৭২২ জন পুরুষ, ১৮৩ জন মহিলা এবং ১৬ জন শিশু রযেছে। ১১ দিন ধরে চলা এই যাত্রায় বাইরের রাজ্য থেকেও ভক্তরা ভগবান শিবের দর্শনে পৌঁছেছেন বলে জানা গিয়েছে। এই মন্দিরটি জম্মু বিভাগের প্রাচীনতম মন্দিরগুলির মধ্যে একটি। অমরনাথের এই যাত্রা ছড়ি মোবারকের আগমনের মাধ্যমে শেষ

হয়।অমরনাথ যাত্রা সাময়িকভাবে স্থগিত করার পর, গত কয়েকদিন ধরে জম্মুর ভগবতী নগর ঘাঁটি থেকে কাশ্মীর উপত্যকায় কোনও দলকে পাঠানো হয়নি। জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা ক্রমাগত কমে যাওয়ায় ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য প্রশাসন অমরনাথ যাত্রা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। শ্রী অমরনাথের পবিত্র গুহা এখন পর্যন্ত সাড়ে চার লক্ষেরও বেশি ভক্ত দর্শন করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

ব্রিকসকে হতে হবে বহুমুখী বিশ্বের বাতিঘরঃপ্রধানমন্ত্রী

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা,বাংলাদেশঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার বলেছেন,ব্রিকসকে বহুমুখী বিশ্বের বাতিঘর হিসাবে আবির্ভূত হতে হবে এবং প্রতিক্রিয়ার সময় অন্তর্ভুক্তিমূলক প্ল্যাটফর্ম হতে হবে।তিনি বলেন,আমাদের এই বহুমুখী বিশ্বে ব্রিকসকে একটি বাতিঘর হিসাবে প্রয়োজন। আমরা আশা করি- আমাদের প্রতি প্রতিক্রিয়ার সময় এটি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্ল্যাটফর্ম হিসাবে আবির্ভূত হবে। আমাদের শিশু ও যুবকদের কাছে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে-আমাদের জাতিগুলো সংকটে প।তে পারে,কিন্তু কখনই পরাজিত হবে না।'প্রধানমন্ত্রী জোহানেসবার্গের স্যান্ডটন কনভেনশন সেন্টারে ৭০টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে ফ্রেন্ডস অব ব্রিকস লিডারস ডায়ালগ (ব্রিকস-আফ্রিকা আউটরিচ অ্যান্ড দ্য ব্রিকস প্লাস ডায়ালগ) ' ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব ব্রিকস'-এর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষে ভাষণ প্রদানকালে একথা বলেন।দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাপোসাও এ সংলাপে বক্তব্য রাখেন।ব্রিকস প্লাস ডায়ালগের ফাঁকে ইরানের প্রেসিডেন্ট ইবরাহিম রাইসি ও ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর সাথে কুশল বিনিময় করেন।জাতিসংঘ মহাসচিব এন্তোনিও গুতেরেস, উগান্ডার ভাইস-প্রেসিডেন্ট, দক্ষিণ আফ্রিকার উপ-প্রধানমন্ত্রী, রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কুশল বিনিময় করেন।প্রধানমন্ত্রী ১৫তম ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে জোহানেসবার্গে আসা রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সঙ্গে একটি ফটোসেশনেও যোগ দেন।গ্লোবাল সাউথ-এ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ' ওপর চাপিয়ে দেয়া তথাকথিত পছন্দ ও বিভাজনকে ' বলা উচিত। সার্বজনীন নিয়ম ও মূল্যবোধকে অস্ত্রে পরিণত করার প্রচেষ্টাকে আমাদের অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আমাদের নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞার চক্র বন্ধ করতে হবে।'তিনি বলেন আমাদের সবাইকে সব ধরনের হুমকি,উস্কানি ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে।শেখ হাসিনা আরো বলেন,আমি বিপজ্জনক অস্ত্র প্রতিযোগিতা থেকে পিছিয়ে এসে বিশ্বব্যাপী জনগণের প্রয়োজনীয় পণ্যগুলোর প্রতি মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। বিশ্বজুড়ে শান্তি, ন্যায়বিচার ও স্থিতিশীলতার জন্য আমাদের দায়িত্ব

নিতে হবে।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, সকলকে একসাথে অবশ্যই আন্তর্জাতিক অর্থায়ন ও প্রযুক্তির জন্য প্রত্যেকের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং জলবায়ু, ন্যায়বিচার, অভিবাসীদের অধিকার,ডিজিটাল ইক্যুইটি এবং ঋণ স্থায়িত্বের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।তিনি বলেন,আমাদের নিজস্ব মুদ্রা ব্যবহারের সুযোগসহ নিয়ম-ভিত্তিক বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থা সংরক্ষণ করতে হবে।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমান ব্রিকস চেয়ারম্যান ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার আমন্ত্রণে ১৫তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ২২ আগস্ট জোহানেসবার্গে পৌঁছেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রিকস দেশগুলোর ঐতিহাসিক ১৫তম শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করেছে। এর সদস্য দেশগুলো হচ্ছে- ভারত, ব্রাজিল,রাশিয়া,চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা।ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং,ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।ইউএনজিএ-তে বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের উদ্ধৃতি দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, ' বিশ্বে আমাদের জন্য, আমাদের ভাগ্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্য গড়ে তুলতে আমাদের নিজেদের সামর্থ্যের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে।'তিনি (বঙ্গবন্ধু) পঞ্চাশ বছর আগে যে বার্তা দিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী তা এখনও সত্য বলে মনে করেন ।প্রধানমন্ত্রী রামাপোসাকে তার আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন,প্রেসিডেন্ট ম্যান্ডেলার স্নেহ ও আশীর্বাদ উপভোগ করার জন্য আমি দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে ব্যক্তিগত সংযুক্তি অনুভব করছি। আমি ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ২৫তম বার্ষিকীতে আমাদের উদযাপনে তার যোগদানের কথা স্মরণ করছি।'ম্যান্ডেলার মতো, বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার জাতির জন্য ত্যাগের জীবন যাপন করতেন, তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিশ্চিত করতে তিনি ১৩ বছরেরও বেশি সময় কারাগারে কাটিয়েছেন। তিনি বলেন,১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধু বর্ণবাদকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে নিন্দা করেন এবং জিম্বাবুয়ে, নামিবিয়া ও ফিলিস্তিনকে উপনিবেশমুক্ত করার আহ্বান জানান।তিনি বলেন বঙ্গবন্ধুর উত্তরাধিকার অনুসরণ করে ' সাউথের সাথে আমাদের সংহতি পুনর্নিশ্চিত করতে আমরা এখানে ব্রিকস আউটরিচে এসেছি। আমরা বিশ্বের সকল জাতির সাথে বন্ধুত্বের মনোভাব বজায় রাখি, কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়।'তিনি বলেন,বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য,জীবনযাত্রার ব্যয় এবং জলবায়ু সংকট থেকে আমরা যে শিক্ষা পেয়েছি তা হল সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা কেউই নিরাপদ নই। বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, টেকসই উন্নয়নে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৩৫তম বৃহত্তম অর্থনীতি।তিনি বলেন,আমরা ২০০৬ সালে ৪১.৫ থেকে দারিদ্র্য কমিয়ে ২০২২ সালে ১৮.৭ এ নিয়ে এসেছি। আমরা একই সময়ে চরম দারিদ্র্য ২৫.১ থেকে ৫.৬ কমিয়েছি।' তিনি বলেন,তাঁর সরকার সবর ঘরে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করেছে এবং বিনামূল্যের সামাজিক আবাসন প্রকল্প আশ্রয়ণের অধীনে গৃহহীনতার অভিশাপ দূর করতে চলেছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ' সরকার সারা দেশে ডিজিটাল গণ অবকাঠামো তৈরি করেছে। আমাদের জনসংখ্যার প্রায় ১০৮ সেলুলার মোবাইল সংযোগে অ্যাক্সেস আছে,যা বিশ্বব্যাপী গড় থেকে বেশি। গত অর্থবছরে, মোবাইল ফিনান্সিয়াল সিস্টেমস ১১১.২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের লেনদেন রেকর্ড করেছে। এতে অন্যদের সঙ্গে আমাদের গ্রামীণ মহিলারা ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছে।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে এখন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা বেশি এবং গ। আয়ু প্রায় ৭৩ বছর।তিনি বলেন,গত সপ্তাহে,আমরা ১০০ মিলিয়ন মানুষের জন্য সার্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করেছি, যেখানে সমস্ত লেনদেন অনলাইনে হয়। সরকারি কর্মীরা পেনশন সুবিধা ভোগ করে। আমাদের সরকারের পরবর্তী লক্ষ্য হল ২০৪১ সালের মধ্যে একটি ' বাংলাদেশ''গড়ে তোলা।'দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রেখেছে,এ কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন,নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে বাংলাদেশের শেয়ারের যথেষ্ট যোগ্যতা রয়েছে। তিনি বলেন,আমাদের অবকাঠামো,শিল্প এবং ক্লিন জ্বালানি খাতে আমাদের বিনিয়োগকে সমর্থন করার জন্য সম্ভাব্য অর্থায়নের প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক আর্থিক নীতি ব্যবস্থাপনা সংস্কারের জন্য অপেক্ষা করার সময় আমাদের অবশ্যই কার্যকর বিকল্প থাকতে হবে।'বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) মধ্যে চ্যাম্পিয়ন উল্লেখ করে তিনি বলেন, আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায়-নিয়োজিত থাকতে পেরে বাংলাদেশ গর্ববোধ বোধ করে।মিয়ানমার থেকে ১.২ মিলিয়ন রোহিঙ্গা বাংলাদেশে বসবাস করে উল্লেখ করে তিনি বলেন,আফ্রিকায় শরণার্থী-আশ্রয়দানকারী দেশগুলো এর ভার বুঝতে পারেন। তিনি বলেন,' মহাদেশের সাথে খাদ্য উপাদন,সাশ্রয়ী মুল্যের ওষুধ,আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়ে আমাদের দক্ষতা ভাগ করে নিতে প্রস্তুত।'তিনি বলেন,আমরা সন্ত্রাসবাদ,মানব পাচার, সাইবার-অপরাধ এবং মানি লন্ডারিং মোকাবেলায় সহযোগিতা বা।াতে পারি।পারস্পরিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগকে উন্নীত করার জন্য আমাদের আকাশ ও সামুদ্রিক যোগাযোগ বাড়াতে হবে।' প্রধানমন্ত্রীর কন্যা ও ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের থিম্যাটিক অ্যাম্বাসেডর এবং অটিজম অ্যান্ড নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন সায়মা ওয়াজেদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন,প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান,প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন

বেহালদশা নদীবাঁধের ,আতঙ্কে বাঁধ পাহারায় গ্রামবাসীরা

নামখানা,২৫আগষ্টঃসুন্দরবনের এলাকাবাসীদের কাছে যেন বাংলার সেই অতি পরিচিত প্রবাদ সর্বদাই বিরাজমান। কথাই বলে, নদীর ধারে বাস তার চিন্তা বারো মাস। প্রতিবছর বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সুন্দরবনের উপকূল তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের। কখনো বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় আমফান ,ইয়াস কখনো বা নদী বা সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাস। বিপদ যেন কিছুতেই কিছু ছাড়েনা উপকূল তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের। পূর্ণিমার ভরা কোটালের আতঙ্কে রাতের ঘুম উঠেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের মদনগঞ্জ এলাকার বাসিন্দাদের। আতঙ্কের অন্যতম নাম পূর্ণিমার ভরা কটাল। গ্রামবাসীদের অভিযোগ নামখানার হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদীর তীরে মদনগঞ্জ এলাকার কয়েকশো মিটার নদীবাঁধের বেহালদশা হয়ে পড়েছে। বারবার প্রশাসনকে জানিও কোনরকম সুরাও হযনি, বর্তমানে সন্দুর নদীবাঁধ জরাজীর্ণ অবস্থা। এমনকি নদীতে কোন পণ্যবাহী জাহাজ গেলে সেই জাহাজের থেকে তৈরি হওয়া ঢেউয়ের জেরে বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। বেহাল নদীবাঁধের কারণে আতঙ্কে রয়েছে প্রায় কয়েকশো গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ সামনে পূর্ণিমার ভরা কোটার আর এই ভরা কোটালে নদীতে প্রবল জলোচ্ছ্বাস দেখা দেবে আর এই প্রবল জলোচ্ছ্বাসের জেরে নদী বাঁধ ভেঙে এলাকার প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে আতঙ্কে রয়েছি আর আতঙ্কে জেরে বারবার নদী বাঁধে এসে পাহারা দিচ্ছে আমরা। এ বিষয়ে নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস তিনি বলেন, ওই এলাকার নদী বাঁধের বেহাল দশা রয়েছে আমরা জানি ইতিমধ্যে ই বাঁধ নির্মাণের জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে। খুব শীঘ্রই ওই নদী বাঁধ সংস্কার করা হবে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ বিগত কয়েক দশক ধরে বহু শাসকদলের লোকেরা এলাকায় আসছে এবং নদীবাঁধ সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজও পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ হয়নি।

গর্ভগৃহে ফিরলেন মা তারা!

বীরভূম,২৫আগষ্টঃ পাঁচ দিন পর গর্ভগৃহে ফিরলেন মা তারা। এতদিন গর্ভগৃহ থেকে বের করে মায়ের মূর্তি রাখা হয়েছিল তারাপীঠেরই শিব ভৈরবের মন্দির চত্বরে। গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে ফের গর্ভগৃহে নিয়ে আসা হয় তারা মায়ের মূর্তি। গর্ভগৃহে মায়ের পুজো চলছে। ভিড় জমিয়েছেন ভক্তরা।মন্দির কমিটির তরফে খবর, গর্ভগৃহ ও বেদি সংস্কারের পাশাপাশি মন্দিরে রঙও করা হয়। ফলে স্থানান্তরিত করা হয় তারা মায়ের মূর্তি। ভক্তদের বিশ্বাস, এই মন্দিরে প্রার্থনা করে কোনও ভক্ত খালি হাতে ফেরে না। মহাপীঠ বলে পরিচিত এই মন্দির, হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র ধর্মস্থান। বলা হয়, ' যদি স হও, তবে তুমি পৃথিবীর যেখানেই থাকো এবং যে ধর্মাচরণই করো না কেন, মা তারার আশীর্বাদ সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকবে এবং তোমার আশা পূরণে সহায়তা করবে। তোমার হৃদয় ও মনের যাবতীয় যন্ত্রণা তিনি দূর করবেন।'তারাপীঠ মন্দির নিয়ে নানা কথিত বিশ্বাস রয়েছে, আছে নানা কাহিনী। অনেকে বলেন এখানে সতীর তৃতীয় নয়ন পতিত হয়েছিল। ঋষি বশিষ্ঠ প্রথম সেটি দেখে সতীকেই তারারূপে পুজো করেন। এছাড়াও এখানে রয়েছে সাধক বামাক্ষ্যাপার সমাধিমন্দির। এই মন্দিরেই পুজো করতেন বামক্ষ্যাপা। মন্দির লাগোয়া শ্মশানক্ষেত্রে বাবা কৈলাসপতি নামে এক তান্ত্রিকের কাছে তন্ত্রসাধনা করতেন তিনি। মা তারার আরাধনা এবং পুজোতেই বামাক্ষ্যাপা নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ঝাড়গ্রামের নেতাই হাই স্কুলের ছেলে মেয়েরা বিধানসভা অধিবেশন দেখলেন এবং মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে দেখা করলেন ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর জানতে চাইলেন । অধ্যক্ষের কক্ষে উপস্থিত ছিলেন মাননীয়া মন্ত্রী বীর বাহা হাসদা .চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য,খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ ও অন্যান্য মন্ত্রীগণ। নিজস্ব চিত্র।

৭০ বছরের পুরোনো ব্রিজ ভাঙা পড়বে!

কলকাতা,২৫আগষ্টঃ উত্তর কলকাতার বাগবাজার এবং কাশীপুর সংযোগকারী চিৎপুর রেলব্রিজটি ভেঙে ফেলতে চলেছে কেএমডিএ। ওই কাজের জন্য ইতিমধ্যেই একটি সংস্থাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই কাজের আদেশ জারি করার আগে রাজ্যের অর্থ বিভাগের অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। শহরের ব্রিজগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার উপদেষ্টা কমিটি চারবছর আগেই চিৎপুর ব্রিজ ভেঙে ফেলার সুপারিশ

কলেজে ফুল মিষ্টি নিয়ে ছুটে যান লায়ন্স ক্লাব অফ জলপাইগুড়ি জেনেসিস সদস্যরা

জলপাইগুড়ি,২৫আগষ্টঃ চাঁদ ছুঁয়েছে বিক্রম। আর এই সফল উত্তোরনের নেপথ্যে যে বিজ্ঞানিরা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন জলপাইগুড়ি গভমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ৬ ছাত্র। এরা হলেন কৌশিক নাগ, নিরঞ্জন কুমার, সঞ্জয় দলুই, অমরনাথ নন্দী, সৌমিক সরখেল, মুকুন্দ কুমার ঠাকুর। ছাত্রদের কৃতিত্বে গর্বিত কলেজ। বৃহস্পতিবার বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সেই সাফল্য সেলিব্রেট করলেন অধ্যক্ষ থেকে অধ্যাপকেরা। কয়েক হাজার লাড্ডু বিতরন হলো জলপাইগুড়ি গভমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। কলেজের পরিকল্পনা কৃতি ছয় ছাত্র ফিরলে তাঁদের সংবর্ধনায় ভরিয়ে দেওয়া হবে।অপরদিকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ৬ কৃতীর সাফল্যের খবর শহরে ছ।য়ে প।তেই শহরে উচ্ছাস ছড়িয়ে পড়ে। কর্তৃপক্ষকে সংবর্ধনা জানাতে কলেজে ফুল মিষ্টি নিয়ে ছুটে যান লায়ন্স ক্লাব অফ জলপাইগুড়ি জেনেসিস সদস্যরা। কলেজে সেলিব্রেশন শেষ করে বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে জলপাইগুড়ি কৃতি ছাত্র কৌশিক নাগের বাড়িতে ছুটে যান জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল অমিতাভ রায়। সেখানে পৌঁছে তার মা সোনালী নাগকে অভিনন্দন জানান তারা।সোনালী দেবী জানান আজ কলেজের প্রিন্সিপাল এসেছিলেন। খুব ভালো লাগছে। আমি চাই কলেজের সব ছাত্রই যেনো এভাবে এগিয়ে গিয়ে কলেজের মুখ উজ্জ্বল করে।জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিন্সিপাল অমিতাভ রায় বলেন মিশন চন্দ্র যানে আমাদের কলেজের কৌশিক সহ মোট ছয় ছাত্রের সাফল্যে আমরা গর্বিত। আমরা বর্তমান ছাত্রদের তাদের সাফল্যের কথা জানাতে শুরু করেছি। এই সাফল্য বর্তমান ছাত্রদের অনুপ্রানিত করবে।

ক্ষতিপূরণের দাবী জানালো রাজ্য কংগ্রেস নেতা

মালদা, ২৫ আগস্ট। মিজোরামে নির্মীয়মান রেল ব্রিজ দুর্ঘটনায় মালদায় মৃত শ্রমিক পরিবার পিছু একজনকে চাকরি এবং ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের দাবী জানালো রাজ্য কংগ্রেস নেতা তথা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী। শুক্রবার দুপুরে মালদায় মৃত শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিবি আনন্দ বোস। সেই সময় মালদা টাউন স্টেশনে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে রাজ্য কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচী সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব মৃত পরিবারদের এই ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা এবং কর্মসংস্থানের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় তুমুল সমালোচনা করেছেন । রাজ্য কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচী বলেন, বাংলায় কাজ নেই । তাই এরাজ্যের খেটে খাওয়া মানুষেরা ভিন রাজ্যে যাচ্ছেন। সেখানে গিয়ে দুর্ঘটনা শিকার হচ্ছেন। মৃত্যুও পর্যন্ত হচ্ছে। মিজোরামের যে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তা মর্মান্তিক। মালদার একসঙ্গে এত জন শ্রমিকের মৃত্যু কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। সামান্য কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে চুপ করে বসে থাকলে হবে না সরকারকে । মালদার যতগুলো শ্রমিকদের মিজোরামে মৃত্যু হয়েছে এই দুর্ঘটনায়, তাদের পরিবার কিছু একজনকে চাকরি এবং ন্যূনতম ১০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবির কথা রাজ্যপালকে জানিয়েছি। ভবিষ্যতে শ্রমিকদের বিষয়টি নিয়েও যাতে ভাবনা চিন্তা করে সরকার সেই ব্যাপারেও পথে নামবে কংগ্রেস।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৬আগষ্টঃশনিবার, ৮ভাদ্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৬আগষ্ট ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৮ ভাদ্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৮ ভাদ্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৮ ভাদ্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৯.৪ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৩.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯১শতকরা এবং ৭২শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শুক্রবার । জোয়ার-সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১৬মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১২ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার আবেগপ্রবণ এবং জেদী প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করুন, বিশেষ করে পার্টিতে যেহেতু এটি পার্টির মেজাজ খারাপ করতে পারে। শুভদিন।
বৃষভ রাশিঃকিছু প্রতিকূলতার সামনা করা সম্ভবপর। মনোক্ষুণ্ণ হবেন না বরং আকাঙ্খিত ফল পেতে কঠোর পরিশ্রম করুন।
মিথুন রাশিঃআপনার উত্তেজনা থেকে মুক্তি পেতে পরিবারের সদস্যদের সহায়তা নিন।শুভদিন
কর্কট রাশিঃ অতীতের ভুল সিদ্ধান্তগুলি আজ হতাশা এবং মানসিক অশান্তির দিকে নিয়ে যাবে- আপনি নিরুপায় এবং তার পরে কি করতে হবে তা নির্ধারণ।
সিংহ রাশিঃকর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। ঝুঁকি বা অপ্রত্যাশিত লাভের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থান উন্নত হতে পারে। বিবাহের যোগ হবে আজ
কন্যা রাশিঃবিষাদ ঝেড়ে ফেলে দিন- যা আপনাকে জড়িয়ে রেখেছে এবং আপনার উন্নতিকে ব্যাহত করছে। পরিশ্রম বিকল্প।
তুলা রাশিঃকর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্হ্য সু ঃদর থাকবে। ঝুঁকি বা অপ্রত্যাশিত লাভের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থান উন্নত
বৃশ্চিক রাশিঃআপনার ওজনের উপর নজর রাখুন এবং বেশি খাওয়ায় প্রশ্রয় দেবেন না।
ধনু রাশিঃআপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। আপনি যদি আপনার পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে যায়
মকর রাশিঃসংসারে শান্তি হবে আজ। বিবাহেরযোগ হতে পারে
কুম্ভ রাশিঃ স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে হবে।
মীন রাশিঃআপনার রাগের ফলে তুচ্ছ কারণ ব। হয়ে দেখা দেবে- যা শুধুমাত্র আপনার পরিবারের সদস্যদের বিপর্যস্ত করবে। সৌভাগ্য প্রকৃতপক্ষে সেই সব মহান লোকেদের সঙ্গেই থাকে যারা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখে। করবে। শিশুদের সঙ্গে

ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে স্বস্তি পেল তিলোত্তমা, কলকাতায় মন্থর হল যানবাহনের গতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ বৃষ্টির সৌজন্যে ঘর্মাক্ত গরম স্বস্তি পেল তিলোত্তমা। স্বস্তির আবহ গোটা দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে। শুক্রবার ভোর থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাজুড়ে। বৃষ্টির সৌজন্যে পারদও নেমেছে কিছুটা, উধাও হয়ে গিয়েছে আর্দ্রতার অস্বস্তি। এদিকে, বৃষ্টির জেরে কলকাতায় মন্থর হয়ে গেল যানবাহনের গতি। এদিন মহানগরীর কোথাও কোথাও ধীরে ধীরে চলাচল করে যানবাহন। সামান্য জলও জমেছে কোথাও কোথাও। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর থেকে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত মৌসুমী অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে। তার প্রভাবেই বৃষ্টিতে ভিজছে কলকাতা। কলকাতায় হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হচ্ছে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দুই বর্ধমানে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি জেলাগুলিতেও বৃষ্টি

হতে পারে। বৃষ্টির প্রভাবে নিচু এলাকা জলমগ্ন হতে পারে বলে আশঙ্কা। কলকাতায় এজেসি বোস রোডের কাছে ক্যামাক স্ট্রিটের একাংশে ইতিমধ্যেই জল জমেছে। বৃষ্টিতে রেললাইন বসে গেল মসলন্দপুর স্টেশনের কাছে। ভোগান্তির বৃষ্টি বিপাকে ফেলল শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখার যাত্রীদের। বৃষ্টিতে রেললাইন বসে গেল মসলন্দপুর স্টেশনের কাছে, আর তাই শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, মসলন্দপুর এবং সংহতি স্টেশনের মাঝে আপ রেললাইন বসে যাওয়ার কারণে আপ এবং ডাউন ট্রেন চলাচল আপাতত বন্ধ রয়েছে। রেললাইন বসে যাওয়ার কারণে আপলাইনের সমস্ত ট্রেন আপাতত বন্ধ রয়েছে। ডাউন লাইনের ট্রেন ধীর গতিতে চলছে, তবে লাইন সারানোর কাজের জন্য তাও সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে বলে রেল সূত্রে যা জানা যাচ্ছে। ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে বলে রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে রেল কর্তৃপক্ষ।

বিধানসভায় শাসক ও বিরোধী হট্টগোল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ চন্দ্রযান তিন এর সাফল্য এনে দেওয়া ইসরোর বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে বেতন পাচ্ছেন না বলে সরকার পক্ষের বিধায়ক তথা মন্ত্রীসভার সদস্য অরূপ বিশ্বাস অভিযোগ জানিয়ে তা নিয়ে আলোচনার দাবি তুললে শাসক ও বিরোধী শিবিরের হৈ হট্টগোলে আজ বিধানসভার অধিবেশন শেষ লগ্নে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিদ্যুত মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস আজ বিধানসভায় কিছু সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন দেখিয়ে বলেন, যে বিজ্ঞানীদের নিয়ে আমরা গর্ববোধ করছি তারাই ১৭ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। ৩২ মাস ধরে বাজেটে কাটছাঁট করা হয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। রাঁচির হিঃ দুস্থান ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের সঙ্গে যুক্ত ঐ বিজ্ঞানীরা বেতন পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ তোলায় বিরোধী বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক মনোজ টিগ্গা সহ অন্যান্যরা অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রতিবাদ জানান।

বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যান্ত্রিক ত্রুটি, যাত্রীদের ক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৫ আগস্ট ঃ বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যান্ত্রিক ত্রুটি, পরিবর্তে দেওয়া হলো স্পেশাল ট্রেন। যাত্রীদের ক্ষোভ। হাওড়া নিউ জলপাইগুড়ি বঃেদ ভারত এক্সপ্রেসে শুক্রবার শেষ মুহূর্তে দেখা যায় যান্ত্রিক ত্রুটি। এর ফলে শুক্রবার হাওড়া থেকে নির্দিষ্ট সময়ে নিউ জলপাইগুড়ি

স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়নি আপ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। পরিবর্তে যাত্রীদের জন্য স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়। যদিও এই নিয়ে যাত্রীদের অভিযোগ, বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে তারা টিকিট কেটেছেন। ট্রেনের গতি এবং সুযোগ সুবিধার জন্য। কিন্তু ওই ট্রেন না চলায় তারা অসুবিধায় পড়েছেন। এর পরিবর্তে যে বিকল্প ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে আসন অথবা পানীয় জলের ব্যবস্থার মান বন্দে ভারতের সমকক্ষ নয়। যদিও পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএম সঞ্জীব কুমার জানান, যাত্রী নিরাপত্তার জন্য গাড়ি দীর্ঘক্ষণ চলার পর বন্দে ভারতের রেক সম্পূর্ণ পরীক্ষা করা হয়। রেলওয়ের কাছে নিরাপত্তা সবার আগে।

যাদবপুরে তদন্তে সমন ডিনকেও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনার জলপাই পোশাক পরে বুধবার দল বঁধে কারা ঢুকলেন, তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। বুধবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কেন্দ্র অরবিন্দ ভবনের ভিতরে ঢুকতে দেখা যায় সেনার পোশাকে সজ্জিত ২০ জনকে। বৃহস্পতিবার এ নিয়ে স্বতঃ প্রণোদিত ভাবে একটি মামলা দায়ের করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে আগেই জানা গিয়েছিল যে, এই মামলায় লালবাজারে তলব করা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসুকে। শুক্রবার লালবাজার সূত্রে জানা যায়, এই মামলায় রেজিস্ট্রারের পাশাপাশি তলব করা হচ্ছে ডিন অফ স্টুডেন্ট স রজত রায়কেও। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউকে এই মামলায় নোটিস দিতে চলেছে লালবাজার।

রাজ্য ব্রিটিশ আমলের দি বেঙ্গল অ্যালুভিয়াল ল্যান্ড আইন বাতিল করেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ বর্তমান প্রেক্ষিতে জাতীয় স্তরে ভূমি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় আইন লাগু হয়ে যাওয়ায় রাজ্য সরকার ১৯২০ সালের ব্রিটিশ আমলের দি বেঙ্গল অ্যালুভিয়াল ল্যান্ড আইন বাতিল করেছে। আজ বিধানসভায় এই বিলের উপরে আলোচনার জবাবী ভাষনে রাজ্যের ভূমি, ভূমি সংস্কার ও পুনর্বাসন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন অতীতে নদী বা সমুদ্র ভাঙ্গনে প্রচুর জমি নদী বা সমুদ্র গর্ভে চলে যাওয়ায় সেই সময় বাংলা, বিহার উড়িষ্যার সীমানা নির্ধারনে রাজ্যে এই আইন কার্যকরী ছিল। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় আইন অনুযায়ী এই ক্ষেত্রে সব ভূমি সরকারি খাস জমি হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় ভূমি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ফলে পুরনো আইনটি আজকের সময় সম্পূর্ন অপ্রয়োজনীয় বলে তিনি জানিয়েছেন। বিলের উপরে আলোচনায় বিজেপির নরহরি মাহাতো, নীলাদ্রি শেখর দানা, তৃণমূল কংগ্রেসের পান্নালাল হালদার, অপূর্ব সরকার অংশ নেন। পরে বিলটি ধনী ভোটে পাস হয়ে যায়।

মহিলা লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পে এক কোটি ৯৮ লক্ষ ৩৭ হাজার খরচ হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ রাজ্যে বর্তমানে এক কোটি ৯৮ লক্ষ ৩৭ হাজার মহিলা লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পে সুবিধা পাচ্ছেন বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। আজ বিধানসভায প্রশ্ন উত্তর পর্বে নারী, শিশু ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন এখনো পর্যন্ত এই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের বাইশ হাজার ৪৯ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এছাড়াও ২০১৮ সাল থেকে চালু হওয়া রুপশ্রী প্রকল্পে সরকারি কোষাগার থেকে ৪ হাজার ১২৬ কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন। উল্লেখ্য ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্যে লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্প চালু হয়। এই প্রকল্পে তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মহিলাদের মাসে এক হাজার টাকা এবং সাধারণ শ্রেণির মহিলাদের মাসে ৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হয়।

পানীয় জল অপচয়, সাবধান, কড়া আইন আনছে রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ পানীয় জলের অপচয় রুখতে একটি নতুন আইন আনার কথা ভাবছে রাজ্য সরকার। বুধবার এ কথা জানিয়েছেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়। তাঁর কথায়, পানীয় জলকে চাষের জমি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা বন্ধ করতেই এই বিল আনার ভাবনা। পাশাপাশি রাজ্যে বিদ্যুতের ব্যবহারে আরও স্বচ্ছতা আনতে ৩৭ লক্ষেরও বেশি ডিজিটাল স্মার্ট মিটার বসানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এদিন বিধানসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায় বলেন, জল জীবন মিশনের অধীনে এখনও পর্যন্ত ৬২ লক্ষ ৮২ হাজার ২৮১টি পরিবারে জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ২০২৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার প্রতিটি বাড়িতে পরিস্রুত জল পৌঁছে দিতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এসময় ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন অভিযোগ করেন, তাঁর এলাকায় বেআইনি সংযোগের সাহায্যে পানীয় জল নিয়ে নিচ্ছে কিছু লোক। পাশাপাশি জলের

পাইপলাইন ন্যাশনাল হাইওয়ের ওপার পর্যন্ত এসে থেমে যাওয়ায় বেশ কিছু গ্রামের বহু মানুষ পরিস্রুত পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। জবাবে মন্ত্রী বলেন, বেআইনি ভাবে পানীয় জলের সংযোগ নেওয়ার বিরুদ্ধে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরই সচেতন হতে হবে এবং এলাকার মানুষকে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এই অশুভ প্রবণতা রুখতে আগামীদিনে একটি বিল আনার চিন্তাভাবনা সরকারের রয়েছে বলে তিনি জানান। মন্ত্রীর কাছে এদিন জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং অভিযোগ করেন, আসানসোল পুর এলাকায় পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার জন্য পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা দাবি করছে একশ্রেণির কর্মী-আধিকারিক। জবাবে মন্ত্রী বলেন, জলের সংযোগের জন্য কোনও টাকা নেওয়া হয় না। এরকম অভিযোগ পেলে পুলিশে এফআইআর দায়ের করুন। অভিযোগ পেলেই পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করবে। এদিন প্রশ্নোত্তর পর্বে বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানান, রাজ্যের প্রতিটি গ্রামে বিদুৎ পৌঁছে গিয়েছে। এমন কোনও গ্রাম নেই যেখানে বিদ্যুতের সংযোগ পৌঁছয়নি। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে রাজ্যের ৭৪ লক্ষ পরিবারকে হাসির আলো' প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে বলে তিনি জানান।

গ্রামীন এলাকায় আরও বেশি চিকিৎসকের প্রয়োজন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ রাজ্যে গ্রামীন এলাকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে আরও বেশি করে চিকিৎসকের প্রয়োজন বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। আজ বিধানসভায় উল্লেখ পর্বে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী তার বিধানসভা কেন্দ্র ভঙ্গরের সব সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা পরিকাঠামো একদম ভেঙে পড়েছে বলে অভিযোগ করেন। সব রোগীকে কলকাতায় রেফার করা হচ্ছে বলেও তিনি জানান। উত্তরে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন একজন চিকিৎসক তৈরি করতে পাঁচ বছর সময় লাগে। গ্রামীণ চিকিৎসা পরিকাঠামোর উন্নযনে রাজ্যে বর্তমানে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে চিকিৎসকদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসক তৈরি হওয়ার জন্য সময় দিতে হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Park & Square), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE_PS/VII/57/8/23-24 (1st Call)

Name of the work: **Improvement of 1 No. Park along Canal South Road opposite 12, Canal South Road in Ward No. 57, Br.-VII.** Estimated Cost: ₹ **3,65,831.38.** Earnest Money: ₹ **7,400.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(2) NIT No.: KMC/EE_PS/VII/57/10/23-24 (1st Call)

Name of the work: **Improvement of 1 No. Park at 8 No. Pagla Danga in Ward No. 57, Br.-VII.** Estimated Cost: ₹ **3,49,740.39.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **60 Days.** Last date and time of submission of Bid : **02.09.2023 - 1 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **26.08.2023 (10 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-Tender for the following work:

NIT No.: KMC/WS/W_68/T-01/23-24

Name of the work: **Restoration of existing damaged G.I. utility pipes & leaky F.W. mains along with some ferrule wash 9/1, 12, 11, 18/A Fern Place, 38/H/3 Kankulia Rd. Bustee, 5B, Cornfield Rd. Bustee etc & others works in Ward No. 68.** Estimated Cost: ₹ **1,91,642.00.** Earnest Money: ₹ **3,900.00.** Period of Completion: **21 Days.** Last date of receipt/opening of Tender (online) : **09.09.2023 - 1 p.m./11.09.2023 - 1 p.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in, https://wbtenders.gov.in.**

The Executive Engineer, Water Supply (Jadavpur Unit) BR-XII, KMC invites e-Tender for the following work:

NIT No.: WS/BR-XII/108/23-24/01

Name of the work: **Replacement of damaged existing 80 mm dia pvc pipe line for Eastern Side Buildings of Nonadanga Ambedkar Colony in Ward No. 108, Br.-XII.** Estimated Cost: ₹ **2,99,788.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **21 Days.** Last date of receipt/opening of Tender (online) : **12.09.2023 - 1 p.m./14.09.2023 - 1 p.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in, https://wbtenders.gov.in.**

The Executive Engineer, (Civil/H.Q.), KMC invites online percentage rate tender in two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/034/2023-24, Dated: 24.08.2023

Name of the work: **Renovation of floor surface of council chamber of C.M.O. Buildings by replacing broken Italian Marble.** Estimated Cost (incl. GST & LWC): ₹ **2,30,147.00.** Earnest Money: ₹ **4,650.00.** Period of Completion: **14 Days.** Last date and time of submission of Bid : **08.09.2023 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **29.08.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The Executive Engineer (C), Br-V, KMC, invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/042/01/2023-2024

Name of the work: **Repairing & reconstruction of UPHC unit at Brabourne Road Fly Over in Ward No. 042.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **4,49,608.94.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **28 Days.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/049/008/2023-2024/B

Name of the work: **Restoration of kerb & channel stone at 10 Dr D.M. Row, 5, M.M. Row and other different places in Ward No. 49, BR-V.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,28,586.55.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/049/09/2023-2024

Name of the work: **Repairing of paverblock footpath and concrete passages at 35 M.G. Road, 3, R.R. Sarani, 13, D.M. Row etc in Ward No. 49, BR-V.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,75,779.27.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/048/15/2023-2024

Name of the work: **Development of road surface from 9/1, Sri Gopal Mullick Lane to 92, P.C. Boral Street in Ward No. 048.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **3,74,726.74.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/041/18/2023-2024

Name of the work: **Development of concrete road from 16, Rajendra Mullick Street to 8, Rajendra Mullick Street, Kolkata-700007 under KMC Ward No. 41, Borough-V.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **4,99,085.31.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **21 Days.**

(6) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/043/13/2023-2024/B

Name of the work: **Development of bustee sewer at 9, Damzan Lane etc in Ward No. 43.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,79,913.92.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **28 Days.**

(7) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/043/11/2023-2024/B

Name of the work: **Development of a portion of passage at Colootala Lane with concrete/paver block in Ward No. 43.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,95,619.27.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **28 Days.**

(8) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/041/15/2023-2024/B

Name of the work: **Development of bustee sewer at 24, M.M. Burman Street, 145B, C.R. Avenue etc in Ward No. 41.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,99,627.72.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(9) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/041/14/2023-2024/B

Name of the work: **Development of bustee passage at 24, M.M. Burman Street, Syed Salley Lane etc in Ward No. 41.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,99,039.66.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(10) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/043/12/2023-2024/B

Name of the work: **Development of bustee passage at 8, Colootala Lane & 9, Damzan Lane etc in Ward No. 43.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,99,734.58.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 Days.** Last date and time of submission of bid : **09.09.2023 - 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 7), 05.09.2023 - 11 a.m. (for Sl. No. 8 to 10).** Date & time of opening of tender: **11.09.2023 - 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 7), 07.09.2023 - 11 a.m. (for Sl. No. 8 to 10).** The bid forms and other details are available on and from **26.08.2023 (5 p.m.) (for Sl. No. 1), 28.08.2023 (5 p.m.) (for Sl. No. 2 to 5), 25.08.2023 (5 p.m.) (for Sl. No. 6 to 10)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 10).**

637/23-24

যাদবপুরকাণ্ডে তিন ছাত্র ইউনিয়নকে পক্ষ করল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের ঘটনায় এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন ছাত্র ইউনিয়নকে পক্ষ (পার্টি) করা হল। এই সঙ্গে তাদের নোটিসও পাঠাল কলকাতা হাইকোর্ট। ছাত্রদের বক্তব্য শুনতে ছাত্র ইউনিয়নকে মামলায় পক্ষ করতে নোটিস দিল হাইকোর্ট। শুক্রবার দুপুর নাগাদ বিশ্ব বিদ্যালয়ের তিন ইউনিয়নের নামে পাঠানো হয়েছে নোটিস। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্টস, সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এই তিন বিভাগের পড়ুয়াদের জন্য ছাত্র সংগঠন রয়েছে। এদিকে, ছাত্রমৃত্যুর ১৫ দিন পরও যাদবপুরে বসল না সিসিটিভি। শুক্রবার সিসিটিভি বসানোর প্রস্তুতি শুরুর কথা থাকলেও কোথায় ক্যামেরা? এমন আবহাওয়ায় কবে সিসিটিভি বসবে জানি না, মন্তব্য যাদবপুরের রেজিস্ট্রারের। 'আজ এসেছি, ওয়ার্ক অর্ডারে সই করব, দেখা যাবে', মন্তব্য রেজিস্ট্রারের। ছাত্রমৃত্যুর পরও সিসিটিভি বসানো নিয়ে টালবাহানা কেন? উঠছে প্রশ্ন। এই ঘটনায় কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর দাবি, 'কেন্দ্র চাঁদে ক্যামেরা পৌঁছে দিয়েছে। এবার রাজ্যের কাছে চ্যালেঞ্জ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিসিটিভি বসানো।'

আবৃত্তি, শ্রুতি ও মঞ্চ নাটকের মেলবন্ধন উত্তরপাড়ার গণভবনে

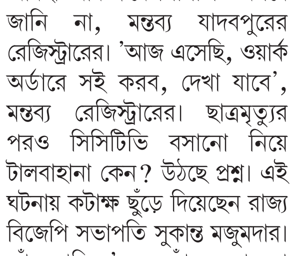

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া,২৫ আগস্ট ঃ কাব্যস্পন্দনের তিন দিনের অনুষ্ঠান হলো উত্তরপাড়া গণভবনে। উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় উর্মিমালা বসু, বিজয়লক্ষ্মী বর্মন, ইমানুল হক প্রমুখ। দায়িত্বে ছিলেন কর্ণধার স্বাতী দাস। শেষ দিন হয় উত্তরায়ণ প্রযোজিত পূর্ণাঙ্গ নাটক ফল্গুধারা। জমজমাট পারিবারিক হাসির নাটক দর্শক খুব উপভোগ করে। উত্তরায়ণের সম্পাদক জয়ন্ত দাশগুপ্ত জানান এই নাটকটির স্বল্প দৈর্ঘ্যে ৬০ টি অভিনয় হয়ে গেছে। দর্শকের চাহিদায় এই নাটক টির পূর্ণাঙ্গ অভিনয় শুরু হয়েছে।

অঙ্গদানের মাধ্যমে জগদীশ মণ্ডল বেঁচে থাকবেন অন্যের শরীরে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ বাইক দুর্ঘটনার পর গত দুদিন কলকাতার পিজি হাসপাতালে

মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা ল।ছিলেন স্বরূপনগর গয়েশপুরের জগদীশ মণ্ডল (৪৮)। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। বুধবার বিকেলে জগদীশের মস্তিস্কের মৃত্যু হয়েছে বলে ঘোষণা করেন চিকিসক। তাঁর কিছু অঙ্গে জীবন ফিরে পাবেন অপর কেউ। তাঁর অন্যান্য অঙ্গ ভালো থাকায় পরিবারের লোকজন জগদীশের মরণোত্তর অঙ্গদানের সিদ্ধান্ত নেন। শুক্রবার জগদীশের হার্ট, কিডনি, লিভার, স্কিন ও কর্নিয়া তোলা হবে। প্রতিস্থাপনও হওয়ার কথা এ দিনই। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, জগদীশ কলকাতার কালীঘাট বাজারে একটি চিকেন শপে সেলসম্যান ছিলেন। স্ত্রী এবং ছেলে, মেয়ে নিয়ে ছিল জগদীশের সংসার। সোমবার দোকান থেকে বের হয়ে রাস্তার বিপরীতে একটি হোটেলে দুপুরের খাবার খেতে যাচ্ছিলেন তিনি। রাস্তা পার হওয়ার সময়ে দ্রুত গতির একটা বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জগদীশকে ধাক্কা মারে। পড়ে যান তিনি। চালক তাঁর মাথা এবং হাতের উপর দিয়েই বাইকে চালিয়ে পালায়। ফলে আরও গুরুতর ভাবে জখম হন তিনি। স্থানীয়রা জগদীশকে উদ্ধার করে পিজি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। অবস্থার অবনতি হওয়ায় ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। টানা দু'দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পর বুধবার বিকেলে মস্তিস্কের মৃত্যু ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। চিকিৎসকের কথা অনুযায়ী অন্যান্য অঙ্গগুলো ভালো থাকায় জগদীশের পরিবারের লোকজন মরণোত্তর অঙ্গদানের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানান। মরণোত্তর অঙ্গদানের জন্য বৃহস্পতিবার সকাল থেকে তোরজোড় শুরু হয়। জগদীশের দাদা দেবাশিস মণ্ডল বলেন, 'ভাইকে তো আর ফিরে পাব না। তাই ব্রেন ডেথ ঘোষণার পর আমরা তাঁর অঙ্গদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অঙ্গদানের মাধ্যমে আরও পাঁচ জনের শরীরে ভাই বেঁচে থাকবে।'

রাজ্য পর্যটনকে আরও আকর্ষণীয় করতে নড়েচড়ে বসছে সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনকে আরও আকর্ষণীয় করতে ন।চো।ে বসছে সরকার। নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করেই খোলা হচ্ছে হোমস্টে। সেখানে গিয়ে অনেকক্ষেত্রেই নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন পর্যটকরা। এবার সরকারের স্বীকৃত হোমস্টেগুলোকে চিহ্নিত করতে তার সামনে সরকারের নতুন লোগোযুক্ত বোর্ড ঝোলাবে রাজ্য। যাতে পর্যটকদের প্রকৃত হোম স্টে খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তরপর্বে একথা জানান রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃে দ্যাপাধ্যায় এই লোগোর নকশা করেছেন। বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, ব্যবসায়িক স্বার্থে যেভাবে হোম স্টে করা হচ্ছে তাতে হোম স্টের সংজ্ঞা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। তারই উত্তরে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে স্বীকৃত ২,২৪৭টি হোম স্টে রয়েছে। যারা সরকারি সহাযতা নিয়ে হোম স্টে করছে তাঁদের একটা নিযম মানতে হবে। হোমস্টের বাইরে সরকারের

লোগোযুক্ত বোর্ড লাগাতে হবে। হোম স্টের নাম মিস ইউজ হলে কড়া ব্যবস্থা নেওযা হবে। তাই কোথায় কতগুলো হোমস্টে চলছে, জেলা ধরে ধরে তার তালিকা তৈরি করা হচ্ছে।'' বিধানসভার অধ্যক্ষ বাবুলকে একটা গ্রিভান্স সেল তৈরির পরামর্শ দেন। বলেন, বেড়াতে গিয়ে পর্যটকদের অনেক সময় হেনস্তা হতে হয়। অনেক মধ্যবিত্তের আর্থিক ক্ষমতা নেই। তাঁরাও বেড়াতে যান। মুখ্যমন্ত্রী চান না তাঁরা কোনওভাবে হেনস্তা হোন। তাই অভিযোগ জানানোর জন্য একটা গ্রিভান্স সেল রাখা দরকার।'' মন্ত্রীর উদ্দেশে অধ্যক্ষ বলেন, সবাই তো আর বাবুলের অ্যাক্সেস পায় না।'' বাবুল পালটা বলেন, পর্যটন দফতরের ওয়েবসাইটে প্রচুর ই-মেল পাই। টিডিসিএলের গ্রিভান্স রয়েছে।''

মদ্যপদের গালিগালাজের প্রতিবাদ, ক্যানিংয়ে আক্রান্ত প্রতিবাদী

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ২৫ আগস্ট ঃ বাড়ির সামনে পাশের পাড়ার কয়েকজন যুবক মদ্যপান করছিল। মদ্যপান করে গালিগালাজও করছিল তারা এমনটাই অভিযোগ। নিজের বাড়ির সামেন এই দৃশ্য দেখে তাঁদের সেখান থেকে সরে যেতে বলেন রাজেশ সর্দার নামে ওই যুবক। অভিযোগ তখনই রাজেশকে বেধড়ক মারধর করে ওই মদ্যপ যুবকরা। মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় রাজেশের। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের হালদার পাড়া এলাকায়। রাজেশের পরিবারের সদস্যরা রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতেই ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

যুবকের আত্মহত্যার ঘটনায় স্ত্রী,শাশুড়ি ও শালিকার কারাবাস

সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ২৫ আগস্ট ঃ সুজয় সরকার নামে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় দোষিসাব্যস্ত স্ত্রী অতসী হালদার, শাশুড়ি অঞ্জনা হালদার ও শালিকা জয়ন্তী হালদার। বসিরহাট মহকুমা আদালতের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেশন জাজ করিম উর রেজা স্ত্রী অতসী হালদার কে সাত বছরের, শাশুড়ি অঞ্জনা হালদার কে পাঁচ বছর ও শালিকা জয়ন্তী হালদার কে তিন বছরের সাজা শোনালো। হিঙ্গলগঞ্জে ১৮০২২০১৭ তারিখে নিজের বাড়িতে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন সুজয় সরকার নামে এক ব্যক্তি। মৃত্যুর আগে একটি সুইসাইড নোট লিখে যান তিনি , যেখানে তার স্ত্রী অতশী হালদার , শাশুড়ি অঞ্জনা হালদার ও শালী জয়ন্তী হালদারের বিরুদ্ধে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করার কথা উল্লেখ করা ছিলো। স্ত্রী অতশী হালদারের একটি অবৈধ সম্পর্ক আছে আর সেই অবৈধ সম্পর্কের প্রতিবাদ করাতেই তাকে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয় বলেই উল্লেখ ছিলো বলে জানা যায় । সেই সুইসাইড নোট এর ভিত্তিতে মৃত সুজয় সরকার এর বাবা সনত সরকার হিঙ্গলগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন।অভিযোগের ভিত্তিতে সেই সময়ই গ্রেপ্তার হন এই তিনজন তবে কিছুদিন পর জামিনে মুক্ত হন তারা। কিন্তু আদালতে কেস চলতে থাকে। বৃহস্পতিবার বসিরহাট মহকুম আদালত এই তিনজনকে দোষী সাব্যস্ত করে। শুক্রবার স্ত্রী অতসী হালদার কে সাত বছরের, শাশুড়ি অঞ্জনা হালদার কে পাঁচ বছরের ও শালী জয়ন্তী হালদারের তিন বছরের সাজা ঘোষণা করে আদালত। সাজা ঘোষণা করেন বসিরহাট মহকুমা আদালতের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেশন জাজ করিম উর রেজা। ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় জড়িতদের সাজা শুনে খুব ভালো না লাগলেও ভারতীয় আইনের বিচারে সাজা হওয়ায় খুশি মৃত সুজয় সরকারের বাবা।

সাগর দ্বীপে ভাঙন রোখার জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরি হচ্ছে

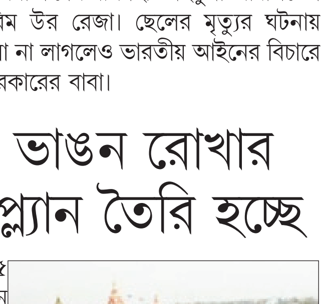

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ সাগর দ্বীপে ভাঙন রোখার পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে মাস্টার প্ল্যান তৈরি হচ্ছে। গঙ্গাসাগর মেলার আগেই এই মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত হবে। কপিল মুনি আশ্রমের যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, সেদিকে নজর রেখেই যাবতীয় পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলে সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক জানিয়েছেন। শুক্রবার পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি বৈঠক করেন সেচমন্ত্রী ও সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়াররা। সেখানে সাগরকে ভাঙন মুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। গঙ্গাসাগরের কপিল মুনির মন্দির রক্ষা করার জন্য জাপানি মডেলে প্রায় ১৬ কোটি টাকা ব্যয় করে পাইলট প্রোজেক্ট হাতে নিয়েছিল সরকার। এই প্রোজেক্টে টেট্রা ব্যাগে বালি ভরে পাইলেন দিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সেই পাইলট প্রজেক্ট সমস্তটাই সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। এবার আবার কপিলমুনি মন্দির সংলগ্ন পাড় বা গঙ্গাসাগর রক্ষা করার জন্য নতুন করে পাইলট প্রজেক্ট হাতে নেওয়ার চিন্তাভাবনা করা হয়েছে বলে সেচ দফতর সূত্রে জানা গেছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৬৬ সংখ্যা, শনিবার, ৮ ভাদ্র, ১৪৩০

মোদির সঙ্গে শি-এর বৈঠক

দক্ষিণ আফ্রিকাতে ব্রিকস সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং এর সঙ্গে বৈঠক হল। কিন্তু সীমান্ত মীমাংসা হল না। সমস্যা রয়ে গেল। আগামি জি-২০ সম্মেলনে আবার ভারত চিন সীমান্ত সমস্যা সমাধান করা নিয়ে আবার বৈঠক হবে। উভয় দেশের সেনা কর্তাদের মধ্যে প্রায় ষোলটি বৈঠক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সমাধান হয়নি। চিন তাদের পূর্ব অবস্থানে ফিরতে চাইছে না। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক এ ব্যাপারে খুবই ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। চিনের সঙ্গে ভারত কোনও রকম বিরোধ এখনও বাড়াতে চাইছে না। বরং ভালো কথায় চিনকে রাজি করাতে চেষ্টা করছে ভারত। ভারত এখন চেষ্টা করছে চিনকে বকেয়া সমস্যা সমাধান করিয়ে দেওয়াতে। চিন অন্য দিকে ঘুরতে শুরু করে দিয়েছে। চিন চাইছে ভারত আমেরিকাকে পিছন ছাড়ুক। কিন্তু ভারত আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে আগ্রহী। এ ব্যাপারে মোদির সঙ্গে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বহু কথা হয়েছে। আগামী দিনে ভারত আমেরিকা ব্যবসা বাণিজ্য আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমেরিকা চিনের বাড়াবাড়ি একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে মহাকাশে চিনের বেলুনকে ফুটো করে দিয়ে। চিনের কথা বারত সায় দিতে নারাজ। মহাকাশ গবেষনায় নাসা এবং ভারতের ইসরো হাত মিলিয়ে কাজ করবে। ভারত মনে করে আমেরিকা যেহেতু বিজ্ঞানের দিকে এগিয়ে রয়েছে সেই কারণে ভারতকে বিজ্ঞানের দিকে এগিয়ে যেতে গেলে আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব নষ্ট করা যাবে না। ভারত চন্দ্রাভিযান সফল হওয়ার পরে এবারে ভারত সূর্যের দিকে লক্ষ্য রেখে অভিযান শুরু করতে চলেছে। আগামি ২ সেপ্টেম্বর আদিত্য এল-১ অভিযান শুরু করবে। শ্রীহরিকোটা সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে পিএসএলভি রকেটে রওনা দেবে আদিত্য এল-১। ১২৭ দিন পরে সূর্যের থেকে ১৫ লক্ষ কিলোমিটার দূরে গিয়ে সূর্যের ছটা পরীক্ষা করবে। এই মহাকাশ পরীক্ষা করতে গেলে আমেরিকার নাসার সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন। সেই কারণে চিনের কথা শুনে ভারত চলতে চায় না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী চিনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট শি এর সঙ্গে কথা বলতে একেবারে রাজি ছিলেন না। কিন্তু ব্রিকস আয়োজক দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল সীমান্ত সমস্যা সমাধান করতে ভারত চিন বৈঠক হোক। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে মোদি চিনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক ছিলেন। গালওয়ান নিয়ে চিনের প্রেসিডেন্ট শি রাজনীতি করতে শুরু করে দিয়েছেন সেটা পরিস্কার বুঝতে পেরেছেন মোদি। সেই কারণে তিনি চিনের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন আসছেন না ব্রিকস সম্মেলনে। তাঁর পরিবর্তে সম্ভবত রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রী আসতে পারেন। এদিকে চিন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে সম্মান দিয়েছে। আমেরিকা বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে অতি সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। তাতে বাংলাদেশের সরকারের আপত্তি রয়েছে। আমেরিকা বাংলাদেশের ভোটের মুখে কিছু নীতি ঘোষণা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে তাতে বাংলাদেশ বিপদে পড়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তার ফলে বাংলাদেশ এখন চিনের দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছে।

সম্পাদকীয়

ভারত প্রাধান্য দিচ্ছে না গুরুত্বহীন চিন-কূটবুদ্ধিকে

কুবদ্ধিকে ভারত চিন সংঘাত বৃদ্ধি পেতে থাকবে বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে কূটনৈতিক মহল। তারা মনে করছে ভারত চিন এবং ভারত পাকিস্তান সংঘাত কোনও কালেই মিটবে না। পাকিস্তান চিন এক হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক সংঘাতের পরিবেশ তৈরি করতে থাকবে। ভারত এবং চিনের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা নিয়ে যে দ্বন্ধ তৈরি হয়েছে তার উতরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কমার কোনও লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পূর্ব লাদাখে চিন যে ভারতের বেশ খানিকটা সীমান্ত এলাকা তাদের বলে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে তার থেকে সরে আসেনি। লাদাখের পরিস্থিতি তিক্ততায় পৌঁছে গিয়েছে। মোদি সরকারের ওপরে চাপ সৃষ্টি হতে থাকছে। বিরোধী দলের নেতারা চিনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কোন অবস্থায় রয়েছে তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য দাবি করতে শুরু করে দিয়েছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী চিন সম্পর্কে কোনও বক্তব্য রাখতে পারছেন না। যদিও তিনি আগে চিনের চেয়ারম্যানের নাম না করে বলেছেন চিনের আগ্রাসন নীতি ভারতের পক্ষে ভয়ঙ্কর অবস্থায় গিয়ে পৌঁছাতে শুরু করেছে। ভারত চিন সীমান্তের গালওয়ান প্রদেশে চিনের পতাকা ওড়ান ভিডিও ছবি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে সেই দেশের সরকার। ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে বিষয়টি লঘু করে দেখতে। কারণ চিন যেস্থান তাদের পতাকা উড়িয়েছে সেটা ভারতের অংশ নয়। কিন্তু চিন কেন হঠাৎ করে তাদের দেশের পতাকা সীমান্ত এলাকায় উত্তোলন করে ভিডিও ছড়াতে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করে দিয়েছে বিরোধী দলের নেতারা। মোদি সরকার এ ব্যাপারে একটি কথা বলেনি। উল্টে বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হচ্ছে বিষয়টি লঘু করে দেখতে। তাহলে কি মোদি সরকার কোনও কিছুকে ধামা চাপা দিতে শুরু করেছে তা নিয়ে প্রশ্ন জাগতে শুরু করেছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বলেছেন, গালওয়ান অঞ্চলে আমাদের পতাকা উড়লেই ভালো দেখায়। চিনকে এর জবাব দিতে হবে। মোদিজি আপনি নীরবতা ভাঙুন। কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সিংহ সুরজেওয়ালা বলেছেন, মোদি সরকার দেশের সার্বভৌমত্ব, সুরক্ষা এবং অখণ্ডতা নিয়ে ছেলেখেলা করতে শুরু করে দিয়েছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী মোদি একজন দুর্বল ব্যক্তি। নতুন বছরে চিন সরকার তাদের পতাকা গালওয়ান উপত্যকা উড়িয়ে বলেছে এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে দেব না। চিন ডেপসাং এর ওয়াই জংশন, গোগরা, হট স্প্রিং দখল করে রেখে দিয়েছে। অরুণাচল প্রদেশে গ্রাম বসিয়েছে। সেখানকার নাম বদল করে দুঃসাহস দেখি য়েছে। এখন গালওয়ানে চিনের পতাকা তুলে ভারতকে চ্যালেঞ্জ জানাতে শুরু করেছে। সেই সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিরুদ্দেশ।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

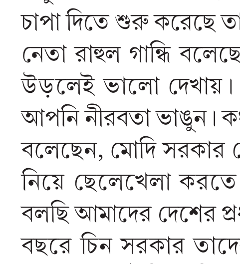

আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে যারা শক্তিমান হয় তারা শক্তির দম্ভে সৎলোককে অবমাননা করতে শুরু করে। চাটুকার ছাড়া অন্য লোককে তারা বরদাস্ত করতে পারে না। বহু লোক তাদের আচরণে অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আর তাই হয় তাদের কাল। অন্তত লোকের অন্তরে তাদের কোন আসন প্রতিষ্ঠিত হয় না......

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলেছেন, মানব সেবায় ব্রতী হতে হবে। সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা তথা জীব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত জীব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। জীব সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি জীব সেবা করতে পারেন তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। জীব সেবাই হচ্ছে ভগবান সাধনার একটি অন্যতম পথ। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, সবাই এর সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করা উচিত। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি বললেন তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা। সেই কারণে বেলুড় মঠের প্রতিটি সন্তানেরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে।

আদালতে জবানবন্দি ঃ অভিযুক্ত বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

রবীন্দ্রকুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

আমরা তখন মাইন স্থাপন করেছিলাম তখন সীসার পাইপটি খুব দীর্ঘ পাওয়া গিয়েছিল তাই আমরা একটি কেটে টুকরো করে ফেলে দিয়েছিলাম। আমরা মোমবাতির সঙ্গে একটি অন্ধকার লণ্ঠন ছিল, আমাদের কাছে কাগজে মোড়ানো বিভিন্ন জিনিস ছিল এবং আমাদের কাছে 'ইংলিশম্যান' এবং 'বন্দেমাতম' এর কপি ছিল, আমরাও সেগুলি ফেলে এসেছি। তাদের গায়ে পিকরিক এসিডের দাগ ছিল কারণ ফিউজটি সেগুলোতে মোড়ানো ছিল। আমরা কার্ড বোর্ডের বাক্সে তুলে রাখি এবং তারপরে এটির ওপরে তুলা দিই। আমরা তুলোর টুকরোগুলো পিছনে ফেলে ফেলে এসেছি। আমরা লাইনের নিচে কিছু ঝোপের মধ্যে মিস্টি খে য়েছিলাম; আমরা খাবারের অবশিষ্টাংশের সাথে কিছু শাল পাতায় রেখেছিলাম। আমরা মাইনটি রাখলাম এবং রাত ১১ থেকে ১২ টা মধ্যে আমি একাই নারাযণগড়ে ফিরে যাই এবং শেষ ডাউন প্যাসেঞ্জারে করে কলকাতায় আসি। আমি দুটি ছেলেকে পিছনে রেখে এসেছিলাম এবং তারা ফিউজটি লাইনে রেখে ছিল তখন বিশেষ আসে। তারা জানান, বিস্ফোরণ হওয়ার সময়ে তারা প্রায় দেড় মাইল দূরে ছিলেন। আমরা কোনও কুলি বা অন্য কারোর কাছ থেকে সহায়তা নিই নি। এরপরেই চন্দনগরে বোমা হামলা ঘটা ঘটে। হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) বোমা প্রস্তুত করেন। যশোরের ইন্দু ভূষণ রায় এবং আমি এবং শ্রীরামপুরের নরেন্দ্র নাথ গোস্বামী এক সাথে চন্দননগর গিয়েছিলাম; আরা সূর্যাস্তয়ের সময়ে মানকুণ্ডু স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়লাম। আমরা সোজা চন্দননগর স্ট্যাণ্ডে গিয়ে রাত ১০ টা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। সেই রাতে মেয়রকে দেখিনি। আমরা গিয়ে স্টেশনের কাছে একটি গাছের নিচে রাত্রি যাপন করলাম এবং পরদিন সকালে ইন্দ্র এবং নরেন শ্রীরামপুরে নরেন্দ্রের জায়গায় গেলেন। নরেন জমিদার নন্দলাল গোস্বামী ছেলে। ফিরে এলাম কলকাতায়। আমরা তিন জন একই সন্ধ্যায় আবার চন্দননগর গেলাম। আমি স্টেশনে রেলকে ত্যাগ করলাম এবং ইন্দ্র ও নরেন মানকুণ্ডু ছাড়লো। আমরা স্ট্যাণ্ডে দেখা করলাম এবং ইন্দ্র বোমা নিক্ষেপ করার উদ্যোগ নিল। তিনি ডাইনিং রুমের জানলায় গেলেন যেখানে মেয়র তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে খ াবার খাচ্ছেন, সেটা ছিল বাই লেনের নিচে তলায়। সে জানলার কাচের মধ্যে দিয়ে বেমাটি ছুঁড়ে মারে। আমরা তিনজনই তেলিপাড়া ঘাটে গিয়ে নদী পেরিয়ে শ্যামনগর এবং সেখান থেকে কলকাতায় গেলাম। বোমা কাজ করনি। আরা উপসংহারে এসেছি যে পিকরিক অ্যাসিড খ ারাপ। ইন্দ্র যখন ছুড়ে দিল তখন আমি দূরে ছিলাম।

আরও একটি ঘটনা আছে। মজফফরপুরে এবং আমি তার ব্যাখ্যা করবো। প্রফুল্লচন্দ্র চাকী মিস্টার কিংসফোর্ডকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য মজফফরপুরে বোমা নিয়ে যাওয়ার জন্য জোর দিয়েছিলেন। কারণ তিনি জাতীয়বাদী কাগজপত্রের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। দেশের মানুষ তাঁর মৃত্যু দাবি করেছে। হেমচন্দ্র এবং উল্লাসকর ১৫ গোপী মোহন দত্ত লেনে বোমাটি প্রস্তুত করেছিলেন, এটি একটি কাঠের হাতল দিয়ে টিনের কেসে রাখা ডিনামাইট দিয়ে তৈরি হয়েছিল। উপেন্দ্রনাথ এবং আমি প্রফুল্ল যেতে সম্মতি দিয়েছিলাম, এবং হেমচন্দ্র মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বসুকে সুপারিশ করেছিলেন, তাঁকেও যেতে দেওয়া হয়েছিল। আমি তাঁদের দুটি রিভালবার দিয়েছিলাম। কারণ তাঁরা ধরা পড়লে আত্মহত্যা করতে চায় ক্ষুদিরাম বোস ছিলেন বহিরাগত। বাগানবাড়ি এবং ১৫ গোপী মোহন দত্ত লেনের কথা তিনি জানেন না। তিনি হেম দাসের সঙ্গে থাকতেন। আমি প্রফুল্লকে বাগানবাড়ি, ৩২ নম্বর মুরারিপুকুর রোড থেকে ১৫ গোপী মোহন দত্ত লেনে নিয়ে যাই এবং সেখানে সে একটি ক্যানভাস ব্যাগে বোমাটি এবং রিভালবারটি ভড়ে রাখে। প্রশ্ন ঃ রিভালবার কোথায় পেলেন? উত্তর ঃ আমি বলতে চাই না। আমি প্রফুল্লকে হেমের জায়গায় নিয়ে গিয়ে ক্ষুদিরামের কাছে রেখে গেলাম। আমাকে বলা হয়েছিল তারা একই রাতে যাত্রা শুরু করেছিল। প্রশ্ন ঃ আপনাকে কবে গ্রেফতার করা হয়েছিল? উত্তর ঃ গতকালের আগের দিন খ ুব ভোরে। প্রশ্ন ঃ কোথায়? উত্তর ঃ ৩২ মুরারিপুকুর রোড। প্রশ্ন ঃ সেখ ানে কে কে ছিলেন? উত্তর ঃ উল্লাসকর দত্ত, ইন্দুভূষণ রায়, বিভূতিভূষণ সরকার, পরেশচন্দ্র মল্লিক, নলিনীকান্ত গুপ্তা, কুঞ্জলাল সাহা, শচীন্দ্রনাথ সেন, পূর্ণচন্দ্র সেন, হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, শিশিরকুমার ঘোষ, বিজয়চন্দ্র নাগ প্রমুখ। প্রশ্ন ঃ তারা সেখানে কি

করছিল? উত্তর ঃ আমি নির্দেশ ছিলাম এবং উপেন্দ্রনাথ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বইগুলি থেকে তাঁদের বাখ্যা করছিলেন। প্রশ্ন ঃ তারা কি সেখানে থাকে? উত্তর ঃ হ্যাঁ, তারা আমাদের সঙ্গেই ছিল। প্রশ্ন ঃ এই গোষ্ঠীটি কীভাবে সমর্থন লাভ করেছিল? উত্তর ঃ আমি বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছি তাদের সমর্থন করার জন্য। উদ্দেশ্য তাদের সেবা শিক্ষা দেওয়া এবং এই নৈরাজ্যমূলক কাজের জন্য। প্রশ্ন ঃ পুলিশ কি খুঁজে পেয়েছে? উত্তর ঃ আমি যে অস্ত্রের কথা বলেছি সেগুলো এবং কিছু পরিমান ডিনামাইট এবং নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, পিকরিক অ্যাসিড কিছু বোতল তারা খুঁজে পেয়েছে। এই জিনিসগুলি মাটিতে দুটি লোহার ট্র্যাঙ্কে এবং একটি মাটির পাত্রে পুঁতে রাখা হয়েছিল। পুলিশ একজকে খুঁজে পেয়েছিল এবং আমি অন্য দুটিকে নির্দেশ করেছিলাম। আরও একটি জিনিস আছে যা আমি আপনাকে বলতে পারবো না। যেমন সমর্থকদের কথা। প্রশ্ন ঃ কোন লোক কি এখ নও একই কাজের জন্য বাইরে আছেন? উত্তর ঃ না। আমি আরও বলতে চাই যে মিস্টার অ্যালেনকে গুলি করার জন্য বা কুষ্টিয়া গুলি মামলার জন্য আমার দায়ী নই। প্রশ্ন ঃ আপনি কি অন্য কাউকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছেন? উত্তর ঃ না। আমরা ভাইসরয় এবং কম্যাণ্ডার ইন চিফকে ধ্বংস করার বিষয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু পরিকল্পনাগুলো কোনও বাস্তব রূপ নেয়নি। আমরা কখনই বিশ্বাস করিনি যে রাজনৈতিক হত্যা স্বাধীনতা আনবে। প্রশ্ন ঃ তারা কেন আপনি যা চাইছেন তা করবেন? উত্তর ঃ আমরা বিশ্বাস করি জনগণ এটা চেয়েছিল। স্বাক্ষর -এল বার্লি। ০৪.০৫.১৯০৮। এই তথ্য প্রকাশ করার জন্য আমার উদ্দেশ্য বন্ধ করে করুন। এসব তথ্য প্রকাশের অধিকার নিয়ে আমাদের দল বিভক্ত। কেউ কেউ ভেবেছিল যে তাঁরা সব কিছু অস্বীকার করবেন এবং শাস্তি পরিণতি গ্রহণ করবেন। কিন্তু আমি তাঁদের সবাইকে ইন্সপেক্টর রামসদয় মুখার্জির কাছে লিখিত এবং মৌখিক বিবৃতি দিতে রাজি করিয়েছিলাম। কারণ আমি বিশ্বাস করি যে এই গোষ্ঠীটি খুঁজে পাওয়া গেছে, দেশে অন্য কোনও কাজ না করাই ভালো ছিল এবং কারণ আমাদের নিরাপরাধীদের বাঁচাতে হবে। স্বাক্ষর- এল. বার্লি, ০৪.০৫.১৯০৮। স্বাক্ষর- বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (অভিযুক্ত স্বাক্ষর) আমি বিশ্বাস করেছিলাম যে স্বীকারোক্তিটি স্বেচছায় করা হয়েছিল। এটি আমার উপস্থিতিতে এবং শ্রবণে নেওয়া হয়েছিল এবং এটি তৈরি করা ব্যক্তির কাছে পড়ে শোনানো হয়েছিল এবং তার দ্বারা সত্য বলে স্বীকার করা হয়েছিল এবং এতে তার দ্বারা দেওয়া বিবৃতির সম্পূর্ণ এবং সত্য বিবরণ রয়েছে। স্বাক্ষর -এল. বার্লি (ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর) বিকেল ৩ থেকে ৫ টার মধ্যে খোলা আদালতে বিবৃতিটি রেকর্ড করা হয়েছিল অভিযুক্তকে বেঙ্গল পুলিশের ২ কনস্টেবল দ্বারা পাহারা দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁকে আদালতে নিয়ে এসেছিল কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল। কোনও পুলিশ কর্মকর্তা আদালতে ছিলেন না। স্বাক্ষর- এল বার্লি, ০৪.০৫.১৯০৮।

আলিপুর বোমা মামলায় অভিযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ আদালতে বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে যে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন তা করতে নিষেধ করেছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। তিনিও তখন আলিপুর কারাগারে। তবে তাঁর সেল ছিল আলাদা। বারীন ঘোষের সঙ্গে দেখ া হওয়াটা একেবারে অসম্ভব ছিল। বারীন ঘোষের স্বীকারোক্তি দেওয়া নিয়ে বিপ্লবী মহলে গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিপ্লবী দলের সদস্যরা বারীন ঘোষকে বিশ্বাসঘাতক বলতে কসুর করেনি। এমনকী জবানবন্দি দেওয়ার আগে বিপ্লবীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল বারীন ঘোষকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। এ ব্যাপারে বিপ্লবী শ্রীশ ঘোষ বারীন ঘোষের স্বীকারোক্তি দেওয়াতে খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি মনে করতেন বারীনের মুখ খোলাটা উচিত কাজ হয়নি। তিনি চারুবাবুকে বলেছিলেন যে বিপ্লবী দলের কঠোর বিধি য়িমনীতিগুলি মানা উচিত। অন্যদের বারীন সম্পর্কে সাবধান করে দেওয়ার কথাও ভাবতে শুরু করেছিলেন। এমনকী বারীনকে গুলি করে হত্যা করার চিন্তাও তিনি করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য বিপ্লবীরা তাতে সায় না দেওয়ার ফলে বারীন বেঁচে যান। বারীন ঘোষকে হত্যা করার ব্যাপারে মুষ্টিময়ে বিপ্লবীরা মত দিয়েছিল। অধিকাংশ বিপ্লবীরা বারীন ঘোষের পক্ষে ছিলেন। তার ফলে বারীন ঘোষকে নরেন গোঁসাইয়ের মতো গুলি করে মারতে ইচ্ছা থাকলেও তা করা সম্ভব হয়নি। বিপ্লবী বারীন ঘোষ বলেছিলেন যে ইংরেজ সরকার তাদেরকে সন্ত্রাসবাদী বলে সবার কাছে পরিচিত করিয়ে দিচ্ছে। দেশবাসীরা তাঁদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কোনও ধারনা তৈরি করতে পারছে না। ইংরেজ সরকার ইচ্ছা করে তাঁদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডগুলিকে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। দেশবাসীর কাছে বিপ্লবীদের ডাকাত দল বলে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছে ইংরেজ সরকার। দেশবাসীরা জানতে পারছে না তাঁরা দেশকে স্বাধীন করার জন্য লড়াই করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। বিপ্লবী পত্রপত্রিকা প্রকাশ থেকে শুরু করে ইংরেজ শাসকদের হত্যা পরিকল্পনা সবটাই দেশের জন্য। কারোর ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য ঘটনাগুলিকে উপস্থিত করা হয়নি। ইংরেজ সরকার বাংলার বিপ্লববাদকে ধ্বংস করে দেওয়ার কৌশল খুঁজে বের করে। আদালতের যদি স্বীকারোক্তি দেওয়া যায় তাহলে সেই সব সংবাদ দেশের পত্রপত্রিকায় প্রকাশ পাবে। দেশবাসী জানতে পারবে আলিপুর বোমা মামলা করার মূল কারণ কি। ইংরেজ সরকার বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামকে রুখে দিতে চায়। তারা সেই কারণে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিল। বাংলার অধিকাংশ মানুষ জানেন না কেন আলিপুর বোমা মামলা হচ্ছে? কেন মজফফরপুরের ঘটনা ঘটল? এই সব কথা দেশবাসীকে জানানোর একটি মাত্র উপায় হল আদালতে অভিযুক্তদের সব সত্য কথা খুলে বলা। আদালতে খুলে সব কিছু বললেইংরেজ সরকার আর তাকে ধামাচাপা দিতে পারবে না। দেশের সংবাদপত্রে আলিপুর বোমা মামলা নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হবে এবং অভিযুক্তদের প্রকাশ্য স্বীকারোক্তিও সংবাদপত্রে প্রকাশ পাবে। দেশবাসী বুঝতে পারবে যে বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান। তার জন্য কারাবাস করতে হচ্ছে বিপ্লবীদের এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। (ক্রমশ)

আগামী দিনে বিজেপি বিরোধী জোট

বিহারের মতো পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের সঙ্গে বাম এবং কংগ্রেস দলের মিলিত উদ্যোগে বিজেপি বিরোধী সরকার হলে অবাক হওয়ার মতো কিছুই নেই। দিল্লিতে ইণ্ডিয়া জোট তৈরি হয়ে গিয়েছে লোকসভায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য। বিরোধী দলের নেতারা বিজেপিকে শত্রু বলে গ্রহণ করেছে। আবার রজ্যের বাম এবং কংগ্রেস দল তৃণমূলকে শত্রু বলে গ্রহণ করছে। এখন এই বাম এবং প্রদেশ কংগ্রেস কোনও রকমভাবে বিজেপি বিরোধী কথা বলতে ইচ্ছুক নয়। পার্থ অর্পিতা কাণ্ডের পর তৃণমূল কংগ্রেস তাদের রাজনৈতিক কৌশল পরির্তন করেছে। দিল্লিতে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিজেপি বিরোধী জোট তৈরি করে ফেলেছেন। একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনা থেকে শুরু করে সড়ক নির্ণাণের টাকা এখনও আটকে রয়েছে। কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের মোট ১ লক্ষ ৯৬৮ কোটি টাকা পাওনা বলে শাসক নেতারা বলতে শুরু করেছেন। তাই নিয়ে নেত্রী বারবার তাগাদা দিতে শুরু করেছেন। বিহারের নীতীশ কুমারের মতো পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি বিরোধী কংগ্রেস, বাম ও তৃণমূল জোট সরকার হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সিপিএম দলের নেতারা যদি রাজ্যস্তরে তৃণমূল বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। কংগ্রেসও সেই পথ ধরে এগোতে শুরু করেছে। কংগ্রেস নিয়ে নেত্রীর অ্যালার্জি একন আর নেই। জাতয় স্তরে যদি বিরোধী দল হিসাবে ইণ্ডিয়া লড়াই করে বিজেপি দলের বিরদ্ধে তার প্রভাব রাজ্য স্তরের রাজনীতিতে এসে পড়তে বাধ্য। সেটা বর্তমানে না হলেও ভবিষ্যতে তা হতে থাকবে। তৃণমূল কংগ্রেস, বাম এবং জাতীয় কংগ্রেস এক হয়ে বিজেপি দলের সঙ্গে পাল্লা দিতে থাকবে। যদি বিজেপি কেক শক্তিতে এগিয়ে রয়েছে। তার ওপরে যেভাবে ইসরোর চন্দ্রাভিযান-৩ সফল হল তাতে আন্তর্জাতিক স্তর থেকে শুরু করে জাতীয় স্তরে মোদি অন্য মাত্রা নিয়ে উপস্থিত হলেন। কেন বর্তমান ভারতীয় রাজনীতি এবং অন্তর্জাতিক রাজনীতির দরবারে মোদির আসন পাকা হয়ে গেল। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন পর্যন্ত মোদিকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। রাশিয়ার লুনার চন্দ্রযান সফল হতে পারেনি তাতে কি হয়েছে। রুশ বন্ধু ভারত সফল হয়েছে এতেই খুশি পুতিন। পার্থ কাণ্ডের পর এবারে অনুব্রত মণ্ডল কাণ্ড এখন কারাগারে। নেত্রী মমতা তৎপর হলে সেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একেবারে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি একটু সরে থাকছেন। সময় হলে তিনি আবার সবার সমানে উপস্থিত হবেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। দিল্লিতে আম আদমি দলের নেতা এবং মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে তিনি দেখা না কলরেও তিনি বিজেপি বিরোধী জোটে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন রাহুলের পাশে থেকে। নেত্রী সনিয়া গান্ধির সঙ্গে টেলিফোনে ভবিষ্যতে ইণ্ডিয়া জোট কতখানি সফল হবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। করছেন না। কিন্তু কংগ্রেসের নেতা অধীর চৌধুরী একন নেত্রীকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। তিনি বলতে শুরু করে দিয়েছে নেত্রী কখন যে একেবারে পাল্টে যাবেন তার আভাস পাওয়া একেবারে অসম্ভব। নেত্রী বিজেপি সঙ্গে হাত মিলিয়ে যে কোনও সময়ে ফুল সেটিং করতে পারে। আসলে কংগ্রেস নেত্রীকে বিশ্বাস করতে পারছে না। দল ভাঙাতে নেত্রী ওস্তাদ বলে মনে করেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। বহরমপুরে তাঁকে পরাস্ত করতে নেত্রী তাঁর দলের শক্তিশালী টিম গঠন করেছিলেন। সেটা তিনি ভুলে যাননি। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ পাত্র কুণাল ঘোষ বলতে শুরু করে দিয়েছেন বিরোধীরা এখন দেউলিয়া এবং দিশাহীন হয়ে পড়েছে। সেই কারণে তারা এখন পাগলের প্রলাপ করতে শুরু করেছে। রাজ্যে তৃণমূল বিজেপি লড়াই করছে। এর মধ্যে কোনও রকম সেটিং নেই। উপরাষ্ট্রপতি পদে ধনকরের জয় ছিল নিশ্চিত। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যসভার নতুন চেয়ারম্যান হিসাবে ধনকড়কে স্বাগত ভাষণ দেওয়ার প্রথা সংবিধান অনুসারে রয়েছে। বিরোধীরা অনুমান করতে শুরু করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় অভিষেকের কবে অভিষিক্ত হচ্ছে তা জানলে ভালো হয়। যেভাবে অভিষেক সম্মানকে রক্ষা করতে নেত্রী তৎপরতা দেখ াতে শুরু করে দিয়েছেন তাতে মনে হচ্ছে খুবই দ্রুত অভিষেক রাজ্যের হাল ধরবেন। তার জন্যই আগামী লোকসভার নির্বাচনের পরই তা নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন নেত্রী। তিনি এবারে মন্ত্রীত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করতে পারেন।

চিনের তাইওয়ান নীতি

চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তাইওয়ানকে লক্ষ্য করে ক্ষেপনাস্ত্র বর্ষন সার্থক হয়েছে। তাইওয়ানকে নিয়ে বহু চিন ধরে চিন টানাপোড়েন করতে শুরু করে দিয়েছিল। এবারে আমেরিকার সেনা কর্তাদের তাইওয়ান সফরকে কেন্দ্র করে চিন তাইওয়ান দখল করে নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে তাইওয়ান আক্রান্ত হলে আমেরিকা ব্রিটেন থেকে শুরু করে জার্মান সহ গোটা ইউরোপ একেবারে রুখে দাঁড়াবে সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। চিনা পণ্যের ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে বলে আমেরিকা হুমকি দিয়ে রেখে দিয়েছে। তার ফলে চিন আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সেই কারণে চিন এখন সব দিক বিবেচনা করে তাইওয়ান আক্রমণ করার ঝুঁকি বহন করছে না। আসিয়ান গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে জাপান তাইওয়ানর ব্যাপারে চিনের হস্তক্ষেপ করার তীব্র প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে চিনের নিশানায় জাপানও রয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, চিনের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে রুখে দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখে জাপান। চিন এখন জাপানের আর্থিক কাঠামোকে একেবারে নষ্ট করে দিতে চায়। চিন চাইছে বিশ্বের বাজার দখল করতে। সেখানে জাপান চিনের প্রতিপক্ষ হয়ে দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। জাপানের আর্থিক পরিকাঠামোতে যদি আঘাত করা যায় তাহলে জাপান আর চিন সরকারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তাইওয়ান ঘিরে চিনের সেনা মহড়ার তীব্র নিন্দা করতে শুরু করে দিয়েছে জাপান সরকার। চিনের নিশানা হচ্ছে তাইওয়ান প্রণালী। তাইওয়ান প্রণালীকে অধিকার করে নিতে পারলে তাইওয়ান একেবারে জব্দ হয়ে যাবে।

তাইওয়ানের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলা তাইওয়ান প্রণালী অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের পণ্যবাহী জাহাজের অর্ধেক এই প্রণালী দিয়ে যাতায়াত করে থাকে। পূর্ব এশিয়া থেকে গ্যাস এবং বিদ্যুতিন যন্ত্রাংশগুলিকে পৌঁছে দেয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। এই প্রণালী বন্ধ করে দিতে পারলে বিশ্বের আর্থিক পরিস্থিতির ওপরে তার প্রভাব পড়বে। তাইওয়ান আকাশ সীমানায় ২৭টি যুদ্ধ বিমান উড়তে দেখা গিয়েছিল। ১১টি ডংফেং ব্যালিস্টিক ক্ষেপনাস্ত্র ছুঁড়েছে লিবারেশন আর্মি। পরমানু অস্ত্র বহন করতে পারে এই ডংফেং ক্ষেপনাস্ত্র। তাইওয়ান প্রণালী এবং চিন সাগরে চিন নৌ সেনারা দাপিয়ে বেড়াতে শুরু করে দিয়েছে। নেমেছে চিনের ডুবো জাহাজও। এদিকে তাইওয়ান সরকার থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে চিনা সরকার ওয়েব সাইটে হ্যাকার হানা দিচ্ছে। রাশিয়া এবং চিনের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুলতে শুরু করে দিয়েছে তাইওয়ান। সেনা বাহিনী থেকে শুরু করে সেখানকার নাগরিকদের যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছেন, তারা শান্তি বজায় রাখার পক্ষে। কিন্তু গায়ের জোরে কেউ যদি একটি গণতান্ত্রিক দেশকে কব্জা করতে চায় তাহলে আমেরিকা তার বিরোধিতা করবে। চিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যত দ্রুত সম্ভব তাইওয়ানকে চিনের অন্তর্ভুক্র করে নেওয়া হবে। এদিকে চিন থেকে বলা হয়েছে যে বেশ কয়েকদিন চিনা সেনা মহড়া চলবে। সেই কারণে এই আকাশ পথকে এড়িয়ে চলতে হবে সবাইকে। জলপথ থেকে শুরু করে আকাশ পথ কেউ যেন এখন ব্যবহার না করে। ভারতের সঙ্গে তাইওয়ানের ব্যবসা বাণিজ্য রয়েছে। চিন তাইওয়ান আক্রমণ করলে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। আমোরিকার তাইওয়ান বাজার নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। বাজার আর্থিক নীতি যাতে নষ্ট না হয় তার দিকে লক্ষ্য রেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে ভারত এবং আমেরিকা সহ গোটা ইউরোপের দেশগুলি।

হেরিটেজ ঃ রাজা রামমোহন রায়ের বাড়ি

ক্ষ্মকলকাতা মানিকতলার মোড়েই রয়েছে রাজা রামমোহন রায়ের বাড়ি। ক্ষ্মক্ষ্মক্ষ্মক্ষ্মনগরে বসবাস করতেন। জীবনের দ্বিতীয় পর্বে ১৭৯২-১৭৯৫ সালে বেনারস পাটনাা থেকে তিনি আরবি, ফার্সি, সংস্কৃত এবং হিন্দি ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। জীবনের তৃতীয় পর্বে ১৭৯৬-১৮০৪ সাল ফারসি ভাষায় 'তুহ ফাৎ-উল-হায়াহদিন' গ্রন্থ রচনা করেন। কলকাতায় এসে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রধান মুন্সী হিসাবে কাজ করেন। তারপর তিনি রংপরের কালেক্টর ডিগবি সাহেবের মুন্সী থেকে দেওয়ান পর্যন্ত ছিলেন। ১৮১৪ সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে রামমোহন কলকাতায় এসে উপস্থিত হন এবং ১১৩ নম্বর সার্কুলার রোডের বাড়িটি ফ্রান্সিস মেন্ডস সাহেবের কাছ থেকে ১৩০০০ টাকায় কিনে নেন। মানিকতলার বাড়ি থেকেই তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। মানিকতলার

বাড়িতে বসেই তিনি ৪০টি পুস্তক রচনা করেছিলেন। ১৮৩০ সালে তিনি মানিকলতার বাড়ি থেকে বিলেত যাত্রা করেছিলেন সতীদাহ প্রথা বিরুদ্ধে আইনী লড়াই করে জয়ী হওয়ার জন্য। কথিত আছে রাজা রামমোহন রায় বিলাতে থাকার সময়ে আর্থিক কষ্ট পেলে মানিকতলার বাড়িটি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কেউ কেউ বলে থাকেন যে এই বাড়িটি বিক্রি করে যান নি রাজা রামমোহন রায়। তবে দিল্লির বাদশাহ তাঁর কথা মতো বিলাতে রামমোহন রায়কে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তবে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহন রায়কে প্রচুর অর্থ দিয়েছিলেন সতীহাদ প্রথা বিরোধী আন্দোলন করতে এবং ব্রাহ্ম ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে। রাজা রামমোহন রায় বিশ্বাস করতেন ইশ্বর এক এবং একমেবাদ্বিতীয়ম। সতীদাহ প্রথা নিবারণ করার জন্য তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকবে এটা স্বীকার করা যেতেই পারে। রাজা রামমোহন রায়ের অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার চেষ্টা করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়।

শিলিগুড়িতে বিজেপির সঙ্কট চরমে
সোমবার যাচ্ছেন সুকান্ত

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ আগস্ট ঃ কেউ লিখিত ভাবেই দলকে জানিয়ে দিচ্ছেন, কেউ আবার জানাচ্ছেন দলের হোয়াট্‌সঅ্যাপ গ্রুপে। বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি পদে রদবদলের পর থেকেই পদত্যাগের হিড়িক পড়েছে শিলিগুড়িতে। সঙ্কট কাটানোর চেষ্টায় সোমবার যাচ্ছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। চলতি সপ্তাহের বুধবার থেকে শিলিগুড়ি এবং মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলের বিজেপির মণ্ডল সভাপতি, দলের মহিলা মোর্চা এবং যুব মোর্চার পদাধিকারীদের একটি বড় অংশ পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। এ বার পদত্যাগপত্র জমা দিলেন এক বিধায়কও। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মু। বিজেপি সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। সাম্প্রতিক কয়েক নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে উত্তরবঙ্গ গেরুয়া শিবিরের ‘গড়’ বলেই পরিচিত। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনও রয়েছে। তার ঠিক আগে পাশের শিলিগুড়িতে একের পর এক নেতার দলীয় পদ থেকে এই ভাবে ইস্তফায় স্বাভাবিক ভাবেই অস্বস্তি তৈরি হওয়ার কথা দলের অন্দরে। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধায়কের পদত্যাগপত্রে অবশ্য সাংগঠনিক পদে রদবদল নিয়ে ক্ষোভের কথা নেই। পদত্যাগপত্রে তিনি জানিয়েছেন, বিধানসভা এবং নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণেই সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক পদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চান।

বিজেপিতে পদ ছাড়ার হিড়িক নিয়ে দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র বেদব্রত দত্ত বলেন, বিগত দু’-তিন বছর ধরে আদি বিজেপি এবং তৎকাল বিজেপির মধ্যে একটা মতপার্থক্য দেখা দিচ্ছে। অধিকাংশ সময়েই তা প্রকাশ্যে চলে আসছে। এদের মধ্যে কোনও তালমিল বা সমঝোতা নেই। তৃণমূলসহ অন্যান্য দল থেকে যাঁরা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, যাঁরা প্রচুর দুর্নীতি করেছেন, এই সমস্ত ঘটনার পিছনে তাঁরাই রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির অবস্থা খুবই করুন। সাংগঠনিক ভাবে তারা ব্যর্থ। তাই তাদের কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির সাহায্য নিতে হচ্ছে। গত ৬ আগস্ট শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতির পদ থেকে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মণকে সরিয়ে দেন রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। সেই দায়িত্ব দেওয়া হয় দলের রাজ্য কিষান মোর্চার সাধারণ সম্পাদক অরুণ মণ্ডলকে। দলীয় সূত্রে খবর, এই রদবদলে নিজের পছন্দের কর্মীদের বিভিন্ন পদে বসিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে অরুণের বিরুদ্ধে। তা নিয়ে দলের অন্দরে ক্ষোভপ্রকাশ করেন কর্মীদের একাংশ। বিষয়টি নিয়ে একাধিক বার আলোচনা হলেও বেরোয়নি সমাধানসূত্র। তার পরেই পদত্যাগ করেন একের পর এক পদাধিকারী। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত তিন দিনে পদত্যাগের সংখ্যা ৪০ ছাড়িয়েছে। সংখ্যাটা সব চেয়ে বেশি মহিলা মোর্চায়। তাঁদের প্রায় সকলেই ইস্তফাপত্রে জানিয়েছেন, দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে নিতে না পেরে পদত্যাগ করছেন। এ নিয়ে দলের অন্দরে বিস্তর জল্পনার মধ্যেই দলীয় পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক। দলীয় সূত্রে খবর, বিধানসভার বাদল অধিবেশনের জন্য দুর্গাবাবু কলকাতায় রয়েছেন। দলের বিভিন্ন পদাধিকারীর পদত্যাগের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন অধুনা প্রাক্তন সাংগঠনিক জেলা সভাপতি আনন্দময়ও। তিনি বলেন, বিধানসভার অধিবেশনের জন্য আমি বাইরে আছি। তবে শুনেছি যে, নতুন কমিটি ঘোষণা হওয়ার পর থেকে অনেকেই পদত্যাগ করেছেন। এটা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। নতুন কমিটি তৈরি হল এ রকম হয়েই থাকে। কারও কারও হয়তো সত্যিই খারাপ লেগেছে। তবে আনন্দময়বাবু জানান, পদত্যাগ করলেও কেউ দল ছেড়ে যাননি। শীঘ্রই এই সমস্যা মিটিয়ে ফেলা হবে। অরুণবাবুর অবশ্য দাবি, তাঁর কাছে কোনও ইস্তফাপত্র আসেনি। তিনি বলেন, কে কোথায় পদত্যাগ করছেন, আমার কাছে তার কোনও কোন খবর নেই। আমার কাছে কোনও পদত্যাগপত্র জমা পড়েনি। আমি দলীয় কার্যালয়-সহ বিভিন্ন মণ্ডল অফিসে ঘুরছি। দলের কাজ করছি। কিন্তু আমার কাছে কোনও পদত্যাগপত্র জমা পড়েনি।

তালা ভেঙে চুরি

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৫ আগস্ট ঃ রাধাগোবিন্দ মন্দিরের তালা ভেঙে ২ লক্ষ টাকার বেশি চুরির খবরে হইচই তৈরি হয়েছে সাঁইথিয়ায়। চুরির ছবি ধরা পড়েছে সিসিটিভিতে। সাঁইথিয়া থানার বাহিরা গ্রামের বিখ্যাত রাধাগোবিন্দ মন্দিরে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মন্দিরের তালা ভেঙে চুরির ঘটনাটি ঘটে। মন্দিরের প্রণামী বাক্সে থাকা ২ লক্ষ টাকারও বেশি চুরি হয়ে যায় বলে জানিয়েছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার ভোরে চুরির বিষয়টি সামনে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আশপাশের গ্রামের মানুষ রাস্তা অবরোধের উদ্যোগ নিলে সাঁইথিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। তদন্ত করে দোষীদের ধরার আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী এখনও অবরোধ ওঠেনি। মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে নারায়ণচন্দ্র দাস বৈরাগ্য জানান, সেখানে একাধিক সিসিটিভি রয়েছে। কিন্তু কিছু জায়গায় সিসিটিভি কাজ করে না। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের ধারণা, সেই এলাকা দিয়েই ঢুকেছিল চোর। তার পর মন্দিরের তালা ভেঙে চুরি করে। কিন্তু অন্য সিসিটিভিতে সেই চুরির ছবি ধরা পড়েছে।

শিল্পী সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৫ আগস্ট ঃ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় শহরের রবীন্দ্রভবনে বাঁকুড়া জেলার লোকপ্রসার শিল্পীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনে জেলার প্রায় ৫০০ জন লোকশিল্পী অংশগ্রহণ করেন। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার মহকুমা শাসক সুশান্ত ভক্ত। উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য আধিকারিক গণেশ হাঁসদা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনুসূয়া রায়, পৌরসভার চেয়ারপার্সন অলকা সেন মজুমদার সহ লোকপ্রসার শিল্পী সমিতির রাজ্য সম্পাদক পিন্টু সুর ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা।

ডায়রিয়া আতঙ্ক ছড়াচ্ছে বাঁকুড়ায়

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৫ আগস্ট ঃ ডায়রিয়া এখন আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বাঁকুড়ায়। এমনকী তার জেরে বাঁকুড়ায় গত ছয় দিনে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। আতঙ্কে ভুগছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এমন ঘটনা দেখা দিয়েছে ছাতনার তাঁতিপুকুর এলাকায়। এখানে ডায়রিয়ার প্রকোপে আক্রান্ত এলাকার আরও প্রায় ২৫ জন মানুষজন। বর্ষার সময়েই বাঁকুড়ার ছাতনায় থাবা বসালো ডায়রিয়া। ছাতনার তাঁতিপুকুর এলাকায় ইতিমধ্যেই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। যদিও ডায়েরিয়ায় এই মৃত্যুর কথা স্বীকার করেনি ছাতনা ব্লক স্বাস্থ্য দফতর। শুক্রবার আবার নতুন করে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন আরও পাঁচজন। এদিকে এই ঘটনার পর তাঁতিপুকুর এলাকাবাসীদের সুবিধার্থে মেডিকেল টিম বসেছে এলাকায়। কারণ খুঁজতে এলাকার পুকুর এবং পানীয় জলের নলকূপ থেকে জলের নমুনা সংগ্রহ করেছে স্বাস্থ্য দফতর। তিনটি পুকুর এবং চার-পাঁচটি টিউবওয়েল থেকে জল ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই পরিবর্তে দুটি খাবার জলের ট্যাঙ্ক দেওয়া হয়েছে এলাকাবাসীর ব্যবহারের জন্য। প্রশাসনের দাবি, তিনজন মারা যায়নি। ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। গত ১৭ আগস্ট থেকে এলাকায় দেখা দিয়েছে ডায়রিয়া। তার জেরে জ্বর, বমি নিয়ে আক্রান্ত হচ্ছেন গ্রামবাসীরা। বাসিন্দারা জানান, খাবার জল থেকেই সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। তার জেরেই একসঙ্গে এলাকার এতজন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। শুক্রবার এই নিয়ে ব্যাপক আলোড়ন ছড়িয়ে পড়েছে। ছাতনা ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অর্চনা কুন্ডু আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আজ নতুন করে পাঁচজন আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁরা সরবেড়িয়া হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তাঁদের একজনকে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ডায়রিয়াতে কোন মৃত্যু হয়নি। অথচ স্থানীয় সূত্রে খবর, ডায়রিয়াতেই এলাকার তিনজনের মৃত্যু হয়েছে পাঁচ দিনে। আর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ১২ জন। গোটা ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে যে, আতঙ্কে জল খেতেও ভয় পাচ্ছেন বাসিন্দারা। স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে আশা কর্মীরা এলাকায় এসেছেন। তাঁরা ওষুধ, ওআরএস, ব্লিচিং পাউডার বিলি করছেন। আর গ্রামবাসীদের পুকুর এবং নলকূপের জল ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে এলাকায় বিলি করা হচ্ছে জলের পাউচ। গোটা বিষয়টি দেখতে আজ পরিদর্শনে আসেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার। তিনি ঘুরে দেখেন সবটা। আর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বললাম। ব্লক স্বাস্থ্য দফতর ডায়রিয়ায় তিনজনের মৃত্যু অস্বীকার করছেন। তাহলে মৃত্যুটা হল কিসে? সেটা তো বলুন?

বাড়িতে আত্মঘাতী নার্সিং পড়ুয়া

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২৫ আগস্ট ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মৃত্যুর রেশ এখনও কাটেনি। তার মধ্যেই একের পর এক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ছাত্র মৃত্যুকে কেন্দ্র করে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠেছে। বুধবার হাসপাতালের এক নার্সিং পড়ুয়ার রহস্য মৃত্যু হয়েছে। আর তারই মধ্যে এবার আরও এক নার্সিং পড়ুয়ার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রহস্য দানা বেঁধেছে। ওই নার্সিং পড়ুয়ার নাম সায়নী সরকার। তিনি নার্সিং কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। সেখান থেকে নিজের বাড়িতে ফিরে আসার পরে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই ছাত্রী। সেক্ষেত্রে কী হস্টেলে র‍্যাগিংয়ের ঘটনা ঘটেছিল? তাই নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সায়নী উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের কমলাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। শুক্রবার সকালে তাঁর বাড়ির শোওয়ার ঘর থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ এসে দেহের ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। পারিবারিক সূত্র জানা গিয়েছে, ওই ছাত্রীর বাবা সুবোধ সরকার পেশায় একজন দরজি। গত কয়েক মাস ধরে বেঙ্গালুরুতে মানসিক অস্থিরতার মধ্যে ছিলেন ওই ছাত্রী। এরপর মাস খানেক আগে তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন। ঠিক হয়েছিল আগামী ৫ সেপ্টেম্বর আবার বেঙ্গালুরু ফিরে যাবেন। এর জন্য অগ্রিম টিকিটও কাটা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, তার আগেই পরিবারের একমাত্র সন্তানের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন সদস্যরা। মৃতার বাবা জানান, কলেজে সমস্যা হয়েছিল। সেই কারণে বাড়ির ফিরেছিল ছাত্রীটি। নার্সিং কলেজের প্রিন্সিপাল নিজেই ফোন করে তাঁকে বাড়ি নিয়ে আসতে বলেছিলেন। সেই মতো মাস খানেক আগে তিনি মেয়েকে বাড়ি নিয়ে আসেন। ছাত্রীটি এতদিন বাড়িতেই ছিলেন। তবে বাড়ি ফেরার পরে তিনি চুপচাপ থাকতেন। কারও সঙ্গে খুব বেশি কথা বলতেন না। যদিও এই ঘটনায় পরিবারের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। কী কারণে ছাত্রীটি আত্মঘাতী হয়েছে সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত হতে পারছেন না তদন্তকারীরা।

পার্কিং ও পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন ক্যাটালগ নং : (১) পার্ক-কেজিপি-২৩-১৫, (২) পিএইউ-কেজিপি-টা২৩-৩, তারিখ : ২৪.০৮.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে, সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর ডিভিসন ৩ (তিন) বছর সময়সীমার জন্য https://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উল্লিখিতমতো চেঙ্গাইল রেলওয়ে স্টেশন পরিসরে ০১ (একটি) টু হুইলার পার্কিং লট এবং দীঘা রেলওয়ে স্টেশন পরিসরে ০১ (একটি) পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লটের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন।

শ্রেণী	ক্যাটালগ নং	লটের সংখ্যা	অকশনের তারিখ	অকশন শুরুর সময়	অকশন বন্ধের তারিখ
দুই চাকার জন্য পার্কিং লট	পার্ক-কেজিপি-২৩-১৫	০১	১১.০৯.২৩	সকাল ১১.১৫	সকাল ১১.৪৫
পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট	পিএইউ-কেজিপি-টা২৩-৩	০১	১১.০৯.২৩	দুপুর ১২টা	দুপুর ১২.৩০

ইচ্ছুক পার্টি ও ঠিকাদাররা লক্ষ করবেন এবং ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি সম্বন্ধিত তথ্য ও বিস্তারিত বিবরণের জন্য উপরিলিখিত ওয়েবসাইট দেখবেন। কোনও জিজ্ঞাস্য/ স্পষ্টীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

(PR-546) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/খড়গপুর

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

Office of The Block Development Officer
Purulia-II Development Block
Vill. Bongabari, P.O: V.Nagar, Dist: Purulia (W.B), Phone No. 8373068635, E-mail ID bdoeopurulia2@gmail.com

E-Tendering Notice No. WBPUR/BDO/NIT(e)-02/2023-24 2nd Call. Last date of Bid Submission: **25/08/2023 2.00 PM.** Date of Opening of Bid: **12/09/2023 at 11.00 AM.** e-Tendering website:- **www.wbtenders.gov.in** For details, intending contractors may also contact Engg. Dept. of this office and office notice board.

Sd/- Block Development Officer
Purulia-II Development Block

JHARGRAM MUNICIPALITY
Sadhu Ramchand Murmu Sarani,Bachurdoba :: Jhargram
Ph:- 03221-255098,Email :: Jhargram.municipality@gmail.com
Notice Inviting e-Tender,[ABRIDGED]
WBMAD/JM/NIT-07/2023-24
Memo no. 1849/4PW-15/ Date : 25/08/2023
Tender ID:- 2023_MAD_560596_1

Inviting eTender for Selling of 37 nos. fallen/Damaged Sal Tree. The details of above tender may be seen at the office Notice board, Notice Board of D.M. Office, S.D.O. Office & Govt. E-TenderPortal https:// www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Chairperson,
Jhargram Municipality

DASGHARA (1) GRAM PANCHAYET
VILL- Rajipur (Nelorpar), P.O- Kananadi, P.S.- Dhaniakhali, Dist.– Hooghly.
03213-258361, Email ID : dasghara1gp@gmail.com
Notice Inviting Tender No : WB/HG/DNK/DAS-1/NIT-04/23-24.
Tender Id- 2023_ZPHD_560408_1

Notice inviting competitive E-tender in two cover system on percentage basis in the prescribed format are hereby invited from resourceful, experienced, bonafide, reputed Contractors. Bid submission start date – 25.08.23 at 3:30 P.M upto 09.09.23 at 3:30 P.M for more details please visit – http://wbtenders.gov.in

Sd/-Prodhan
Dasghara I Gram Panchayet

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ০৯-এসডিএসটিই-এএসএন-২০২৩-২৪, তারিখঃ ২৫.০৮.২০২৩। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: কাজের নাম/অবস্থান ঃ আসানসোল ডিভিসন–(১) মধুপুর কোচিং কমপ্লেক্সের পরিকাঠামোর উন্নয়ন, (২) ইলেক্ট্রিক লোকো শেড, আসানসোল-এর উন্নয়ন ও শক্তিবৃদ্ধি, (৩) আসানসোলে এলএইচবি টাইপ কোচ পরীক্ষার জন্য নতুন কোচিং কমপ্লেক্সের পরিকাঠামোর উন্নয়ন, (৪) সিটিআর(এস)-১৩.৩১৭ টিকেএম এবং টিআরআর(এস)-৪.৭৯৬ টিকেএম, সংক্রান্ত সিগন্যাল ও টেলিকম কাজ। টেন্ডার মূল্যমানঃ ১,০৭,৩৯,৩২৬.১৮ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ২,০৩,৭০০ টাকা। সম্পাদনের সময়সীমা ঃ স্বীকৃতি পত্র জারির তারিখ থেকে ৯০ দিন। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২০.০৯.২০২৩ তারিখে দুপুর ২টা। ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ http://www.ireps.gov.in। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা অগ্রাহ্য হবে। টেন্ডারদাতা/বিডারদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং তাঁদের আইআরইপিএস পোর্টালে রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে। শুধুমাত্র রেজিস্ট্রিকৃত টেন্ডারদাতা/বিডারগণই ই-টেন্ডারিং-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

(ASN-101/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ২২২-এল/১/ডব্লু-III, তারিখঃ ২৩.০৮.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: ক্রমিক নং ১, টেন্ডার নং.: টিএল-৯৩-২৩-২৪, কাজের নাম: প্রিকোপ্যাটে-আসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/বালিগঞ্জের অধিকারক্ষেত্রে প্ল্যাটফর্মে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ প্ল্যাটফর্ম সারফেস উঁচু করা এবং নবীকরণ। টেন্ডার মূল্য: ১,৫৭,৭৮,২১২.৫১ টাকা, ইএমডিঃ ২,২৩,৯০০ টাকা। কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমা: ০৯ মাস। ক্রমিক নং ২, টেন্ডার নং.: টিএল-৯৪-২৩-২৪, কাজের নাম: অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/কাঁচরাপাড়ার অধিকারক্ষেত্রে সুগম্য ভারত অভিযানের (ফেজ II) অধীনে কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে ২(দুই)টি এসক্যালেটরের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ৭৪,৫৩,৫৫১.৫৭ টাকা, ইএমডিঃ ১,৪৯,১০০ টাকা। কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমা: ০৬ মাস। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়: ১৮.০৯.২০২৩ (প্রতিটির জন্য)। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়: ১৮.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট (প্রতিটির জন্য)। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in -তে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।

SDAH-158/2023-24

পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএলটি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-০৬-২৩, তারিখঃ ২১.০৮.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং. ইএলটি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-০৬-২৩-এর পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: স্থান সহ কাজের নাম: পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনে চেরাগ্রাম-বালা শাখায় অটো ট্রান্সফর্মার ইকুইপমেন্টে অটো সিগন্যালিং কাজ সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক সহ অতিরিক্ত ট্রান্সফর্মার ব্যবস্থা। কাজের আনুমানিক ব্যয়: ১,৮২,১৭,৯০৪ টাকা। টেন্ডার ফর্মের মূল্য: শূন্য, বায়না মূল্য জমা করতে হবে: ২,৪১,১০০ টাকা। কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমা: [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

HWH-226/2023-24

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Moshiara Gram Panchayat
Vill : & P.O.- Moshiara P.S.- Hirbandh , Dist.- Bankura
Memo No: - 245/MoshGP/2023-24 Date: - 25/08/2023
NIT No-07/MoshGP/2023-24

Pradhan, Moshiara Gram Panchayat invites Tenders for Construction works, within Moshiara GP details of which are available at **www.wbtenders.gov.in** website and the Notice Board of Moshiara Gram Panchayat, PO-Moshiara, Dist.- Bankura.

Sd/-Pradhan
Moshiara Gram Panchayat

পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম

কাটিহার মণ্ডলের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং ঠিকার লাইসেন্স প্রদানের জন্যে ই-নিলাম। [illegible]

অকশন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-পার্কিং-এনএফআর-কি

[illegible]	[illegible]	বিবরণ
৫৫/১	পার্কিং-কেআইআর-কেএনই-এমএস-১০১-২৩-১	কাটিহার মণ্ডলের কিষণগঞ্জ স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
৫৫/২	পার্কিং-কেআইআর-[illegible]-এমএস-১০৩-২৩-১	কাটিহার মণ্ডলের [illegible] স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
৫৫/৩	পার্কিং-কেআইআর-[illegible]-এমএস-১০৭-২৩-১	কাটিহার মণ্ডলের [illegible] স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
৫৫/৪	পার্কিং-কেআইআর-[illegible]-এমএস-১০৮-২৩-১	কাটিহার মণ্ডলের [illegible] স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
৫৫/৫	পার্কিং-কেআইআর-[illegible]-এমএস-১৪-২৩-১	কাটিহার মণ্ডলের [illegible] স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
৫৫/৬	পার্কিং-কেআইআর-এনজেপি-পিপিপিসি-১০৪-২৩-১	নিউ জলপাইগুড়ি [illegible] পার্কিং

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময় ০৬-০৯-২০২৩ তারিখে ১০.০০ ঘণ্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময় ০৬-০৯-২০২৩ তারিখে ১১.২০ ঘণ্টায়। [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সামগ্রী বিক্রয়ে অধীন ইনসলভেন্সি এবং ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, ২০১৬ (‘‘কোড’’) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩৩(১) ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া **(তরলীকরণে)** ধারা, ২০১৬। এতদ্বারা জনস্বার্থে বিজ্ঞাপিত করা যায় যে নিম্নবর্নিত বারসেলি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড-এর সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে **‘‘যেখানে আছে’’, ‘‘যা আছে’’, ‘‘যা কিছু আছে’’ এবং ‘‘কোন উপায় নেই’’** ভিত্তিতে সারণীতে উল্লেখিত তারিখে যা তরলীকরণ প্রক্রিয়াতে রয়েছে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না মূল্য জমা করতে সারণীতে উল্লেখিত তারিখে উল্লেখিত সম্পত্তি ভিত্তিতে। বিক্রয় করা হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে যা ওয়েব পোর্টালে প্রদান করা হবে-www.airauctioneer.com। সাধারণ জনতাকে আহ্বান জানানো হচ্ছে নিজে বা স্বীকৃত প্রতিনিধি মারফত দরপত্র জমা করতে।

সম্পত্তির সারণী (লক্ষ টাকায়)

লট নং.	সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বর্ধিত দর
১.	৩য় ফ্লোর অফিস স্থান রয়েছে যে অ্যাপার্টমেন্টে তার নাম হল ‘মীরা মহল’’ অবস্থিত রয়েছে ঃ প্রিমিসেস নং. ৩এ, মুজফফর আহমেদ স্ট্রিট (আরও যা পরিচিত রিপন স্ট্রিট হিসাবে), হোল্ডিং নং. ১০০, কলকাতা পুলিশ পেট্রোল পাম্প নিকট (বাটা মোড়), পোস্ট ও থানা-পার্ক স্ট্রিট, ওয়ার্ড নং. ৬৩।	৬৯.৫০	৬.৯৫	১.৩৯
২	আর্থিক সম্পদ (ঋণগ্রহীতা, অগ্রিম এবং অন্যান্য আর্থিক সম্পত্তি) পরিহার লেনদেন আবেদনের ফলাফল থেকে আয় ছাড়া	১৬৪.০০	১৬.৪০	৩.২৮
৩	বানিজ্যিক ঋণী বারসেলি এন্টারপ্রাইজ লি. যার CIN : L01132WB1983PLC035629 উদ্দেগের মধ্যে অধীন ৩২(ই) ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া তরলীকরণ প্রক্রিয়ায়) পরিহার লেনদেন আবেদনের ফলাফল থেকে আয় ছাড়া	২২৩.০০	২৩.৩০	৪.৬৬

ইএমডি জমার শেষ তারিখ ঃ ১৫.০৯.২০২৩। শেষ তারিখ/ সময় দরের ঃ ১৯.০৯.২০২৩, ১৪.৩০ ঘটিকা

বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে নিয়ম এবং শর্তাবলী মোতাবেক যা উল্লেখ রয়েছে প্রক্রিয়া নথিতে এবং নিম্নলিখিত শর্ত মোতাবেক ঃ

১. সম্পত্তির বিবরণী যা উপরোক্ত সারণীতে উল্লেখিত তরলীকারকের সর্বোচ্চ তথ্যমতে, কিন্তু তরলীকারক কোন ত্রুটি, ভ্রান্তি বা অনুল্লেখের জন্য জবাবদিহিতে বাধ্য নন এই ঘোষনায়।

২. দরদাতাদের দায়িত্ব পরিদর্শন করে সন্তুষ্টির জন্য সম্পত্তির বিষয়ে এবং দরপত্র জমা দেওয়ার পূর্বে। সম্পত্তি পরিদর্শন যা নিলামে থাকবে অনুমোদন করা হবে আগ্রহী দরদাতাদের পরিদর্শনে প্রকাশের দিন থেকে নথি এবং ইএমডি জমার শেষ তারিখ পর্যন্ত। তরলীকারক দায়ী থাকবেন না কোনরূপ পরিবর্তন, পূর্বস্বত্ব, দায়বদ্ধতা বা কোন বকেয়া সরকার বা অন্য কোন স্থানে ই-নিলামের সম্পত্তির বিষয়ে। আগ্রহী দরদাতাদের অনুরোধ করা যায় কোনরূপ দায় সম্পর্কে নিজেদের থেকে খোঁজ নিতে সম্পত্তি বিষয়ে সঙ্গে বিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি করের বকেয়া, বিদ্যুতের বকেয়া ইত্যাদি সম্পর্কে।

৩. আগ্রহী দরদাতারা জমা করতে পারবেন ইএমডি ডিমান্ড ড্রাফ্ট দ্বারা **‘‘বারসেলি এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড’’** পক্ষে বা ব্যাঙ্কিং ট্রান্সফার মাধ্যমে শেষ তারিখের মধ্যে যা ওপরের সারণীতে উল্লেখিত, এই অ্যাকাউন্টে-**বারসেলি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড, অ্যাকাউন্ট নং. ৩১৮৩০০২১০১৭২৪০১৫, আইএফএসসি কোড পিইউএনবি০৩১৮৩০০**। কোন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ড্রাফ্ট গ্রাহ্য নহে।

৪. দরদাতাদের অনুরোধ দেখতে-**www.intelligentupdates.blogspot.com/p/sale-ntice-insolvency.html** বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী জানতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ার নিজেদের দর জমা দেওয়া এবং ই-নিলাম বিক্রয়ে অংশ নেওয়ার পূর্বে।

৫. যদি অংশ নিতে ইচ্ছুক থাকেন একাধিক লটে লট নং. ৩ সহকারে, সেক্ষেত্রে দরদাতাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে লট নং. ৩ এ অংশ গ্রহণকারীকে এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের দর বাতিল হিসাবে গণ্য হবে।

তারিখ ঃ ২৬.০৮.২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা
জয়নারায়ণ গুপ্তা
তরলীকারক, মে. বারসেলি এন্টারপ্রাইজ লি.
আইবিবিআই রেজি নং. আইবিবিআই/আইপিএ-০০১/আইপি-পি০০৩৭১/২০১৭-২০১৮/১০৬২৮

যোগাযোগ ঠিকানা ঃ ইন্টেলিজেন্ট আইপি ম্যানেজমেন্ট সলিউশান প্রা.লি., ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ২৫ জহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৮৭, **ip.belcrip@gmail.com রেজিস্টার ঠিকানা ঃ** ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ২৫ জহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৮৭, **cajainarayangupta@gmail.com**

লিখামি কনসালন্টিং লিমিটেড

CIN : L45209WB1982PLC034804
রেজি. অফিস ঃ রুম নং. ১, ২য় ফ্লোর, ৬২এ, ড. মেঘনাদ সাহা সরণী, সার্দান এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯, ফোন নং. ৯১-৮২৩২০৯৯০৯২
ই-মেলঃ info@likhamiconsulting.com
ওয়েবসাইট ঃ www.likhamiconsulting.com

৪১ তম বার্ষিক সাধারন সভা, ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজার বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা যায় **৪১তম (এক চল্লিশ)** বার্ষিক সাধারন সভা (এজিএম) কোম্পানির অনুষ্ঠিত হবে **১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (মঙ্গলবার) সকাল ১১.০০ ঘটিকায়** আইএসটি, ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) বানিজ্যিক আলোচনায় যা উল্লেখ রয়েছে এজিএম নোটিসে। কোম্পানি প্রেরণ সম্পূর্ন করেছে ৪১তম এজিএম নোটিস সঙ্গে বার্ষিক প্রতিবেদন আ.ব. ২০২২-২০২৩ ১৪.০৮.২০২৩ তারিখে, ইলেকট্রনিক মোডে কেবলমাত্র সেই সকল সদস্যদের যাদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানিতে বা রেজিস্টার ও ট্রান্সফাল এজেন্ট এবং ডিপোসিটারিতে। এজিএম নোটিসের ফিজিক্যাল কপি প্রেরণ বাদ দেওয়া হয়েছে এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার ভিত্তিতে।

২. কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩, ইন্টার-আলিয়া, সঙ্গে নোটিস এবং বিস্তারিত বিবরণী ৪১তম এজিএম-এর পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে- www.likhamiconsulting.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে-www.bseindia.com & www.cse-india.com.। একই কপি পাওয়া যাবে সেন্ট্রাল ডিপোসিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইটে- https://www.evotingindia.com/।

৩. অনুসারী হিসাবে ধারা ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪ সংশোধনী সময় সময়, এবং ধারা ৪৪ সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫, কোম্পানি সদস্যদের প্রদান করছে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা এজিএম চলাকালীন এবং তার পূর্বে ব্যবসায়িক আলোচনার জন্য এজিএমে এবং এই ক্ষেত্রে, কোম্পানি নিযুক্ত করেছে সিডিএসএল-কে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান সুবিধা দিতে।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়েছে এজিএম নোটিসে। সদস্যদের তা দেখতে অনুরোধ জানানো যায় ঃ

ক. রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার উল্লেখিত মেয়াদ ঃ

রিমোট ই-ভোটিং শুরু	**শুক্রবার, ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (সকাল ৯.০০ ঘটিকা)**
রিমোট ই-ভোটিং শেষ	**সোমবার ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (বিকাল ৫.০০ ঘটিকা)**

রিমোট ই-ভোটিং মডিউল বন্ধ করবে সিডিএসএল ভোটদান মেয়াদের পর এবং সদস্যরা উল্লেখিত তারিখ এবং সময়ের পর ভোটদান করলে তা বৈধ বিবেচিত হবে না।

খ. সদস্যদের ভোটাধিকার বিবেচিত হবে তাদের শেয়ারের প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে কোম্পানির মঙ্গলবার, ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (কাট-অফ তারিখ)। রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থা আরও পাওয়া যাবে সভা চলাকালীন এবং সদস্যরা সেই সদস্যরা ভোটদান করতে পারবেন, যারা আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ে ভোটদান করেননি, যদি উভয়ভাবে ভোটদান হয়ে থাকে তাহলে গননায় শুধুমাত্র ই-ভোটিং গ্রহণযোগ্য হবে।

গ. যদি কোন ব্যক্তির নাম রেজিস্টার হয় সদস্য রেজিস্টারে কাট-অফ তারিখে তাহলে তিনিই রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাবেন পূর্বে / এজিএম চলাকালীন।

ঘ. যদি কোন ব্যক্তি শেয়ার নিয়ে কোম্পানির সদস্য হয়ে থাকেন নোটিস প্রেরনের পর এবং শেয়ার ধরে রাখেন কাট-অফ তারিখে, তাহলে লগ-ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য পেতে আবেদন জানান -helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা যোগাযোগ করুন টোল ফ্রি নাম্বারে-১৮০০২২৫৫৩৩, যা প্রদান করছে সিডিএসএল অথবা যদি কোন ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন থাকে আপনি পাবেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চান (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল যা পাবেন-www.evotingindia.com অধীন হেল্প বিভাগে। যদি কোন ব্যক্তি সদস্য না হয়ে থাকেন কাট-অফ তারিখে তাহলে তিনি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য এজিএম নোটিস পাবেন।

৪. আরও বিজ্ঞাপিত করা যায় অনুসারী ধারা ৯১ আইন এবং ধারা তার পরবর্তী সময়ে এবং ধারা ৪২ সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫, সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক কোম্পানির বন্ধ থাকবে বৃহস্পতিবার ০৬.০৯.২০২৩ থেকে ১২.০৯.২০২৩ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) ৪১তম এজিএম-এর জন্য।

লিখামি কনসালন্টিং লিমিটেড
স্বা/-
বুলবুল অমিত বনশালি
(কোম্পানি সচিব ও সহযোগী আধিকারিক)

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৫.০৮.২০২৩

টি স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড

CIN : L63040WB1986PLC040796
রেজি. অফিস ঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল ঃ complianceofficer@tspritualworld.com,
ওয়েবসাইট ঃ www.tspritualworld.com

৩৭ তম বার্ষিক সাধারন সভা, ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজার বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় **সাঁইত্রিশ (৩৭ তম)** বার্ষিক সাধারন সভা (এজিএম) কোম্পানির অনুষ্ঠিত হবে **মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৪.০০ ঘটিকায়** আইএসটি, ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) বানিজ্যিক আলোচনায় যা উল্লেখ রয়েছে এজিএম নোটিসে। **কোম্পানি প্রেরণ করেছে ৩৭তম এজিএম নোটিস সঙ্গে বার্ষিক প্রতিবেদন আ. ব.** ২০২২-২০২৩ ১৪.০৮.২০২৩ তারিখে, ইলেকট্রনিক মোডে সেই সদস্যদের যাদের ই-মেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি বা রেজিস্টার ও ট্রান্সফার এজেন্ট এবং ডিপোসিটারিতে। এজিএম নোটিসের ফিজিক্যাল কপি প্রেরণ স্থগিত রয়েছে এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার মোতাবেক।

২. কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩, ইন্টার-আলিয়া, সঙ্গে নোটিস এবং বিস্তারিত বিবরণী ৩৫তম এজিএম-এর পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.tspiritualworld.com বিএসই ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে-www.bseindia.com and www.cse-india.com। একই কপি পাওয়া যাবে সেন্ট্রাল ডিপোসিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইটে- https://www.evotingindia.com/।

৩. অনুসারী হিসাবে ধারা ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪ সংশোধনী সময় সময়, এবং ধারা ৪৪ সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫, কোম্পানি সদস্যদের প্রদান করছে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা এজিএম চলাকালীন এবং তার পূর্বে ব্যবসায়িক আলোচনার জন্য এজিএমে এবং এই ক্ষেত্রে, কোম্পানি নিযুক্ত করেছে সিডিএসএল-কে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান সুবিধা দিতে।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়েছে এজিএম নোটিসে। সদস্যদের তা দেখতে অনুরোধ জানানো যায় ঃ

ক. রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার উল্লেখিত মেয়াদ ঃ

রিমোট ই-ভোটিং শুরু	**শুক্রবার, ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (সকাল ৯.০০ ঘটিকা)**
রিমোট ই-ভোটিং শেষ	**সোমবার ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (বিকাল ৫.০০ ঘটিকা)**

রিমোট ই-ভোটিং মডিউল বন্ধ করবে সিডিএসএল ভোটদান মেয়াদের পর এবং সদস্যরা উল্লেখিত তারিখ এবং সময়ের পর ভোটদান করলে তা বৈধ বিবেচিত হবে না।

খ. সদস্যদের ভোটাধিকার বিবেচিত হবে তাদের শেয়ারের প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে কোম্পানির মঙ্গলবার, ০৫.০৯.২০২৩ (কাট-অফ তারিখ)। রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থা আরও পাওয়া যাবে সভা চলাকালীন এবং সদস্যরা সেই সদস্যরা ভোটদান করতে পারবেন, যারা আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ে ভোটদান করেননি, যদি উভয়ভাবে ভোটদান হয়ে থাকে তাহলে গননায় শুধুমাত্র ই-ভোটিং গ্রহণযোগ্য হবে।

গ. যদি কোন ব্যক্তির নাম রেজিস্টার হয় সদস্য রেজিস্টারে কাট-অফ তারিখে তাহলে তিনিই রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাবেন পূর্বে অথবা এজিএম চলাকালীন।

ঘ. যদি কোন ব্যক্তি শেয়ার নিয়ে কোম্পানির সদস্য হয়ে থাকেন নোটিস প্রেরনের পর এবং শেয়ার ধরে রাখেন কাট-অফ তারিখে, তাহলে লগ-ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য পেতে আবেদন জানান -helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা যোগাযোগ করুন টোল ফ্রি নাম্বারে-১৮০০২২৫৫৩৩, যা প্রদান করছে সিডিএসএল অথবা যদি কোন ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন থাকে আপনি পাবেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চান (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল যা পাবেন-www.evotingindia.com অধীন হেল্প বিভাগে। যদি কোন ব্যক্তি সদস্য না হয়ে থাকেন কাট-অফ তারিখে তাহলে তিনি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য এজিএম নোটিস পাবেন।

ঙ. যদি সদস্যরা রেজিস্টার না করিয়ে থাকেন ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে পাঠাতে কোম্পানির রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড,- https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx অস্থায়ীভাবে নিজেদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার রেজিস্টার করাতে।

৪. আরও বিজ্ঞাপিত করা যায় অনুসারী ধারা ৯১ আইন এবং ধারা তার পরবর্তী সময়ে এবং ধারা ৪২ সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫, সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক কোম্পানির বন্ধ থাকবে **বুধবার, ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (উভয় দিন সহ) ৩৭তম এজিএম-এর জন্য।**

টি স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড
নেত্র বাহাদুর রানাভাট
সর্বক্ষণের পরিচালক
DIN: 06716666

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৫.০৮.২০২৩

ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশান কোম্পানি প্রা.লি.

IARC
CIN : U74999DL2002PTC117357
এ-৬০১/৬০২/৬০৫ ৬ষ্ঠ ফ্লোর, ২১৫ আট্রিয়াম, কানাকিয়া স্পেসেস, আন্ধেরী কুরলা রোড, আন্ধেরী (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৯৩
ল্যান্ডলাইন ঃ ৯১-২২-৬৭৩৬৩০০০, Website : www.iarc.co.in

সুরক্ষিত সম্পত্তি ই-নিলামের জন্য পাবলিক নোটিস অধীন বন্দোবস্ত সিকিউরিটাইজেশান অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশান অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সারফেইশি অ্যাক্ট) সঙ্গে পঠিত রুলস ৮(৫) (সি) এবং ৮(৬) এবং ৯(১) সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ (‘‘রুলস’’) (যার প্রতীকী অধিগ্রহণ করা হয়েছে অধীন সেকশান ১৩(৪) সারফেইশি অ্যাক্টে)

গ্রাহক/জামিনদার/বন্ধকদাতা ঃ

গ্রাহক	জামিনদার
১. **মৃত্যুঞ্জয় এন্টারপ্রাইজেস প্রা লি.,** ৩০/৮ শিব চন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রিট, বেলুড় মঠ, হাওড়া ৭১১২০২। ২. **মৃত্যুঞ্জয় এন্টারপ্রাইজেস প্রা লি.,** ‘‘অনুজ চেম্বার’’, ৩য় ফ্লোর, ২৪ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। ৩. **মৃত্যুঞ্জয় এন্টারপ্রাইজেস প্রা লি.,** কারখানা রয়েছে ১/এ, টিসি রোড শাসমলপাড়া, থানা-শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটি, হুগলী।	৪. **শ্রীমতি পূণম সিং,** জামিনদার, ৩০/৮ শিব চন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রিট, বেলুড় মঠ, হাওড়া ৭১১২০২ ৫. **নন্দনেশ্বর কমোডেটস প্রা.লি.** কর্পোরেট জামিনদার, ৩০/৮ শিব চন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রিট, বেলুড় মঠ, হাওড়া ৭১১২০২

তারিখ এবং বকেয়া নোটিস অধীন ১৩(২) সারফেইশি আইন ঃ

১. টাকা. ১৬,৮১,৬৭,৯৯৮.৬৭/- (ষোল কোটি একাশি লক্ষ সাতষট্টি হাজার নয়শত আটানবব‌ই টাকা সাতষট্টি পয়সা মাত্র) ০২ জুন, ২০১০ তারিখে সঙ্গে ভবিষ্যৎ সুদ চুক্তিবদ্ধ হারে ০৩জুন,২০১০ থেকে সঙ্গে খরচাদি এবং অন্যান্য দাবী সমূহ যা নোটিসে উল্লেখ রয়েছে।

২. উল্লেখিত নোটিসটি জারি করেছে পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, এখন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের সাথে একত্রিত, যে ঋণ সম্পাদন করেছেন মৃত্যুঞ্জয় এন্টারপ্রাইজেস প্রা লি.-কে সঙ্গে নিম্নবর্নিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট সহকারে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশান কো. প্রা.লি. তরফে, ক্ষমতাবলে কর্মরত ট্রাস্টি আইএআরসি-৩০/১৩-১৪ ট্রাস্ট (আইএআরসি), সম্পাদন চুক্তি তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪, লাগু ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৩।

নিম্নেবর্নিত সুরক্ষিত সম্পত্তি, বিক্রয় করা হবে ‘‘যেখানে যা রয়েছে এবং সেখানে যাকিছু রয়েছে ভিত্তিতে’’ ই-নিলাম মাধ্যমে সারফেইশি অ্যাক্ট এবং ধারা সমূহ অধীনে।

সুরক্ষিত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বিবরণী	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না মূল্য জমা (ইএমডি)	বর্ধিত দর রাশি
৬৪১ কাঠা জমি দীর্ঘাঙ্গা মৌজায়, জেএল নং. ৪, তৌজি নং. ৩৯৮৯, ৩৮৭৬, অধীন বৈদ্যবাটি পৌরসভা, নেতাজি মোড়ের নিকট, জেলা হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ।	টাকা. ৭১৭ লক্ষ	টাকা. ৭১.৭০ লক্ষ	টাকা. ৫.০০ লক্ষ

** ইএমডি ১০ % সংরক্ষিত মূল্যের

আইএআরসি-র কাছে গ্রাহকের বকেয়া	টাকা. ১৬,৮১,৬৭,৯৯৮.৬৭/- (ষোল কোটি একাশি লক্ষ সাতষট্টি হাজার নয়শত আটানবব‌ই টাকা সাতষট্টি পয়সা মাত্র) ০২ জুন, ২০১০ তারিখে সঙ্গে ভবিষ্যৎ সুদ চুক্তিবদ্ধ হারে ০৩জুন,২০১০ থেকে সঙ্গে খরচাদি এবং অন্যান্য দাবী সমূহ যা নোটিসে উল্লেখ রয়েছে তারিখ ০২ জুন, ২০১০, প্রদান করেছে পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, এখন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের সাথে একত্রিত, যে ঋণ সম্পাদন করেছেন মৃত্যুঞ্জয় এন্টারপ্রাইজেস প্রা লি.-কে সঙ্গে নিম্নবর্নিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট সহকারে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশান কো. প্রা.লি. তরফে, ক্ষমতাবলে কর্মরত ট্রাস্টি আইএআরসি-৩০/১৩-১৪ ট্রাস্ট (আইএআরসি), সম্পাদন চুক্তি তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪, লাগু ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৩।	
আইএআরসি-র কাছে জ্ঞাত কোনরূপ দায়	জানা নেই	
ইএমডি প্রেরণ	**ইএফটি/এনইএফটি/আরটিজিএস/আইএমপিএস মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে ঃ**	
	বিবরণী ঃ	
	প্রাপকের নাম	আইএআরসি-৩০/ ১৩-১৪ ট্রাস্ট
	প্রাপকের ব্যাঙ্ক নাম	কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক
	প্রাপকের ব্যাঙ্ক ঠিকানা	জিএস পয়েন্ট বিল্ডিং, সিএসটি রোড, কালিনা মুম্বই
	কারেন্ট অ্যাকা. নং.	৪১১২০৭২২৮৩
	আইএফএসসি	KKBK0000631
সম্পত্তি পরিদর্শন (বাইরে থেকে) আগ্রহী ক্রেতা দ্বারা	৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, বেলা ১-৩ ঘটিকা **দয়া করে লক্ষ্য করবেন যে আইএআরসি উপরি-উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নেয় নি।**	
ইএমডি সহ অনলাইন দরপত্র জমা করার শেষ তারিখ ও সময়	১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকার মধ্যে।	
ই-নিলামের তারিখ ও সময় দর বৃদ্ধির রাশি	১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, বিকাল ৩ ঘটিকা থেকে ৪ ঘটিকা নিলামের শেষ সময় বর্ধিত হবে ৫ মিনিট প্রতি দরের ক্ষেত্রে প্রতিটি নিলামের ৫ মিনিট। উপরের সারণীতে উল্লেখিত।	

বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী (সংক্ষেপিত)

১. সফল দরদাতাকে জমা করতে হবে ২৫ শতাংশ চূড়ান্ত ক্রয় মূল্যের ইএমডি বাদ দিয়ে পরের কাজের দিনে আরটিজিএস/এনইএফটি মাধ্যমে আইএআরসি উল্লেখিত অ্যাকাউন্টে। বকেয়া ৭৫ শতাংশ চূড়ান্ত ক্রয়মূল্য প্রদান করতে হবে আরটিজিএস/এনইএফটি মাধ্যমে বিক্রয় চূড়ান্ত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উপরি উল্লিখিত একই অ্যাকাউন্টে।

২. উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পত্তি সংরক্ষিত মূল্যের কমে বিক্রয় করা হবে না এবং বিক্রয় সুনিশ্চিত করবে আইএআরসি। যদিও, অনুমোদিত আধিকারিকের ক্ষমতা রয়েছে যে কোন টেন্ডার/ বিড গ্রহণ বা বাতিল করার বা বিক্রয় স্থগিত/ বাতিল করার কোনরূপ কারণ না উল্লেখ করে।

৩. ‘‘অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং’’ ব্যবস্থায় নিলাম পরিচালিত হবে https://sarfaesi.auctiontiger.net ওয়েবসাইট মাধ্যমে যে হল আইএআরসি অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী। বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাবলী আরও পাওয়া যাবে https://sarfesi.auctiontiger.net এবং http://iarc.co.in/assets-for-sale পোর্টালে। বিস্তারিত তথ্য এবং জ্ঞাতার্থে, আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করতে পারেন মে. ই-প্রোকিওরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড (অকশান টাইগার), আহমেদাবাদ, শ্রী রাম শর্মা, যোগাযোগ নং. ০৭৯-৬৮১৩৬৮৮০/৬৮১৩৬৮৩৭, মোবাইল-৯২৬৫৫৬২৮২১/১৮, ইমেল আইডি ঃ ramprasad@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net। [illegible]

৪. [illegible]

৫. [illegible]

স্থান ঃ মুম্বই
তারিখ ঃ ২৪ আগস্ট, ২০২৩
অনুমোদিত আধিকারিক
আইএআরসি

গৃহকোণ

মা আসছেন মর্ত্যে, গৃহসজ্জায় আসুক নতুনত্বের ছোঁয়া

বৃষ্টিবাদলা চলছে ও চলবে। বিশেষ করে এ বছরে। আবহাওয়া অফিস অবশ্য তাই বলছে। তার ওপরে বাচ্চাদের স্কুলে পরীক্ষা। সেই পরীক্ষা মিটে গেলেই ঝলমলে রোদ উঠলেই কেমন যেন দুর্গাপুজোর আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। আর কিছুদিন পরই তো পুজো। বছরে একবার ঘরে ফিরছে বাঙালির ঘরের মেয়ে উমা। তাঁর আগমনে ঘরদোরে নতুনত্বের ছোঁয়া তো থাকবেই। পুজোর সময়ে তাই অনেকেই বদলে ফেলেন গৃহসজ্জা। শোয়ার ঘর থেকে বসার ঘর, এক নিমেষে বদলে যায় চেহারা। শারদোৎসবের আমেজ যাতে ঘরে বসেই পাওয়া যায়, তাই অনেকেই নানা পরিকল্পনা করে সামান্য সামগ্রী দিয়েই ঘর করে তোলেন নজরকাড়া। বিছানার চাদর, ঘরের পর্দা, শো-পিস-সবেতেই যেন দেবী আগমনের মাঙ্গলিক চিহ্ন। সেভাবেই ঘর সাজানোর সহজ কিছু টিপস রইল আপনার জন্য। পুজোর ছুটি মানেই আড্ডা। বন্ধুবান্ধবদের যাতায়াত লেগেই থাকে। ড্রয়িং রুমে হইহুল্লোড়। তাই বসার ঘর সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা আবশ্যক। সোফা, কার্পেট নতুন তো থাকছেই। সঙ্গে যদি একটা দেবদেবীর মূর্তিও রাখা যায়, ঘরটাই যেন বদলে যায়। পুজোর আবহ টের পাওয়া যায় বেশ। শোয়ার ঘর বিশেষ করে মাঝের ঘরের বিছানার জন্য বড় ফুল ছাপ প্রিন্ট কিংবা অ্যাপ্লিকের বেডশিট মানানসই। কোন রঙের চাদর বাছবেন, তা নির্ভর করছে আপনার আসবাবের রঙের সঙ্গে। যদি হালকা রঙের আসবাব থাকে ঘরে, তাহলে সামঞ্জস্য রেখে গাঢ় রঙের বেডকভার বা বেডশিট বেছে নিন। আর যদি ফার্নিচারে বার্নিশের আধিক্য থাকে, তবে হালকা

জ্যামিতিক প্রিন্টের চাদর সুন্দর দেখাবে। উৎসবের দিনগুলোয় বিশ্রাম নেওয়ার সময় তেমন থাকে না। সারাদিন ঘুরে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরার পর রাতটুকু ঘুমিয়ে কাটানো। এটুকু সময়ের জন্য শোয়ার ঘরটুকু যদি সুসজ্জিত না থাকে, তাহলে আরাম করে নিদ্রা কখনওই সম্ভব নয়। পুজোর দিনগুলোয় তাই শোয়ার ঘরের সজ্জাতেও নজর দিতে হবে। নরম আলো, পর্দা ও মানানসই বিছানার চাদরে সাজিয়ে রাখুন ঘর। দিনশেষে এমনিই তা আপনাকে কাছে টানবে। ঘর যদি একটু ছোট হয়, অর্থাৎ পড়ার ঘর কিংবা একজনের থাকার মতো সিঙ্গল রুম, তাহলে তার সজ্জা কিন্তু হবে অন্যরকম। ছোট খাটের বেডকভার কিনতে গেলে মাথায় রাখতে হবে, প্রিন্ট ছোট ছোট হওয়া চাই। নইলে কিন্তু উৎসবের দিনগুলো ঘর সাজাতে গিয়ে উল্টে সব মাটি হতে পারে। তবে বেডকভার বা বেডশিটের রং গাঢ় - যা খুশি হতে পারে। পড়ার টেবিলে নতুন উপকরণ হিসেবে যোগ হতে পারে সরস্বতীর মূর্তি, যা বিদ্যার্থীদের অনুপ্রেরণা জোগাবে। পুজোর দিনগুলোয় ঠাকুরঘরের সজ্জার দিকে বিশেষ নজর থাকে বাড়ির গৃহিণীদের। তাই এই চার, পাঁচদিন আরও সুন্দর করে সাজিয়ে তুলুন ঠাকুরঘর। সিংহাসনে চাঁদমালা, শৌখিন ঘণ্টা কিংবা ছোট ছোট আলো দিয়ে হালকা সাজ হতেই পারে। আসল কথা, বছরের এই একটা সময়েই খুব বিশেষ বাঙালির জীবনে। তাই পুজোর দিনগুলোয় ঘরদোর সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে যদি একটু সময় লেগেই থাকে, তা লাগুক।

বর্ষায় কাঠের আসবাবের যত্ন নিন, রইল দারুণ টিপস

বর্ষার আর্দ্র আবহাওয়ায় শুধু কাঠের আসবাবপত্র কেন

জামাকাপড় থেকে সবজিপাতি, আচারের বয়া সবকিছুরই অবস্থা খারাপ হয়। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত জলীয় বাষ্পকে আমরা দায়ি করি। ভরা বর্ষার মরসুমে তাই অনেকেরই আসবাবের চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়ে। তাই কীভাবে যত্ন নেবেন, সেটা জানা ভীষণ জরুরী। রইল টিপস। ১) প্রথমেই বলব, কোনওদিন ভেজা কাপড়ে আসবাবপত্র মুছবেন না। এতে ছত্রাক পড়তে পারে। কোনও জেদি দাগ তোলার জন্যও নয়। প্রয়োজনে নারকেল তেল ব্যবহার করুন। শুকনো কাপড় দিয়ে মুছুন। ২) বর্ষাকালে কাঠের আসবাবপত্রে ঘুণ ধরার প্রবণতা বাড়ে। তাই নিমপাতা, নিমের তেল, কর্পূর, রাবিং অ্যালকোহল বা স্পিরিট একসঙ্গে মিশিয়ে একটা স্প্রে বোতলে ভরে রাখুন। ঘুণ ধরেছে দেখতে পেলেই স্প্রে করে দিন। ৩) কাঠের আসবাব ভাল রাখতে বছরে একবার বার্নিশ করতে পারেন। কিংবা চায়ের লিকারের প্রলেপও খুব কার্যকরী। কীভাবে করবেন? চিনি ছাড়া কড়া চায়ের লিকার তৈরি করুন। এবার তাতে সামান্য ভিনিগার মেশান। এবার সেটা দিয়ে ফার্নিচারের যে অংশে ছত্রাক ধরেছে, সেখানটা পরিষ্কার করুন। ৪) আর্দ্রতা শোষণের জন্য কর্পূর বা ন্যাপথলিন খুব উপকারী। বর্ষাকালে আসবাবের কোণে কর্পূরের থলে কিংবা ন্যাপথলিন রাখুন। এতে আর্দ্রতা শোষণের পাশাপাশি পোকামাকড়ও দূরে থাকে। ৫) মেঝে সবসময়ে শুকনো রাখুন। ভেজা মেঝে ঘরের পরিবেশকে আরও আর্দ্র করে। এতে কাঠের আসবাবপত্রের ক্ষতি হয়। তাই ঘর মুছলেই ফ্যান চালিয়ে শুকিয়ে নিন।

রুপোর গয়না ও বাসনের দাগ দূর করতে কি করবেন

বিয়ে বা পার্টি এমন নিমন্ত্রণে তো আর সবসময় সোনা বা হীরের গয়না পরে যাওয়া সম্ভব নয়। তখন কাজে দেয় রুপোর গয়নাগুলি। অনেকে আবার বাড়ির কোনও শুভ অনুষ্ঠানে রুপোর ছোট বাসন ব্যবহার করেন। কিন্তু দরকারি এই গয়না বা বাসনগুলি বের করে যদি তাতে কালো কালো দাগ দেখা যায় তাহলে? তাহলে আর কী করবেন! চটজলদি বাড়িতেই পরিষ্কার করে নিতে পারবেন। দোকানের ভরসায় থাকতে হবে না। প্রথমে অবশ্যই বলা যায় সার্ফের জলে চুবিয়ে রাখার কথা। হালকা গরম জলে সার্ফ দেবেন। তাতে দশ মিনিট গয়না বা বাসনগুলি চুবিয়ে রাখবেন। তারপর বের করে হালকাভাবে ব্রাশ (পুরনো বাতিল করে দেওয়া টুথব্রাশ) দিয়ে ঘষে গরম জল দিয়ে ধুয়ে নেবেন। এবার মাইক্রোফাইবার তোয়ালে দিয়ে ভাল করে মুছে নিলেই হবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ধাতুর গয়নাই ঔজ্জ্বল্য হারায়। রুপোর গয়নাও ব্যতিক্রম নয়। সেই দীপ্তি ফেরানোর একটি সহজ উপায় রয়েছে। আর তা আপনার রান্নাঘরেই রয়েছে। ভিনিগার। দু'টেবিল চামচ বেকিং সোডা ও আধা কাপ সাদা ভিনিগার একটি পাত্রে ভালভাবে মিশিয়ে নিন। তাতে ২-৩ ঘণ্টা ভিজিয়ে রুপোর গয়না বা বাসন ভিজিয়ে রাখুন। এরপর মিশ্রণ থেকে তা তুলে ব্রাশ দিয়ে ঘষে নিলেই উঠে যাবে দাগছোপ। ফিরবে ঔজ্জ্বল্য। গেরস্থালির আরও একটি জিনিস রুপোর গয়না বা বাসন পরিস্কার করতে কাজে লাগে। আর তা হচ্ছে টুথপেস্ট। হ্যাঁ, প্রথমে তা ভাল করে গয়না বা বাসনে ঘষে দিতে হবে। চাইলে আঙুল দিয়েও ঘষতে পারে। তবে বাতিল করা টুথব্রাশও ব্যবহার করতে পারে। তারপর ভাল করে জল দিয়ে পরিষ্কার করে নিয়েই দেখবেন দাগছোপ চলে গিয়েছে।

ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গকে সতর্ক করেছে কেন্দ্র ঃ মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট ঃ ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার মতো রোগ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গকে সতর্ক করেছে কেন্দ্র। জানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া। তিনি বলেছেন, ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার মতো পতঙ্গবাহিত রোগ সম্পর্কে অন্য রাজ্যের মত এই রাজ্যকে আগেই সতর্ক করেছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া দু'দিনের সফরে গত সন্ধ্যায় রাজ্যে এসেছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শুক্রবার কলকাতায় নিজ মন্ত্রকের আধিকারিকদের সঙ্গে আয়ুষ্মান ভারত ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার মিশন নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেন। পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় হেলথ মিশন বাস্তবায়ন নিয়ে বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া বলেছেন, আজ আমার পশ্চিমবঙ্গ সফরের সময় আমি জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো মিশন, যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচি, আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্রগুলি ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করেছি।

২৭ আগস্ট থেকে পানিপথ- নয়াদিল্লি বিশেষ ট্রেনের সময় পরিবর্তন

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট ঃ পানিপথ- নয়াদিল্লি এক্সপ্রেস স্পেশালের সময় ২৭ আগস্ট থেকে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য উত্তর রেলওয়ের তরফ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উত্তর রেল শুক্রবার জানিয়েছে, ট্রেন নম্বর ১৪০১২ ১৪০১১ দিল্লি- হোশিয়ারপুর- দিল্লি এক্সপ্রেসের আগ্রা ক্যান্ট পর্যন্ত যাত্রা বাড়ার ফলে, ২৭ আগস্ট থেকে ট্রেন নম্বর ০৪৪৫০ / ৬৪৪৬৪ পানিপথ- নয়াদিল্লি এক্সপ্রেস স্পেশালের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে। ২৭ আগস্ট থেকে এই ট্রেনটি পানিপথ থেকে ভোর ৪টে ৫৫ মিনিটে ছাড়বে, সকাল ৭টা ২৫ মিনিটে নয়াদিল্লি পৌঁছোবে। উত্তর রেল সূত্রে জানিয়েছে, দিওয়ানা, সামালখা, ভোদওয়াল মাজরি, গনৌর, রাজলু গাড়ি, স্যান্ডাল কালান, সোনিপাট, হারসানা কালান, রথধানা, নরেলা, হলম্বি কালান, খেদা কালান, বদলি, আদর্শ নগর, আজাদপুর, সবজি মান্ডি- এই স্টেশনগুলিতে ট্রেনটি থামবে।

বিলোনিয়া মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন

বিলোনিয়া, ২৫ আগস্ট ঃ কাজ ও খাদ্যের সংকট, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, ভাতা নিয়মিত চালু ও রাস্তাঘাট সংস্কারের দাবি নিয়ে বামপন্থীদের মিছিল। শুক্রবার দুপুর ১২টা নাগাদ সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয়ে থেকে লাল ঝান্ডর একটি সুসজ্জিত মিছিল সংগঠিত করে। মিছিলটি সিপিআইএম মহকুমা কার্যালয় থেকে শুরু করে থানা চৌমুহনি হয়ে জগন্নাথ বাড়ি হয়ে হাসপাতাল চৌমুহনী থেকে এক নং টিলায় এসে শেষ হয় এবং সেখানে হয় সভা। সভার শুরুতে শ্রমিক নেতা বিজয় তিলককে সভাপতি করে শুরু হয় সভা। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বর্তমান বিজেপি সরকারের বিভিন্ন কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করেন সিপিএম নেতৃত্ব। পাশাপাশি জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিরসনের দাবি নিয়ে লড়াই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান রাখেন। মিছিলের শুরুতে এই দাবিগুলি নিয়ে মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে সিপিএম।

শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক পর্যন্ত গ্রীন লাইন মেট্রোর পরিষেবা স্থগিতের সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ ইতিমধ্যেই চালু করা সল্টলেক সেক্টর পাঁচ-শিয়ালদহ স্ট্রেচ এবং ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর (গ্রীন লাইন) নির্মাণাধীন এসপ্ল্যানেড - হাওড়া ময়দানের মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড সেফটি টেস্ট করার জন্য, শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক পর্যন্ত গ্রীন লাইন মেট্রো পরিষেবা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২৬.০৮.২০২৩ (শনিবার) সেক্টর পাঁচ। আগামীকাল শনিবার এই করিডোরে কোনো পরিষেবা পাওয়া যাবে না। শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত এই করিডোরের বর্তমান কার্যক্ষম প্রসারণের সাথে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত আসন্ন প্রসারণে সিস্টেমের সফ্টওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার উভয়ের ইন্টারফেস এবং সংহত করার জন্য এই সম্পূর্ণ সমন্বিত নিরাপত্তা পরীক্ষা অপরিহার্য। শ্রী কৌশিক মিত্র, মেট্রো রেলওয়ের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক, সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের এই পরীক্ষাটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করেছেন।

মুষলধারে বৃষ্টির ফলে হাবড়া ও মসলন্দপুরের মধ্যে ল্যান্ড স্লাইড

কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ মুষলধারে বৃষ্টির পর, আজ (২৫.৮.২০২৩) সকাল ০৭,০০ টায় বারাসাত - বনগাঁ সেকশনের হাবরা এবং মসলন্দপুর স্টেশনের মধ্যে আপ লাইনের পাশে ল্যান্ড স্লাইড দেখা গেছে। ল্যান্ড স্লাইড পর্যবেক্ষণ করে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে আপ লাইনে ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছিল। রেলওরের কর্মীরা অবিলম্বে রেলওয়ে ট্র্যাকের পুনরুদ্ধার করতে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং ব্যাঙ্ক পুনরুদ্ধারের কাজ শেষ হওয়ার পরে হাবরা এবং মসলন্দপুরের মধ্যে আপ লাইনের মধ্য দিয়ে ট্রেন চলাচল প্রায় ৯,৩০ টায় একটি সীমাবদ্ধ গতিতে আবার শুরু হয়। ডাউন লাইনের চলাচল অবশ্য প্রভাবিত হয়নি। ৯.৩০ ঘন্টা পরে, আপ ও ডাউন লাইনের ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছিল। পূর্ব রেলওয়ে সর্বনিম্ন সময়ের মধ্যে পুনরুদ্ধারের কাজ শেষ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। এর জুন্য ৪ টি ইএমইউ লোকাল বাতিল করতে হয়েছিল এবং ২টি ইএমইউ লোকালকে সংক্ষিপ্তভাবে বন্ধ করা হয়েছিল। যাত্রীদের এই অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দু ঃখিত।

ইডি-র সমনকে চ্যালেঞ্জ সোরেনের, সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীকে

রাঁচি, ২৫ আগস্ট ঃ জমি দুর্নীতি মামলায় ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সমন পাঠিয়েছে প্রবর্তন নির্দেশালয় (ইডি)। ইডি-র এই সমনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন হেমন্ত সোরেন। হেমন্ত সোরেনের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার বিষয়টি শুক্রবার সকালেই জানা গিয়েছে। এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে কবে শুনানি হবে, তা জানা যায়নি। উল্লেখ্য, সেনাবাহিনীর জমি দুর্নীতি মামলায় ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে তলব করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এর আগে, মুখ্যমন্ত্রী সোরেন একটি অন্য তারিখ দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থাকে অনুরোধ করেছিলেন। সোরেনকে এর আগে ১৪ আগস্ট ইডি তলব করেছিল। এ পর্যন্ত দু'টি ভিন্ন মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা মুখ্যমন্ত্রী সোরেনকে দু'বার তলব করেছে।

ভারতে বৃদ্ধি পেল কোভিড-সংক্রমণ ২৪ ঘন্টায় সুস্থ ৪৮ জন, প্রাণ হারালেন ১ জন

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা বাড়ল, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন

৭৩ জন। বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৪৮ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা- রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে ১,৫০৭ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩১,৯২৭। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৩,৪২৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৪ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ৩১,৮৪৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। টিকা প্রাপকের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৬৬,৩৮৩-তে পৌঁছেছে।

৪০ বছর পরে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গ্রিসে মোদী, উচ্ছ্বসিত ভারতীয়

এথেন্স, ২৫ আগস্ট ঃ ৪০ বছর পরে গ্রিসের মাটিতে পা পড়ল কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর। শুক্রবার এথেন্সে পৌঁছালেন মোদী। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে আয়োজিত ব্রিকস সামিট থেকে ফেরার পথেই এখানে এসেছেন তিনি। তাঁর এই সফরকে দুই দেশের সম্পর্কের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এদিন মোদী বিমানবন্দর থেকে হোটেলে পৌঁছলে তাঁকে স্বাগত জানাতে গ্রিসের ভারতীয় সম্প্রদায়ের একাংশ উপস্থিত হন সেখানে। পরে এথেন্সের হোটেল গ্রেনেড ব্রেটাগনে-তে পৌঁছনোর ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় মোদীকে। ভিড়ের মধ্যে ছিল শিশুরাও। তাদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে। একবার তাঁর সঙ্গে করমর্দন করতে বহু মানুষ একসঙ্গে হাত বাড়িয়ে দেন। এথেন্সে বসবাসকারী এক ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় জানান, ভারতীয় সম্প্রদায় এখানে মোদীকে স্বাগত জানাতে এসেছেন। মোদীর সঙ্গে গ্রিসের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক হলে বাণিজ্য ও শরণার্থীর মতো ইস্যু নিয়ে কথা হলে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় রওনা হওয়ার আগেই গ্রিস সফর সম্পর্কে মুখ খুলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছিলেন, গ্রিসে এটা আমার প্রথম সফর হবে। দীর্ঘ ৪০ বছর পর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমি সেখানে পা রাখব। আমি খুব সম্মানিত ও গর্ববোধ করছি।

'চিনের সঙ্গে সমস্যা নিয়ে মিথ্যে বলছে সরকার', মোদীকে তোপ রাহুলের

লাদাখ, ২৫ আগস্ট ঃ চিনের ইস্যু নিয়ে মিথ্যা বলছে মোদী সরকার। কার্গিলের একটি জনসভায় এমনই দাবি করলেন রাহুল গান্ধী। এর আগে রবিবার রাহুল গান্ধী চিনের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ নিয়ে মোদী সরকারকে নিশানা করে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বলেছেন - লাদাখে এক ইঞ্চি জমিও হারিয়ে যায়নি, এটা সত্য নয়।' অথচ মানুষ বলছে, চিনা সেনা আমাদের ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছে। আগে যে জমি চারণভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হত এখন সেখানে যাওয়া যায় না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক ইঞ্চি জমিও নষ্ট হয়নি, এটা ঠিক নয়। রাহুল বলেন, লাদাখে যে কাউকে জিজ্ঞেস করুন, তারা আপনাকে একই কথা বলবে। ভারতে বিজেপি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। অন্যদিকেই তাঁর দাবি কংগ্রেস দেশের সর্বত্র শান্তি ও সম্প্রীতি ছড়িয়ে দিচ্ছে। রাহুল বলেন, কয়েক মাস আগে আমরা কন্যাকুমারী থেকে হেঁটে কাশ্মীরে গিয়েছিলাম, তার নাম ছিল 'ভারত জোড়ো যাত্রা'। উদ্দেশ্য ছিল, দেশে বিজেপি-আর এসএসের ছড়ানো ঘৃণা ও হিংসার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। যাত্রা থেকে যে বার্তা বেরিয়েছিল, তা হল - 'নফরত কে বাজার মে হম মোহব্বত কি দুকাঁ খোলনে নিকলে হ্যায়'। গত কয়েকদিনে আমি নিজেই এটা দেখতে পেয়েছি। যাত্রার সময় শীতকালে তুষারপাতের কারণে লাদাখ যেতে পারিনি। লাদাখেও এই যাত্রা করার কথা ভেবেছিলাম এবং কিছুটা মোটরবাইকে করে কিছুটা গিয়েছিলাম। লাদাখে সৌরশক্তির অভাব নেই এবং বিজেপির লোকেরা তা জানে। এটা জমির বিষয় এবং তারা আপনাদের জমি কেড়ে নিতে চায়। আমি বেশ কয়েকজন শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলেছি এবং তারা সবাই আমাকে বলেছে যে তারা তাদের বাড়ি থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে রয়েছে, তবে তারা লাদাখকে নিজেদের দ্বিতীয় বাড়ি মনে করে। তাঁরা বলেছেন, লাদাখের মানুষ সবসময় তাঁদের সাহায্য করেন, কারণ সেই প্রকৃতি আপনাদের ডিএনএ-তে রয়েছে। অন্য নেতারা 'মন কি বাত' করতে ব্যস্ত। আপনার 'মন কি বাত' শোনার কথা ভাবলাম। একটি বিষয় স্পষ্ট - গান্ধীজি এবং কংগ্রেসের আদর্শ লাদাখের রক্তে এবং ডিএনএ-তে রয়েছে।

'মেরি মাটি মেরা দেশ' প্রচারের জন্য কাটিহারের ৭৫ টি স্টেশন থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে অমৃত কলস

কাটিহার, ২৫ আগস্ট ঃ 'মেরি মাটি মেরা দেশ' প্রচারের জন্য কাটিহার রেলওয়ে ডিভিশনের ৭৫ টি স্টেশন থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে অমৃত কলসি। অমৃত বাটিকা নির্মাণের জন্য বীর শহীদদের বাড়ির মাটি নিয়ে অসম এক্সপ্রেসে করে ট্রেনে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয় অমৃত কলস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আবেদনে সারা ভারতে 'মেরি মাটি মেরা দেশ' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে সারা দেশে। এই প্রচারাভিযানের জন্য যুবকদের একটি দল শুক্রবার কাটিহার রেলওয়ে ডিভিশনের ৭৫ টি রেলস্টেশন থেকে বীর শহীদদের বাড়ির মাটি নিয়ে ট্রেনে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। অমৃত বাটিকা নির্মাণের জন্য এদিন অসম এক্সপ্রেস ট্রেনে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয় তাঁরা। এই উপলক্ষ্যে আজ কাটিহার রেলওয়ে বিভাগের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমারের নেতৃত্বে কাটিহার জংশনে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে কয়েকশো মহিলা ও পুরুষ রেলকর্মী অংশ নেন বলে সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে ডিআরএম মিঃ কুমার বলেন, দেশপ্রেমের আবেগে ভেসে রেলওয়ে বিভাগের ৭৫ টি স্টেশন থেকে বীর শহীদদের বাড়ির মাটি অমৃত কলসিতে ভরে অসম এক্সপ্রেসে করে দিল্লি পাঠানো হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে মহিলাদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। সবাই এক কণ্ঠে 'ভারত মাতা কি জয়' স্লোগান দিতে দিতে হাতে কলসি নিয়ে ট্রেনের বগির দিকে এগিয়ে যায়। ট্রেনের একটি বগি ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল। সেই বগিতে অমৃত কলসিগুলি রাখা হয়েছিল।

উত্তরাখণ্ডে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের হলুদ সতর্কতা জারি

দেরাদুন, ২৫ আগস্ট ঃ আবহাওয়া দফতর উত্তরাখণ্ডে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের হলুদ সতর্কতা জারি করেছে। ভারি বর্ষণে সেখানকার ১৭০ টি রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। উত্তরাখণ্ডের অবিরাম বৃষ্টির দরুণ সেখানকার জনজীবন একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আবহাওয়া দফতর রাজ্যে বজ্রবিদ্যুৎসহ ভারী বৃষ্টিপাতের হলুদ সতর্কতা জারি করেছে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৭ আগস্ট পর্যন্ত এই বৃষ্টিপাত চলবে। রাজ্যে ৪ টি জাতীয় মহাসড়ক ও ১৭০ টি রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। আবহাওয়া দফতরের জারি করা পূর্বাভাস অনুযায়ী জানা গিয়েছে, শুক্রবার ২৫ আগস্ট রাজ্যের সমস্ত জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের দেরাদুন, পিথোরাগড়, বাগেশ্বর, নৈনিতাল এবং চম্পাবত জেলায় ২৬ আগস্ট হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহ থেকে রাজ্যে বৃষ্টিপাত কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। যেসমস্ত রুট বৃষ্টিপাতের জন্য বন্ধ রয়েছে তাদের খুলে দিতে সংশ্লিষ্ট দফতরের পক্ষ থেকে কাজ চালানো হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

বিহারের সরণ জেলায় খালে গাড়ি পড়ে মৃত ৫

পাটনা, ২৫ আগস্ট ঃ বিহারের সরণ জেলায় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে একটি গাড়ি খালে পড়ে গিয়ে ৫ জনের মৃত্যু হয়। জানা গিয়েছে, বিহারের সরণ জেলার মাশরাক ব্লকের বসন্তপুর বাঘিতে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে একটি স্কর্পিও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই ৫ জনের মৃত্যু হয়। নিহতরা ৫ জন বৃহস্পতিবার গভীর রাতে একটি শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান থেকে স্কর্পিও গাড়িতে করে ফিরছিলেন। হঠাৎই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের একটি খালে পড়ে যায়। পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ স্থানীয়দের সাহায্যে নিহতদের দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়িটি খালের ২০ ফুট জলের তলায় ডুবে যায়। নিহতদের মধ্যে চারজন গোপালগঞ্জ জেলার এবং একজন সরণ জেলার বাসিন্দা ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। সবাই গোপালগঞ্জের বৈকুণ্ঠপুর থেকে সিওয়ান জেলার বসন্তপুরের বাঘিতে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন। নিহতরা হলেন দীনেশ সিং (৬০), লালবাবু সাহ (৪২), সুধীর কুমার (১৫), সুরজ কুমার, এবং রামচন্দ্র সাহ (৬০)।

Name Change

I, EMDADUL MANDAL is wrongly recorded in my Son's School Certificate, S/o- KHALIL MANDLA. Residing at Vill - Nowdapara, Post- Kaliganj, Ps- Domkal, Dist- Murshidabad, Pin- 742305, West Bengal. Shall henceforth be known as INDADUL MANDAL. That my name INDADUL MANDAL and EMDADUL MANDAL is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MD SABIR ALI S/o- EHSAN ALI, Residing at Vill - Bara Sujapur Post- Sujapur, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732206, West Bengal. That my name SABIR ALI is wrongly recorded in my Daughter Passport No- M5803218. Shall henceforth be known as MD SABIR ALI. That my name MD SABIR ALI and SABIR ALI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

That I have decided on 04/02/2019 I renounced Hindu religion and converted to Muslim religion voluntarily and also my name has been changed from Swagata Lakshi Bishnu to Safiya Khatun before the Notary Public at Barasat, District North 24 Parganas (900/19).

Name Change

I, SUJATA SAHA (old name) W/O Pijush Kumar Saha Presently residing at Flat-3A, 74, Hindustan Park, P.O.- Sarat Bose Road, PS-Gariahat, Kolkata-700029 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SUJATA SAHA CHOUDHURY, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 24/08/2023. SUJATA SAHA and SUJATA SAHA CHOUDHURY both are same and one identical person.

Name Change

I, PIJUSH SAHA (old name) S/O PRANAB KUMAR SAHA Presently residing at Flat-3A, 74, Hindustan Park, PO-Sarat Bose Road, PS-Gariahat, Kolkata-700029 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)PIJUSH KUMAR SAHA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 24/08/2023. PIJUSH SAHA and PIJUSH KUMAR SAHA both are same and one identical person.

Name Change

I, MAYA CHATTERJEE (old name) W/O MADAN CHATTERJEE Presently residing at Hawapota, Sankrail Jala, PS-Sankrail, Dist- Howrah, Pin-711313 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) LILA CHATTERJEE, vide an affidavit sworn before The Ld 1 st Class Judicial Magistrate at Howrah on 28/12/2017. MAYA CHATTERJEE and LILA CHATTERJEE both are same and one identical person.

Name Change

I, ASHWANI KORI (old name) S/O ARUN KUMAR KORI Presently residing at 29/4, Cossipore Road, Kolkata-700 002 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ASHWANI KUMAR KORI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 24/08/2023. ASHWANI KORI and ASHWANI KUMAR KORI both are same and one identical person.

Name Change

I, ATANU KUMAR PARYA (old name) S/O AMALENDU PARYA Presently residing at Vill- Abasberia, PO- Deulbar, PS- Contai, Purba Medinipur-721427 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ATANU PARYA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 25/08/2023. ATANU KUMAR PARYA and ATANU PARYA both are same and one identical person.

Name Change

I, MAJID SHAIKH is wrongly recorded in my Son's Passport No- T3575129, S/o- RAHAMAN MONDAL. Residing at Vill - Baraandulia, Post- Baraandulia, Ps- Chapra, Dist- Nadia, Pin- 741124, West Bengal. Shall henceforth be known as MUJIBAR MONDAL. That my name MUJIBAR MONDAL and MAJID SHAIKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MST FARIDA KHATUN W/o- MOHAMMAD EKTABUDDIN, Residing at Vill - Selimpur Bholitola Post- Jalalpur, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732206, West Bengal. That my name FARIDA KHATUN is wrongly recorded in my Passport No- K1425726. Shall henceforth be known as MST FARIDA KHATUN. That my name MST FARIDA KHATUN and FARIDA KHATUN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, SUJATA GHOSAL SARKAR (old name) D/O SHAILEN SARKAR Presently residing at 281, Netaji Subhas Road, Khurut, PO- Haora, PS- Shibpur, Howrah, Pin-711 101, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SUJATA SARKAR, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 24/08/2023. SUJATA GHOSAL SARKAR and SUJATA SARKAR both are same and one identical person.

Name Change

I SHRRITI AGRAHARI D/O SURAENDRA (Voter card), W/O NAVEEN GUPTA, DOB 22/02/1992 WHICH IS YEAR WRONGLY PRINTED IN VOTER CARD i.e. 1988,R/O 46 SRIDHAR ROY ROAD, SWASTIC GARDEN APARTMENT, FLAT-343, PO & PS-TILJALA, KOLKATA -700039,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHRUTI GUPTA (AADHAR CARD)D/O SURENDRA KUMAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD METROPOLITAN MAGISTRATE AT KOLKATA ON 23/08/2023.THAT SHRRITI AGRAHARI AND SHRUTI GUPTA SAME AND INDENTICAL PERSON.ALSO MY FATHER SURAENDRA AND SURENDRA KUMAR SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, GOUTAM BANERJEE (old name) S/O LATE BINOY BHUSAN BANERJEE Presently residing at 82A, Pally Sree, PO- Regent Estate, PS- Netaji Nagar, Kolkata-700092 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) GAUTAM BANERJEE, vide an affidavit sworn before The Ld 1 st Class Judicial Magistrate at Alipore on 11/08/2023. GOUTAM BANERJEE and GAUTAM BANERJEE both are same and one identical person.

Name Change

I, MD ALAUDDIN KHAN (old name) S/O WALI MOHAMMAD Presently residing at Z5-210/H/1, Jelia Para Road, Badartala, PS-Nadial, Kolkata-700044 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ALAUDDIN, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 25/08/2023. MD ALAUDDIN KHAN and ALAUDDIN both are same and one identical person.

Name Change

I, Santu Kumar Bandyopadhyay alias Santu Bandyopadhyay son of Late Naba Kumar Bandyopadhyay residing at Village - Uttar Kanyanagar, PO - Kanyanagar, PS - Bishnupur, South 24 Parganas - 743398, West Bengal, India hereby declare that Santu Kumar Bandyopadhyay and Santu Bandyopadhyay are the names of one and same identical person i.e, myself vide an affidavit dated August 10, 2023 sworn before the Notary Public at City Civil Court Kolkata.

বর্ধমানে সোনার দোকানে ডাকাতির চেষ্টা, গুলিবিদ্ধ মালিক ভর্তি হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৫ আগস্ট ঃ শক্তিগড়ের জোতরামে দুস্কৃতী হামলায় গুলিবিদ্ধ হলেন সোনার দোকানের মালিক। সোনার দোকানের মালিককে উদ্ধার করে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, জখম ব্যক্তির বুকে গুলি লেগেছে। সূত্রে খবর, জখম হওয়া সোনার দোকানের মালিকের নাম সন্দীপ দাস। শুক্রবার বেলা ১১ টা নাগাদ এক দুস্কৃতী রিভলভার দেখিয়ে সোনার দোকান লুট করার চেষ্টা করেন। সন্দীপ তাঁকে বাধা দিলে গুলি চালায় সে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি বাইকে করে দু'জন যুবক এসেছিলেন সোনার দোকানে। তাঁদের পরনে ছিল কালো প্যান্ট ও সাদা জামা। চোখে কালো চশমা ছিল। এক জন বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। অন্য জন, ক্রেতা সেজে দোকানে ঢুকে বন্দুক দেখিয়ে সোনা, গয়না লুট করার চেষ্টা করেন। দোকান মালিক বাধা দিতে যান। জাপটে ধরেন তাঁকে। সেই সময়েই ওই ব্যক্তি গুলি চালিয়ে দেন। স্থানীয় বাসিন্দারা গুলির শব্দ পেয়ে দোকানের সামনে গেলে তাঁদের দিকে রিভলভার দেখিয়ে দু'জন এলাকা থেকে চম্পট দেন। শক্তিগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ঘটনাস্থলে যান জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সিংহ রায়।

মিড ডে মিলের খাবারে জোঁক, বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৫ আগস্ট ঃ মিড ডে মিলের খাবারে জোঁক মেলায় বিক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবকেরা। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট থানার দাদপুর উত্তর রামপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। ঘটনার জেরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে পড়ুয়া, গর্ভবতী ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যে। শুক্রবার ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পড়ুয়া ও এলাকার গর্ভবতীদের রান্না করা খিচুড়ি পরিবেশন করা হয়েছিল। সেই খাবার বাড়ি নিয়ে যান এক গর্ভবতী মহিলা। খাবার খাওয়ার সময় তিনি দেখতে পান খিচুড়ির মধ্যে মরা জোঁক রয়েছে। গর্ভবতীর বাবা খায়রুল হাসানের অভিযোগ, ওই খাবার খেয়ে তার মেয়ে বমি করতে শুরু করে। তিনি জানান এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে প্রায়ই নিম্নমানের খাবার দেওয়া হয়। তিনি প্রকৃত দোষীর শাস্তির দাবি করেন।

ফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাক অপারেটরস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আজকে পরিবহন দপ্তরের ময়দানে টেন্টে সকলের সাথে আলোচনা করলেন মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ও আগামী দিনে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান নিয়ে আশ্বাস দিয়েছেন সদস্যদেরকে। ছবি - সুবল সাহা।

বন্ধের ডাক গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ আগস্ট ঃ শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় ছাত্রী খুনের প্রতিবাদে দার্জিলিং বন্ধের ডাক দিল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। শনিবার ১২ ঘণ্টার বন্‌ধের ডাক দিল তারা। ওই ছাত্রীর স্মরণে চৌরাস্তায় এক স্মরণসভাও হয়। দার্জিলিংয়ে এ কথা জানান মোর্চা নেতা দীপেন গুরুং। মাটিগাড়ায় এক স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা ও খুনের অভিযোগ ওঠে। গত সোমবার মাটিগাড়া থানা এলাকায় একটি পরিত্যক্ত ঘর থেকে এক নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়। পরনে ছিল স্কুলের পোশাক। মাথা থেঁতলানো। গত সোমবার বিকেল ৪ টে নাগাদ মাটিগাড়া থানা এলাকায় পরিত্যক্ত জঙ্গলে ঘেরা একটি ঘর থেকে উদ্ধার হয় ওই ছাত্রীর দেহ।

চাঞ্চল্যকর হত্যা রহস্যের সমাধান করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সুরক্ষা বাহিনী

মালিগাঁও, ২৫ আগস্ট ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) দ্রুত তদন্ত ও অভিযানের মাধ্যমে অসমের কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশনে ৪৫ বছর বয়সী মহিলার জঘন্য হত্যা রহস্যের সমাধান করে পুনরায় নিজেদের বিচক্ষণতার প্রমাণ দিল। ২০২৩-এর ১৬ আগস্ট ১৪.৩৭ ঘণ্টায় কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশনে ১৫৬১৯ নং (গয়া-কামাখ্যা এক্সপ্রেস) ট্রেনটি পৌঁছানোর পর একটি কামরার শৌচালয়ের সামনে নলবাড়ির বাসিন্দা প্রায় ৪৫ বছর বয়সী পম্পি শর্মা হালৈ নামে এক মহিলাকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। সাথে সাথেই কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশনের ০২ নং প্ল্যাটফর্মে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

এরপর নিকটবর্তী রেলওয়ে চিকিৎসালয়ে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আরপিএফ ও জিআরপি-র একটি দল তাৎক্ষণিকভাবে অনুসন্ধানের পদক্ষেপ নেয় এবং অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার জন্য অনুসন্ধান শুরু করে। অনুসন্ধানের সময় দেখা যায় যে মৃত মহিলার সোনার অলঙ্কার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি অনুপস্থিত ছিল। অপরাধী এই সব জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েছে বলে অনুমান করা হয়। এই অনুমানের উপর নির্ভর করে মৃত মহিলার হারিয়ে যাওয়া মোবাইলের আইএমইআই নম্বরের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয় এবং হারিয়ে যাওয়া মোবাইলটি অভিযুক্ত ব্যক্তি যখন কয়েক মিনিটের জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা চালায় তখন সেই ব্যক্তি ফাঁদে পা দেয়। লাইভ ট্র্যাকিঙের মাধ্যমে মোবাইলটি ট্রেস করে ব্যক্তিটিকে শনাক্ত করা হয়। নতুন সিমের মালিকের (সন্দেহজনক) ছবি এসডিআর ও সোসিয়াল মিডিয়ার মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা হয় এবং পরে সন্দেহজনক ব্যক্তিটির বিবরণ নিশ্চিত করতে স্থানীয় সূত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ২৪ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে অভিযুক্তের লাইভ লোকেশন পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং যৌথ দলটির দ্বারা অভিযান চালিয়ে কামাখ্যা স্টেশনের সামনে জঘন্য অপরাধীকে সফলভাবে গ্রেপ্তার করা হয়।

শ্রীমতি শশী কিরণ আর্য সম্মানিত

গোরক্ষপুর, ২৫ আগস্ট ঃ আঞ্চলিক সরকারি ভাষা বাস্তবায়ন কমিটির একটি সভা ২৫ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে গোরক্ষপুরের জেনারেল ম্যানেজারের কনফারেন্স হলে উত্তর পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক শ্রী চন্দ্র বীর রমনের সভাপতিত্বে আয়োজিত হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে, মহাব্যবস্থাপক সরকারী ভাষা অফিসার, ইজ্জতনগর শ্রী প্রভাকর মিশ্র এবং সিনিয়র অনুবাদক যান্ত্রিক কর্মশালা, গোরক্ষপুর, শ্রীমতি শশী কিরণ আর্যকে

সম্মানিত করেন, যিনি আগস্ট মাসে সরকারি ভাষা বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সভাপতির ভাষণে মহাব্যবস্থাপক শ্রী চন্দ্র বীর রমন বলেন যে উত্তর-পূর্ব রেলে হিন্দি প্রচারের জন্য সরকারি ভাষা বিভাগের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এই রেলওয়ের বেশিরভাগ অফিসিয়াল কাজ শতভাগ হিন্দিতে করা হচ্ছে। অফিসিয়াল ভাষা হিন্দি সম্পর্কিত অগ্রগতির ভিত্তিতে এই রেলওয়ের দ্বারা অর্জিত সম্মানজনক অবস্থান বজায় রাখার জন্য সমস্ত কর্মকর্তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা উচিত। মহাব্যবস্থাপক বলেছেন যে উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে কর্মরত সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তাদের দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি হিন্দির ব্যবহার ও প্রচারের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেছিলেন যে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হিন্দি দিবস উপলক্ষ্যে আঞ্চলিক রেল স্তরে সরকারী ভাষার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। সমস্ত রেলওয়ে কর্মচারীদের এই ইভেন্ট গুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা উচিত যাতে সরকারী ভাষার প্রোগ্রাম সফল হয়।

১০০ বছরের অধিক সময় ধরে মাদুর তৈরি করে চলেছেন শিল্পীরা

জয়দীপ মৈত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৫ আগস্ট ঃ শুধুমাত্র বংশপরম্পরায় ১০০ বছরের অধিক সময় ধরে আজও মাদুর কাঠি চাষ ও মাদুর তৈরি করে চলেছেন ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের কুশকারী এলাকার পীরপুকুর গ্রামের প্রায় শতাধিক পরিবার। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী পঞ্চায়েত সহ ব্লক এলাকার বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে হরিরামপুর, কুশকারী, ধুমশাদীঘি সহ বিভিন্ন গ্রামে বংশপরম্পরাকে প্রাধান্য দিয়ে আজও মাদুর শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য কার্যত রোজগারের লক্ষ্যে কুশকারী পীরপুকুর গ্রামের প্রায় শতাধিক দেবনাথ পরিবারের সদস্যরা মাদুর তৈরি করে চলেছেন। জানা গেছে, এই এলাকার প্রত্যেকটি বাড়ির সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরেই তাদের নিজস্ব জমি বা অন্যের জমি চুক্তি করে নিয়ে মাদুরকাঠির চাষ করে মাদুর তৈরি করে তা বাজারে বিক্রি করছেন। আর এতেই তাদের লক্ষ্মীর ভার পূর্ণ হচ্ছে তথাকথিতভাবে মাদুর তৈরি করে সেই আয়ের টাকায় সংসার চলে এই এলাকার শতাধিক পরিবারের। উল্লেখ্য, প্রতিবছর ফাল্গুন- চৈত্র মাসে জমিতে মাদুরকাঠির চাষ করা হয় এবং আশ্বিন - কার্তিক মাসে সে মাদুর কাঠি জমি থেকে কেটে বাড়িতে তোলা হয়। এবং একবার বছরে জমিতে বীজবপন করলে তা তিন বছর ধরে চাষ করার প্রয়োজন পড়ে না সেই বীজেই নতুন মাদুরকাঠি থেকেই তারা মাদুর কেটে মাদুর তৈরি করে বাজারজাত করে বাজারে বিক্রি করবার জন্য প্রস্তুত করে। প্রতিদিন সারাদিনে খেটে খুঁটে প্রায় আট থেকে দশটি মাদুর তৈরি করে। পাইকারি দরে ২০০ থেকে আড়াইশো টাকা হিসেবে বিক্রি করা হয় বিভিন্ন হাটে বাজারে। তথাকথিতভাবে মাদুর শিল্পকে বাঁচাবার জন্য দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশকারী এলাকার পীরপুকুর গ্রামের প্রায় শতাধিক পরিবার মাদুর শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন বংশ পরম্পরায় চলে আসা কার্যের মধ্য দিয়ে তা বলায় বাহুল্য। তারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করলেও কোনরকম সরকারি কোনো সুযোগ সুবিধা পাননি বলে অভিযোগও করেন ওই এলাকার একাংশ মাদুর শিল্পীরা। এই বিষয়ে মাদুর শিল্পী সুশীল দেবনাথ (৬০) জানান, বাপ - ঠাকুরদার আমল থেকে চলে আসা ব্যবসাকে টিকিয়ে রেখেছি বংশপরম্পরার মধ্যে দিয়ে তবে বাজারে জিনিসের দ্রব্যমূল্য হওয়ার ফলে আমাদের মাদুর তৈরি করা চাষ করা বড় দুষ্কর হয়ে উঠেছে কোনরকম কোনরূপ সরকারি সহযোগিতা না পাওয়ায় খুবই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি আমরা তথা এই মাদুর শিল্পীরা। পাশাপাশি এই মাদুর তৈরি করবার জন্য নানান রকম রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয় কিন্তু তা প্রাকৃতিক নিয়মে এরপর সেগুলো কেটে নিয়ে এসে বাড়িতে মাদুর তৈরি করা হয় বিভিন্ন হাটে বাজারে বিক্রি করা হয় পাইকারি দরে তাছাড়াও বাজারের একটা লাভের অংশ আসলেও সেখান থেকে জিনিসের দ্রব্যমূল্য হওয়ার জন্য খরচায় হয় বেশি সরকারি সহযোগিতা পেলে খুব উপকার হত। এছাড়াও মাসে প্রায় ১০ থেকে ১৫ হাজার বা কুড়ি হাজার টাকা লাভ হলেও এই দ্রব্যমূল্যের বাজারে খুব কষ্টে দিন গুজরান করতে হয়। সরকার যদি ওই একবার আমাদের মত এই মাদুর শিল্পীদের দিকে নজর দিতেন তাহলে খুব উপকৃত হতাম। সর্বশেষে বলাবাহুল্য দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুসকারী এলাকার বিভিন্ন গ্রামের এই মাদুর শিল্পীরা বংশপরম্পরার টানে আজও নস্টালজিয়া এই মাদুরশিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় তা যারপরনাই ভাবে বলা যেতে পারে।

ভারী বৃষ্টিতে জলপাইগুড়ি শহরে ঢুকল জল, তিস্তায় জারি লাল সংকেত

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৫ আগস্ট ঃ রাতভর একটানা ভারী বৃষ্টি। শুক্রবার বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে করলা নদীর জল ঢুকে পড়ে জলপাইগুড়ি পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের পরেশ মিত্র কলোনিতে। এলাকার বেশ কিছু বাড়ি এখন জলমগ্ন। সমস্যায় বহু মানুষ। করলা নদীর পাশে স্থায়ী বাঁধ না থাকার কারণেই নদীর জল বেড়ে গিয়ে জল ঢুকে পড়ায় বিপত্তি। গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে জলপাইগুড়ি-সহ উত্তরের সব কয়টি জেলাতেই চলছে ভারী বৃষ্টি। গত ২৪ ঘন্টায় জলপাইগুড়িতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৪৩, পার্শ্ববর্তী শিলিগুড়িতে ২২৩ মিলিমিটার, মালবাজার ৭১.১০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। পাহাড় সহ সমতলে লাগাতার ভারী বৃষ্টির কারণে ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তা, জলঢাকা সহ বিভিন্ন নদীর জলস্তর বাড়ছে। শুক্রবার সকালে জলপাইগুড়ির ফ্লাড ওয়ার্নিং অথরিটি অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে জলঢাকা নদী সংলগ্ন ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক, মেখলিগঞ্জ, এবং দমোহনি থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত তিস্তা নদীর অববাহিকায় লাল ও হলুদ সংকেত জারি করা হয়েছে। পাহাড়ে ভারী বৃষ্টির প্রভাব পড়ছে সমতলের নদীগুলোর উপরে। জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার মহকুমার বিভিন্ন পাহাড়ী ঝোরাগুলোতে হড়পা বানের আশঙ্কা রয়েছে এই কারণে। এর সঙ্গে ওদলাবাড়ীতে অবস্থিত তিস্তা ব্যারাজ থেকে বাড়তি ৬০২৮.৭৯ কিউমেক জল ছাড়ার কারণে শুক্রবার বিকেলের দিকে তিস্তা নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাবার প্রবল

সম্ভাবনা রয়েছে বলে সেচ দফতর সূত্রের খবর। তবে সেচ দফতর সূত্রের আরো খবর দোমহনি থেকে বাংলাদেশ বর্ডার অসুরক্ষিত এলাকায় লাল সর্তকতা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি সুরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে। অপরদিকে জলঢাকা এনএইচ ৩১ সুরক্ষিত এবং অসুরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতার পাশাপাশি মেখলিগঞ্জে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বিরামহীন বৃষ্টির কারণে শুক্রবার জলমগ্ন জলপাইগুড়ি শহরের বেশ কিছু এলাকা। চরম সমস্যা শহরের কয়েকটি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। পুরসভার নিউটাউন পাড়া থেকে শুরু করে তিন নম্বর ঘুমটি সহ বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড জলমগ্ন। দুর্ভোগের শিকার সাধারণ মানুষ। পানীয় জল থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের অনেক কাজ গিয়ে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন ওইসব এলাকার বাসিন্দারা।

মেধার শীর্ষে বাঁকুড়া জেলায় শিক্ষকের অভাবে ৬ মাস বন্ধ স্কুল, অথৈ জলে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ২৫ আগস্ট ঃ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামো যে একেবারে বেহাল হয়ে পড়েছে ফের তার একটি নিদর্শন পাওয়া গেল প্রান্তিক বাঁকুড়ার এক গ্রামে। পড়ুয়া আছে, আছে স্কুল ভবন, রয়েছে ক্লাস রুম, কিন্তু নেই স্থায়ী শিক্ষক। একজন শিক্ষক থাকলেও পঠনপাঠন না হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত অথৈ জলে এখন। মাসের পর মাস এখন প্রাইভেট টিউশনেই ভরসা বাঁকুড়ার তালডাংরা এলাকার সাতমৌলি চাঁদবিলা গ্রামের ছেলেমেয়েদের। ক্ষুব্ধ অভিভাবকেরা, তাদের দাবী স্কুল শিক্ষা দপ্তরের উদাসীনতায় ছাত্রছাত্রীদের পড়ার পাট লাটে উঠতে বসেতে। মাসের পর মাস ধরে মোটা মাইনে দিয়ে টিউশানিই ভরসা ৩২ জন পড়ুয়ার। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ২০১৮ সালে ঘটা করে চালু করা হয়েছিল বাঁকুড়ার তালডাংরা ব্লকের সাতমৌলি চাঁদাবিলা জুনিয়ার হাইস্কুল। যথেষ্ট সংখ্যক ক্লাসরুম তৈরি থেকে শুরু করে অন্যান্য পরিকাঠামোও গড়ে তোলা হয়। কিন্তু শিক্ষকের অভাবে ধুঁকতে ধুঁকতে মাস কয়েক আগে বন্ধই হয়ে যায় স্কুলের দরজা। সাতমৌলি ও চাঁদাবিলা দুটি বর্ধিষ্ণু গ্রামের শিশুদের পড়াশোনার জন্য দুটি গ্রামেই পৃথক দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী পুন্যাশা ও উপরশোল গ্রামেও রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়। কিন্তু ২০১৮ সালের আগে পর্যন্ত পঞ্চম শ্রেণি বা তার উঁচু ক্লাসের পাঠ নিতে ওই চার গ্রামের পড়ুয়াদের ছুটতে হত চার কিলোমিটার দূরের সাবড়াকোন হাইস্কুলে। পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে সাতমৌলি গ্রামে ২০১৮ সালে সাতমৌলি চাঁদাবিলা জুনিয়ার হাইস্কুল নামের একটি স্কুল চালু করে রাজ্য সরকার। স্কুলের পরিকাঠামো তৈরি হয়ে গেলেও ওই স্কুলে কোনও স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় প্রাথমিক ভাবে দুজন অতিথি শিক্ষক দিয়ে ওই স্কুলে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পঠন পাঠন শুরু করা হয়। দুই গ্রাম মিলিয়ে প্রায় ৪০ জন পড়ুয়া পড়াশোনাও শুরু করে ওই স্কুলে। পরবর্তীতে দুই অতিথি শিক্ষক অবসর নেওয়ায় আরও একজন অতিথি শিক্ষক নিয়োগ করে স্কুল শিক্ষা দফতর। ওই অতিথি শিক্ষকের কাঁধেই এতদিন চারটি ক্লাসের পঠন - পাঠন থেকে শুরু করে মিড ডে মিল দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল। স্থানীয় গ্রামবাসীদের দাবি, মাস ছয় আগে ওই অতিথি শিক্ষক পথদুর্ঘটনায় আহত হলে তিনি স্কুলে যাতায়াত বন্ধ করেন। আর তার ফলে বন্ধ হয়ে যায় স্কুলের দরজা। গ্রামবাসীদের দাবি, স্কুলের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত থাকা ৩২ জন পড়ুয়ার কাছে এখন ভরসা শুধুমাত্র প্রাইভেট টিউশানি। গ্রামবাসীদের দাবি, অবিলম্বে স্কুলে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করে ফের পঠন পাঠন স্বাভাবিক ভাবে চালু না করলে ওই পড়ুয়াদের পঠন পাঠনে বড়সড় ক্ষতি হয়ে যাবে। স্কুল শিক্ষা দফতর অবশ্য শিক্ষকের অভাবে ৬ মাস ধরে স্কুল বন্ধ থাকার কথা মানতে চায়নি। জেলা স্কুল পরিদর্শক পীযূষ কান্তি বেরার দাবি ৩ মাস স্কুল বন্ধ রয়েছে। দ্রুততার সাথে ফের ওই স্কুলে একজন অতিথি শিক্ষক নিয়োগ করে স্কুল চালুর তোড়জোড় চলছে। পরবর্তীতে আরও দুজন অতিথি শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে। অন্যদিকে গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, একাধিক বার বিভিন্ন স্তরে স্কুলটি খোলার আবেদন জানিয়েও এখনও পর্যন্ত মেলেনি কোনও সুরাহা। এই বিষয়ে স্থানীয় ব্লক প্রশাসন থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসন সব জায়গায় দরবারে গেলেও মুখে কুলুপ এঁটেছেন কর্তারা। তবে সমস্ত জট কাটিয়ে কবে নতুন শুরু হবে এই স্কুল? কবে নতুন ভাবে শুরু হবে পঠনপাঠন? কবে সেই পুরোনো ছন্দে দেখা যাবে এই শিক্ষাঙ্গনকে? সারাগ্রাম এবং পড়ুয়ারা এখন সেদিকেই তাকিয়ে।

দার্জিলিংয়ের পাতাবং-এ ভূমিধস, মৃত ১

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ২৫ আগস্ট ঃ লাগাতার ভারী বৃষ্টিতে দার্জিলিংয়ে ধস। সোম তাকভর সংলগ্ন পাতাবং এলাকায় ধসের জেরে মৃত্যু হলো একজনের। মৃতের নাম বাবুলাল রাই। ঘটনার পর দমকল ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মাটির নীচ থেকে বাবুলাল রাইয়ের দেহ উদ্ধার করে। বাবুলাল রাইয়ের মৃত দেহ পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। পাহাড়ে একনাগাড়ে চলছে বৃষ্টি। আরও ধসের আশঙ্কা রয়েছে। ওই এলাকার আরো বেশ কয়েকটি বাড়ি ধসে যাওয়ার আশঙ্কায় ওই সমস্ত বাড়ির সদস্যদের অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছে প্রশাসন।

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে বৈঠক করলেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৫ আগস্ট ঃ কোচবিহার শহরে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে বৈঠক করলেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। গত জানুয়ারি মাস থেকে এই পর্যন্ত ইতিমধ্যেই কোচবিহার পৌরসভা এলাকায় ১০ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে। তাই এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কোচবিহার পৌরসভা। কোথাও যেন জমা জল না থাকে সেই বিষয়ে রয়েছে কড়া নজরদারি। আজ কোচবিহার পৌরসভায় স্বাস্থ্য কর্মী এবং পৌরকর্মীদের কোচবিহার পৌরসভা লেখা একটি করে জ্যাকেট প্রদান করা হয়। যাতে কোচবিহার পৌরসভা এলাকায় তাদের কাজ করতে সুবিধা হয়। কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এদিন কোচবিহারের সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে অনুরোধ জানান প্রত্যেকেই যেন নিজের এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন এবং কোথাও জমা জল না থাকে সেই বিষয়ে নজর রাখে।

তলিয়ে গেল বৃদ্ধ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ আগস্ট ঃ মহিষ নিয়ে নদী পার করতে গিয়ে এক ৪৯ বছরের বৃদ্ধ তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু, ঘটনার ব্যাপক চাঞ্চল্য বামনগোলা ব্লকের ডাকাত পুকুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে শুক্রবার আনুমানিক ১০টা নাগাদ পরমেশ্বর সরেন (৪৯) নামের এক বৃদ্ধ তার মহিষ নিয়ে ধর্মডাঙ্গা টাঙ্গন নদী পার করতে গিয়ে তলিয়ে যায়। ওই খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ওই বৃদ্ধকে প্রায় ২ ঘন্টা পর নদী থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু পরবর্তীতে ওই মৃতদেহ স্থানীয় বাসিন্দারা হাত দেন না, সেই খবর পেয়ে তৎক্ষণাত বামনগোলা থানার আইসি শংকর সরকার ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিজের হাতে ওই মৃত উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো ব্যবস্থা করেন। এ বিষয়ে স্থানীয় এক বাসিন্দা জানিয়েছেন- বামনগোলা থানার আইসি নিজের হাতে ওই মৃতদেহ গাড়িতে তোলেন, এমন মহৎ কাজের জন্য সাধুবাদ জানিয়েছেন ওই এলাকার সাধারণ মানুষ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো পর পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গোল্ডেন ক্রিস্ট এডুকেশান অ্যান্ড সার্ভিসেস লি.

CIN : L51109WB1982PLC035565

রেজি. অফিস ঃ রুম নং. ২, ২য় ফ্লোর, ৬২এ,

ড. মেঘনাদ সাহা সরণী, সার্দান এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯

ই-মেলঃ info@goldencrest.in, ওয়েবসাইট ঃ www.goldencrest.in

৪০ তম বার্ষিক সাধারন সভা, ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজার বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা যায় **চল্লিশ (৪০তম)** বার্ষিক সাধারন সভা (এজিএম) কোম্পানির অনুষ্ঠিত হবে **মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ দুপুর ২.০০ ঘটিকায়** আইএসটি, ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) বানিজ্যিক আলোচনায় যা উল্লেখ রয়েছে এজিএম নোটিসে। **কোম্পানি প্রেরণ করেছে ৪০তম এজিএম নোটিস সঙ্গে বার্ষিক প্রতিবেদন অ. ব. ২০২২-২০২৩** ১৪.০৮.২০২৩ তারিখে, ইলেকট্রনিক মোডে সেই সদস্যদের যাদের ই-মেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি বা রেজিস্টার ও ট্রান্সফার এজেন্ট এবং ডিপোসিটারিতে। এজিএম নোটিসের ফিজিক্যাল কপি প্রেরণ স্থগিত রয়েছে এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার মোতাবেক।

২. কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩, ইন্টার-আলিয়া, সঙ্গে নোটিস এবং বিস্তারিত বিবরণী ৪০তম এজিএম-এর পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে- www.goldencrest.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে যা হল বিএসই লিমিটেড এবং দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-www.bseindia.com & www.cse-india.com.। একই কপি পাওয়া যাবে সেন্ট্রাল ডিপোসিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইটে- https://www.evotingindia.com/।

৩. অনুসারী হিসাবে ধারা ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪ সংশোধনী সময় সময়, এবং ধারা ৪৪ সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫, কোম্পানি সদস্যদের প্রদান করছে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা এজিএম চলাকালীন এবং তার পূর্বে ব্যবসায়িক আলোচনার জন্য এজিএমে এবং এই ক্ষেত্রে, কোম্পানি নিযুক্ত করেছে সিডিএসএল-কে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান সুবিধা দিতে।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়েছে এজিএম নোটিসে। সদস্যদের তা দেখতে অনুরোধ জানানো যায় ঃ

ক. রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার উল্লেখিত মেয়াদ ঃ

রিমোট ই-ভোটিং শুরু	**শুক্রবার, ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (সকাল ৯.০০ ঘটিকা)**
রিমোট ই-ভোটিং শেষ	**সোমবার ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (বিকাল ৫.০০ ঘটিকা)**

রিমোট ই-ভোটিং মডিউল বন্ধ করবে সিডিএসএল ভোটদান মেয়াদের পর এবং সদস্যরা উল্লেখিত তারিখ এবং সময়ের পর ভোটদান করলে তা বৈধ বিবেচিত হবে না।

খ. সদস্যদের ভোটাধিকার বিবেচিত হবে তাদের শেয়ারের প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে কোম্পানির **মঙ্গলবার, ০৫.০৯.২০২৩ (কাট-অফ তারিখ)**। রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থা আরও পাওয়া যাবে সভা চলাকালীন এবং সদস্যরা সেই সদস্যরা ভোটদান করতে পারবেন, যারা আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ে ভোটদান করেননি, যদি উভয়ভাবে ভোটদান হয়ে থাকে তাহলে গননায় শুধুমাত্র ই-ভোটিং গ্রহণযোগ্য হবে।

গ. যদি কোন ব্যক্তির নাম রেজিস্টার হয় সদস্য রেজিস্টারে কাট-অফ তারিখে তাহলে তিনিই রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাবেন পূর্বে অথবা এজিএম চলাকালীন।

ঘ. যদি কোন ব্যক্তি শেয়ার নিয়ে কোম্পানির সদস্য হয়ে থাকেন নোটিস প্রেরনের পর এবং শেয়ার ধরে রাখেন কাট-অফ তারিখে, তাহলে লগ-ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য পেতে আবেদন জানান -helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা যোগাযোগ করুন টোল ফ্রি নাম্বারে-১৮০০২২৫৫৩৩, যা প্রদান করছে সিডিএসএল অথবা যদি কোন ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন থাকে আপনি পাবেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চান (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল যা পাবেন-www.evotingindia.com অধীন হেল্প বিভাগে। যদি কোন ব্যক্তি সদস্য না হয়ে থাকেন কাট-অফ তারিখে তাহলে তিনি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য এজিএম নোটিস পাবেন।

৪. আরও বিজ্ঞাপিত করা যায় অনুসারী ধারা ৯১ আইন এবং ধারা তার পরবর্তী সময়ে এবং ধারা ৪২ সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫, সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক কোম্পানির বন্ধ থাকবে **বুধবার, ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে মঙ্গলবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (উভয় দিন সহ)** ৪০তম এজিএম-এর জন্য।

গোল্ডেন ক্রিস্ট এডুকেশান অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড

যোগেশ লামা

(সর্বক্ষণের পরিচালক)

(DIN : 07799934)

স্থান ঃ কলকাতা

তারিখ ঃ ২৫.০৮.২০২৩

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Bustee), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work: **NIT No. : KMC/EE(C)/XI/OFFICE/001/23-24/R** Name of work : **Annual maintenance of Borough Office under borough-XI.** Estimated Amount: **Rs. 1,98,847.44**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **09.09.2023** at **12 noon**. The tender will be opened on: **12.09.2023**. The bid forms and other details are available on and from **31.08.2023** at **5 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer(Civil)/Br-XVI, KMC** invites tender on line percentage rate two bid system for following work: **NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/126/028/23-24** Name of work : **Maint. of surface drain at Khudiram Pally near Pre. No. - AJ65/10 in ward no.-126**. Estimated cost (including GST & CESS): **Rs. 4,45,044.21**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00.** Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **07.09.2023** at **12 noon**. Tender will be opened on: **09.09.2023 at 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **29.08.2023 at 5 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer(Civil)/Borough-II, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-II/015/11/2023-2024 Name of the work : **Renovation of Prataysha Community Hall at 82, Raja Dinendra Street in ward no. 15 under Br-II.** Estimated cost (including GST & CESS): **Rs. 4,98,423.30**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **75 Days**.
2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-II/015/14/2023-2024 Name of the work : **Restoration of IPS & Paver Block Footpath at 70/A, 77, 88, 105 R.D. St. 250 A.P.C. Road, 3A Nandanbagan St. 23, 27A Shimla Road etc in ward no. 15**. Estimated cost (including GST & CESS): **Rs. 3,69,905.06**. Earnest Money: **Rs. 7,400.00.** Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **05.09.2023** up to **11 a.m.** (for sl. no. 1 & 2). Bid will be opened on: **07.09.2023** at **11 a.m.** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details will be available on and from **25.08.2023** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 & 2) from the website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (C), Borough-III, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/EEIII/034/B05/23-24/BUSTEE, (1st Call) Name of work : **Improvement of bustee passage at 47, 122 Beleghata Main Road surrounding area in ward no.-034**. Estimated Cost (incl. GST and CESS): **Rs. 4,33,526.00**. Earnest Money: **Rs. 8,800.00.** Period of Completion: **45 Days**.
2. NIT No. : KMC/EEIII/034/B09/23-24/BUSTEE, (1st Call) Name of work : **Improvement of bustee passage at 4, 8 Kalitara Bose Lane and surrounding area in ward no.-034**. Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 2,59,722.00**. Earnest Money: **Rs. 5,200.00.** Period of Completion: **30 Days**.
3. NIT No. : KMC/EEIII/034/B07/23-24/BUSTEE, (1st Call) Name of work : **Improvement of bustee sewer at 26, 27, 29 Chaulpatty Road and surrounding area in ward no.-034**. Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 2,02,328.00**. Earnest Money: **Rs. 4,100.00.** Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **07.09.2023** up to **12 noon** (for sl. no. 1 to 3). Date and time of opening of bid: **09.09.2023** after **12 noon** (for sl. no. 1 to 3).
4. NIT No. : KMC/EE-III/014/15/23-24, (1st Call) Name of work : **Restoration of Asphaltum Road surface at 36/A/H/27, 39/1A/1 B.B. Ghosh Sarani, 1/2/H/4, 1/2/H/28 M. P. Road and its surrounding areas in ward-14 excavated by W.S. Deptt. and CESC**. Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 3,74,519.04**. Earnest Money: **Rs. 7,500.00.** Period of Completion: **72 Days**. Last date and time of submission of bid: **05.09.2023 at 12 noon** (for sl. no. 4). Date and time of opening of bid: **07.09.2023** at **12 noon** (for sl. no. 4). The bid forms and other details are available on and from **29.08.2023** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 3) and **26.08.2023** at **5 p.m.** (for sl. no. 4) from the website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 4).

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/023/T01/2023-2024/D Name of work : **Repairs to concrete and I.P. footpath and passages at 1, Debendra Dutta Lane, Shivtala Street and other places in ward 23 under Br-IV**. Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 2,10,202.10**. Earnest Money: **Rs. 4,210.00.** Period of Completion: **30 Days**.
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/027/012/2023-2024/R Name of work : **Renovation of footpath by laying cement concrete at Urquart Square in ward-27**. Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 1,61,109.74**. Earnest Money: **Rs. 3,250.00.** Period of Completion: **21 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/027/018/2023-2024/R Name of work : **Renovation of bathing platform at Barik Lane, Sukia Row, Ghosh Lane and other places in ward-27**. Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 2,19,503.87**. Earnest Money: **Rs. 4,400.00.** Period of Completion: **25 Days**. Last date and time of submission of bid: **07.09.2023** at **11 a.m.** (for sl. no. 1 to 3). The tender will be opened on: **09.09.2023** at **11 a.m.** (for sl. no. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **25.08.2023** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 3) from the website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC** invites tender online percentage rate two bid systems for the following work: **NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/136/013/2023-2024/R (2nd Call)** Name of work : **Renovation of a passenger shade in front of Maulana Mohammad Ali Jauhar Girls High School near holding no. Q-84 S.A. Farooqui Road in ward no. 136, under Br-XV**. Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 2,87,140.81**. Earnest Money: **Rs. 5,800.00.** Period of Completion: **90 Days**. Last date and time of submission of bid: **09.09.2023 at 11 a.m.** Date of opening of tender: **11.09.2023 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **29.08.2023** at **5 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br-IX, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work: **NIT No. : KMC/IX/078/022/2023-2024/B (1st Call)** Name of work : **Improvement of bustee I.P.S passage at 6, 5, 4, 3, Rajab Ali Lane in ward no. 78**. Estimate Amount (incl. GST & CESS) : **Rs. 2,89,311.99**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **05.09.2023 at 12 noon**. Tender will be opened on: **07.09.2023 at 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **26.08.2023 at 5 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General(Civil), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work: **NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/112/010/23-24/R (2nd Call)** Name of work : **Maint. of C.C. Road from 1 Prantik Park to 77 Suvash Sarani & adjacent areas in ward no. 112**. Estimated Amount (incl. GST & CESS) : **Rs. 1,54,551.77**. Earnest Money: **Rs. 3,100.00.** Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **09.09.2023** at **12 noon**. The tender will opened on: **11.09.2023**. The bid forms and other details are available on and from **29.08.2023** at **5 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

639/23-24

এশিয়ান গেমসে যাওয়া হচ্ছে না বাংলার সোনার ছেলে অচিন্ত্য শিউলির

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্টঃ বার্মিংহ্যাম কমনওয়েলথ গেমসে গত বছর ভারোত্তোলন থেকে সোনা জিতেছিলেন বাংলার অচিন্ত্য শিউলি। ২০২৪ সালের অলিম্পিকে অংশ নেওয়া পদকই অচিন্ত্যের পাখির চোখ। তার আগে অবশ্য আসন্ন এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণ করার কথা ছিল অচিন্ত্যের। কিন্তু তা হচ্ছে না। কোনও চোট আঘাতের কারণে নয়, আসলে অচিন্ত্য ক্রীড়া মন্ত্রকের দেওয়া নির্বাচনের মানদণ্ড পূরণ করতে পারেননি। শুধু অচিন্ত্যই নন, ভারতীয় মহিলা ফেন্সার ভবানী দেবীও এশিয়ান গেমসে নামবে পারবেন না। এ ছাড়াও আসন্ন এশিয়ান গেমসে আরও বেশ কয়েকটি ইভেন্টে ভারতীয় অ্যাথলিটরা অংশ নিতে পারবেন না। কিন্তু কেন? অচিন্ত্য শিউলির পাশাপাশি ভারতীয় ভারোত্তোলক এন অজিতও এশিয়ান গেমসে নামতে পারবেন না। ভবানী দেবী এবং ভারতীয় মহিলাদের ফেন্সিং টিমকে হাংঝাউতে হতে চলা এশিয়ান গেমস থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে এ বারের এশিয়ান গেমসে আধুনিক পেন্টাথলন, ট্রায়াথলন এবং তাইকোন্ডোর মতো একাধিক ইভেন্টও বাদ পড়ল। সকলেই ক্রীড়া মন্ত্রকের নির্বাচনের মানদণ্ড পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। আসলে গত ১২ মাসে স্বতন্ত্র ইভেন্টে ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের পারফরম্যান্সের উপর কড়া নজর রাখা হয়েছিল। জানা গিয়েছে ২০১৮ সালের এশিয়ান গেমসে অষ্টম স্থান অর্জনকারী পারফরম্যান্সের নীচে নেমে গিয়েছে বলেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আসন্ন এশিয়ান গেমসের ভারোত্তোলনে অংশ নেওয়ার জন্য শুধুমাত্র মীরাবাই চানু (৪৯ কেজি) এবং বিন্দিয়ারানি দেবী (৫৫ কেজি) যোগ্যতা অর্জন করেছেন। পুরুষ দলের অংশগ্রহণ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে, অচিন্ত্য শিউলি (৭৩ কেজি) ২০২৩ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ৩০৫ কেজি উত্তোলন করেছিলেন এবং এন অজিত (৭৩ কেজি) ৩০৭ কেজি উত্তোলন করেছিলেন। তবে ৩০ জুন অনুষ্ঠিত বাছাই ট্রায়ালে তাঁরা সেই ওজনের থেকে কম ওজন উত্তোলন করেছিলেন। তাই তাঁদের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স বিবেচনা করে আসন্ন এশিয়ান গেমসের জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে না।

নীরজ চোপড়া বিশ্ব মিটের ফাইনালে

যোগ্য অর্জন করলেন প্যারিস অলিম্পিকের

বুদাপেস্ট, ২৫ আগস্টঃ তাঁর জ্যাভলিন যেন সোনায় মোড়ানো! আসলে তিনি যে নিজেই সোনার ছেলে। বুদাপেস্টে চলছে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ। এই টুর্নামেন্টে এখনও সোনা জেতেননি কোনও ভারতীয় অ্যাথলিট। ২০০৩ সালে প্যারিস বিশ্ব মিট থেকে দেশকে ব্রোঞ্জ দিয়েছিলেন অঞ্জু ববি জর্জ। তারপর ২০২২ সালে দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে বিশ্ব মিট থেকে রুপো পেয়েছিলেন ভারতীয় তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া। এ বারের বিশ্বমিটে সোনায় নজর নীরজের। বুদাপেস্টে পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো-তে প্রথম চেষ্টাতেই ফাইনালের যোগ্যতো অর্জন করে নেন নীরজ চোপড়া। টোকিও অলিম্পিকে সোনাজয়ী নীরজ চলতি বিশ্বমিটে প্রথম চেষ্টায় ৮৮.৭৭ মিটার থ্রো করেন। তাতেই তিনি বিশ্ব মিটের ফাইনালে ওঠার পাশাপাশি প্যারিস অলিম্পিকের যোগ্যতাও অর্জন করে নিয়েছেন। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য ৮৩ মিটার থ্রো করতে হত। এ ছাড়া 'এ' এবং 'বি' দুই গ্রুপের সেরা ১২ জ্যাভলিন থ্রোয়ার ফাইনালে ওঠার টিকিট পেয়ে যাবেন। সেখানে ২৫ বছর বয়সী ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ প্রথম প্রয়াসেই ৮৮.৭৭ মিটার থ্রো করে ফাইনালের টিকিট পেয়ে যান। প্যারিস অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন ৮৫.৫০ মিটার থ্রো। ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন পর্ব শুরু শুরু হয়েছে ১ জুলাই। টোকিও অলিম্পিকে সোনা জয়ী নীরজের সবচেয়ে সেরা পারফরম্যান্স ৮৯.৯৪ মিটার। তা তিনি ২০২২ সালের ৩০ জুন ডায়মন্ড লিগে করেছিলেন। চলতি বিশ্ব মিটে পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রোয়ের 'এ' গ্রুপের শীর্ষে থেকে সরাসরি ফাইনালে প্রবেশ করেছেন নীরজ। তাঁর সঙ্গে আর এক ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার 'এ' গ্রুপে ছিলেন। তিনি ডি.পি মনু। 'এ' গ্রুপের থ্রো শেষ হওয়ার পর তিনি রয়েছেন তালিকার তৃতীয় স্থানে। কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডের মনুর সেরা থ্রো ৮১.৩১ মিটার। যেহেতু তিনি তালিকার তিন নম্বরে রয়েছেন, তাই ফাইনালের ছাড়পত্র পাওয়ার দৌড়ে রয়েছেন।

রিয়ালে যোগ দিচ্ছেন না এমবাপে, জানিয়ে দিলেন আনসেলোত্তি

মাদ্রিদ, ২৫ আগস্টঃ গত মরশুম শেষের জল্পনা দেখা দেয় আর পিএসজির জার্সি গায়ে দেখা যাবে না কিলিয়ান এমবাপেকে। মেসির পথ অনুসরণ করে তিনিও নাকি পিএসজি ছাড়তে চলেছে। গোটা ফুটবল বিশ্বে এই জল্পনা দেখা দিতে শুরু করে। এমনকী পিএসজি কর্তা এও জানিয়ে দেন, তারা কোনও ভাবেই বিশ্বের সেরা ফুটবলারকে কম দামে ছেড়ে দেবে না। ফলে বেশ টানাপোড়েন দেখা দেয়। যদিও এমবাপে এখনও পর্যন্ত কোনও দলেই সই করেননি। যেহেতু ২০২৪ পর্যন্ত পিএসজির সঙ্গেই চুক্তি রয়েছে এমবাপের। তাই এখনও পর্যন্ত সরকারি ভাবে পিএসজিতেই রয়েছেন এমবাপে। যদিও এই তারকা ফুটবলারকে দলে নিতে মরিয়া হয়ে ওঠে রিয়াল মাদ্রিদ। রিয়াল মাদ্রিদের কোচ আনসেলোত্তি এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়ে দেন এমবাপেকে তিনি আর এই মরশুমে নেবেন না। আনসেলোত্তি সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, ''আমি এমবাপেকে নেওয়ার বিষয়ে ১০০ শতাংশ না বলতে পারি। আমি মনে করি আমাদের দলের ট্রান্সফার উইন্ডো ও স্কোয়াডে প্রবেশ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দলের ফুটবলাররা আগামী মরশুম নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। কেউ হয়তো নিজের চিন্তার পরিবর্তন আনতে পারে কিন্তু তাতে আমি ভয় পাই না।''

'ওকে টিমে নেওয়া উচিত ছিল'

বাদ পড়া ক্রিকেটারের পক্ষে সওয়াল হরভজন সিংয়ের

মুম্বই, ২৫ আগস্টঃ এশিয়া কাপের জন্য টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াড ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ১৭ সদস্যের ওই স্কোয়াড অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটারের মনে ধরেনি। তাঁদের মতে একটু অদল বদল প্রয়োজন ভারতের স্কোয়াডে। এশিয়া কাপের পরই যেহেতু ওডিআই বিশ্বকাপ, তাই এই ১৭ সদস্যের স্কোয়াডই হয়তো দেখা যেতে পারে বিশ্বকাপে। এমনটাই মনে করছে ক্রিকেট মহল। যদিও এখনও ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় দল ঘোষণা করা হয়নি। আর ৫ দিন পর শুরু হবে এশিয়া কাপ। এ বারের এশিয়া কাপের স্কোয়াডে জায়গা হয়নি যুজবেন্দ্র চাহালের। যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ভারতের প্রাক্তন তারক ক্রিকেটার হরভজন সিং। যুজিকে নিয়ে কী বললেন ভাজ্জি? হরভজন সিংয়ের মতে, সাদা বলের ক্রিকেটে ভারতের অন্যতম সেরা স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল। আর তাঁকে এশিয়া কাপের স্কোয়াডে না রেখে ভুল করেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। তিনি বলেন, ''আমার মনে হয় ভারতীয় টিম ওর অভাব টের পাবে। ও এমন একজন লেগ স্পিনার যে বল ভালো ঘোরাতে পারে। আমার মনে হয় সাদা বলের ফর্ম্যাটে এই মুহূর্তে ভারতে ওর চেয়ে ভালো কোনও স্পিনার আছে। হ্যাঁ এটা ঠিক যে ও কয়েকটা ম্যাচে ভালো পারফর্ম করতে পারেনি। কিন্তু সেটা ওকে খারাপ বোলার করে দিতে পারে না।'' যুজিকে নিয়ে ভাজ্জি আরও বলেন, ''আমার মনে হয় টিমে ওর থাকরা প্রয়োজন ছিল। আমি আশা করি ওর জন্য দলে ফেরার দরজা এখনও বন্ধ হয়ে যায়নি। ভারতের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপ হবে। তাই আমার মনে হয় সেখানে অবশ্যই প্রয়োজন চাহালকে। ও নিজেকে ম্যাচ উইনার বলে প্রমাণ করেছে। এটা বুঝতে পারছি যে ও ভালো ফর্মে নেই। তাই হয়তো ওকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। তবে আমার মনে হয় ও টিমে থাকলে, ওর আত্মবিশ্বাস অটুট থাকত। যখন কোনও ক্রিকেটার টিম থেকে বাদ পড়ার দলে ফেরে, তার উপর পারফরম্যান্সের একটা চাপ থেকেই যায়।'' এর আগে এশিয়া কাপের স্কোয়াড ঘোষণার দিন ভারতীয় স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহালের টিমে না থাকা নিয়ে নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকর বলেছিলেন, ''চাহাল নিঃসন্দেহে একজন অসাধারণ ক্রিকেটার। আমাদের অবশ্য একটা ব্যালেন্সড টিম প্রয়োজন। তাই দু'জন রিস্ট স্পিনারকে দলে নেওয়াটা আমাদের পক্ষে কঠিন।''

ইনস্টায় ফাঁস ফিটনেস টেস্টের রিপোর্ট কার্ড, কোহলির উপর চটল বোর্ড

বেঙ্গালুরু, ২৫ আগস্টঃ ভুল করে ফেলেছেন জাতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ইনস্টাগ্রামে ইয়ো ইয়ো টেস্টের রিপোর্ট কার্ড ফাঁস করে দেন বিরাট। বেঙ্গালুরুতে চলছে জাতীয় ক্যাম্প। ফিটনস পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে ক্রিকেটারদের। সেখানে বিরাট কোহলির ইয়ো ইয়ো টেস্টের ফলাফল ছিল ১৭.২। বেজায় খুশি বিরাট ইনস্টা স্টোরিতে এই তথ্য দিয়েছিলেন। কিন্তু বিষয়টি ভালো চোখে দেখছে না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, কোহলি ইয়ো ইয়ো টেস্টের রিপোর্ট ফাঁস করে দেওয়ায় চটে লাল বিসিসিআই কর্তারা। যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। দলের বাকি সদস্যরা যেন এমন কাজ না করেন তার জন্য সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে বোর্ডের তরফে। বিরাট কোহলি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভীষণ সক্রিয়। ইনস্টাগ্রামে তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা আকাশছোঁয়া। ফলে তিনি কিছু একটা পোস্ট করার অর্থ কোটি কোটি মানুষের কাছে সেই তথ্য পৌঁছে যাওয়া। বৃহস্পতিবার ইনস্টা স্টোরিতে হাসি হাসি মুখের একটি ছবি দিয়ে বিরাট লিখেছিলেন, কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে ইয়ো ইয়ো পরীক্ষার পাস করে যাওয়ার আনন্দ। ১৭.২ স্কোর। বোর্ড কোয়ালিফিকেশনের প্যারামিটার রেখেছে ১৬.৫। বিরাটের স্কোর তার থেকে ৭ পয়েন্ট বেশি। বিরাটের পোস্ট তৎক্ষণাৎ ভাইরাল হয়ে যায়। তারপরই বিসিসিআইয়ের তরফে ক্রিকেটারদের পই পই করে বলে দেওয়া হয়েছে, ইয়ো ইয়ো পরীক্ষার রিপোর্ট এভাবে প্রকাশ্যে জানানো যাবে না। এই নির্দেশ এসেছে বোর্ডের টপ ম্যানেজমেন্ট থেকে। ক্রিকেটারদের মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে যে সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন কনফিডেন্সিয়াল বিষয় পোস্ট করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ক্রিকেটাররা অনুশীলনের ছবি পোস্ট করতে পারেন। কিন্তু ইয়ো ইয়ো টেস্টের ফলাফল ফাঁস করে দেওয়া চুক্তির লঙ্ঘনের আওতায় পড়ে যাবে।

আশা হারাচ্ছেন না প্রজ্ঞানন্দ, আগামী বছরেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ

চেন্নাই, ২৫ আগস্টঃ ডু অর ডাই পরিস্থিতির চাপ সামলানোর মতো অভিজ্ঞতা এখনও হয়ে ওঠেনি। তার উপর টানা একমাস ধরে চেস খেলে বিধ্বস্ত ছিলেন। তিন দিন ধরে চলা ফিদে দাবা বিশ্বকাপের ফাইনালে শেষমেশ হার মানতে হয়েছে ভারতীয় দাবার সেরা সম্ভাবনা রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দকে। ফিদে বিশ্বকাপ জিতে নিয়েছেন নরওয়ের কিংবদন্তি ম্যাগনাস কার্লসেন। নাইবা এল চ্যাম্পিয়নের ট্রফি, ১৮ বছরের প্রজ্ঞানন্দ যে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে টাইব্রেকার পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন এতেই বাহবা পাচ্ছেন তিনি। এই বয়সেই দাবা বিশ্বকাপের রানার আপ। চেন্নাইয়ের তরুণকে নিয়ে গর্বে বুক চওড়া হয়ে যাচ্ছে দেশবাসীর। ভবিষ্যতে ইতিহাস গড়ার বিস্তর সুযোগ পাবেন তিনি। দাবা বিশ্বকাপ না জিতলেও আগামী বছরেই প্রজ্ঞার সামনে দাবায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ। কীভাবে? বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু কার্লসেনকে হারাতে পারেননি। তবে র‍্যাঙ্কিংয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দাবাড়ু যথাক্রমে হিকারু নাকামুরা এবং ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানাকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠেন। ফিদে দাবা বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেই ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্টের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন প্রজ্ঞানন্দ। ২০২৪ সালে কানাডায় অনুষ্ঠিত হবে এই প্রতিযোগিতা। ববি ফিশার এবং ম্যাগনাস কার্লসেনের পর ক্যান্ডিডেটসের জন্য যোগ্যতা অর্জন করা তৃতীয় কনিষ্ঠ দাবাড়ু হলেন ভারতের প্রজ্ঞানন্দ। দেশে দাবা জগত বলছে, বিশ্বনাথন আনন্দের যোগ্য উত্তরসূরি হয়ে ওঠার সবরকম সম্ভাবনা আছে প্রজ্ঞার মধ্যে। আনন্দের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্টে খেলবেন তিনি। বিশ্বকাপ যদি জিতেও যেতেন তাহলেও দাবায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বলা হত না প্রজ্ঞানন্দকে। ফিদে-র নিয়ম অনুযায়ী, মোট আটজন দাবাড়ু ক্যান্ডিডেটসে অংশ নেবেন। তার মধ্যে রয়েছেন ২০২৩ সালের বিশ্বকাপ খেলা প্রথম তিন প্রতিযোগী, গত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রানার আপ এবং ফিদে গ্র্যান্ড সুইস টুর্নামেন্টের শীর্ষ দুই দাবাড়ু এবং ফিদে সার্কিটের জয়ী এবং ২০২৪ সালে র‍্যাঙ্কিংয়ের সবার শীর্ষে থাকা দাবাড়ু। আগামী বছরের ২ থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত টরেন্টোয় চলবে ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্টের বিজয়ী হবেন চ্যালেঞ্জার। এরপর চ্যালেঞ্জার এবং ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ডিং লিরেনের মধ্যে খেতাবি লড়াই শুরু হবে। ২০২৪ সালের দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যালেঞ্জার ও বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মুখোমুখি হবেন। তাতে বিজয়ী দাবাড়ু হবেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। ১৯ বছরের প্রজ্ঞানন্দের কাছে এই পথটা খুবই দীর্ঘ এবং ভীষণ কঠিন। তবে অসম্ভব নয়।

সালাহ 'বিক্রির জন্য নয়', জানিয়ে দিল লিভারপুল

লিভারপুল, ২৫ আগস্টঃ আক্রমণভাগে করিম বেনজেমার যোগ্য সতীর্থ খুঁজছে আল ইত্তিহাদ। এ জন্য লিভারপুলের মিসরীয় তারকা মহম্মদ সালাহর প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিল সৌদি প্রো লিগের ক্লাবটি। কিন্তু লিভারপুল তাদের সেরা তারকাকে ছাড়বে না। সূত্রের বরাত দিয়ে ইএসপিএন জানিয়েছে, সালাহর জন্য যেকোনও প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করবে লিভারপুল। অর্থাৎ যত টাকার প্রস্তাবই দেওয়া হোক না কেন, লিভারপুলের কাছে সালাহ 'বিক্রির জন্য নয়'। লিভারপুলে সালাহরই একসময়ের সতীর্থ ফাবিনিও গত মাসে ৪ কোটি পাউন্ডে আল ইত্তিহাদে যোগ দেন। ইএসপিএনকে সূত্র জানিয়েছে, সালাহর বিশাল অঙ্কের বেতন ও দলবদল ফি দিতে প্রস্তুত আল ইত্তিহাদ। সংবাদমাধ্যম গোল ডট কমের সংবাদকর্মী বেন জ্যাকবসের একটি টুইটের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, আল ইত্তিহাদের পক্ষ থেকে সালাহকে বলা হয়েছে সৌদি আরবে তিনি ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর চেয়ে বেশি টাকা উপার্জন করতে পারবেন। বছরে ২০ কোটি ইউরো পারিশ্রমিকে সৌদি ক্লাব আল নাসরে যোগ দিয়েছেন রোনাল্ডো। বেন জ্যাকবস এর আগে জানিয়েছেন, বোনাস বাদে শুধু বেতন হিসেবে সালাহকে ৭ কোটি ৫৭ লাখ ইউরো দিতে চেয়েছে আল ইত্তিহাদ। এর সঙ্গে থাকবে আয়ের বিভিন্ন খাত, যা বেতনের চেয়েও অনেক বেশি। কিন্তু নিজেদের তারকা ফরোয়ার্ডকে কোনওভাবেই ছাড়বে না লিভারপুল। গত বছর অ্যানফিল্ডের ক্লাবটির সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি করেন সালাহ। আর ইএসপিএন জানিয়েছে, লিভারপুলকে এখনো আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রস্তাবও দেয়নি আল ইত্তিহাদ। তবে সালাহর জন্য আল ইত্তিহাদের দিতে চাওয়া পারিশ্রমিকের অঙ্ক নিয়ে মতভেদ আছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম 'গার্ডিয়ান' জানিয়েছে, ৬ কোটি ইউরোয় এর আগে সালাহকে কেনার কথা ভেবেছিল আল ইত্তিহাদ। ৩১ বছর বয়সী এ তারকার সঙ্গে ২ বছরের চুক্তিতে মোট ১৬ কোটি ৪৩ লাখ ইউরো পারিশ্রমিক দিতে চেয়েছিল ক্লাবটি। গার্ডিয়ান জানিয়েছে, আল ইত্তিহাদ এখন সালাহকে এর দ্বিগুণ পারিশ্রমিকের প্রস্তাব দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু এ মাসের শুরুতে সালাহর এজেন্ট রামি আব্বাস টুইটে জানিয়েছিলেন, 'আমরা এই বছর লিভারপুল ছাড়ার কথা ভাবলে গত বছর চুক্তি নবীকরণ করতাম না। মহম্মদ সালাহ লিভারপুলের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'' তবে বিইন স্পোর্টস ঠিক উল্টো খবর জানিয়েছে। লিভারপুলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত সালাহ নাকি আল ইত্তিহাদে যেতে রাজি হয়েছেন! তবে দুটি ক্লাবের মধ্যে এ বিষয়ে নাকি কোনও রফা হয়নি। 'দ্য অ্যাথলেটিক' গতকাল জানিয়েছে, আল ইত্তিহাদকে লিভারপুল জানিয়ে দিয়েছে সালাহ 'বিক্রির জন্য নয়।'

হালান্ডকে টেক্কা দিতে তৈরি বিশ্বের সেরা সুন্দরী অ্যাথলিট

বুদাপেস্ট, ২৫ আগস্টঃ একজন যেন গোলমেশিন! আর একজন ট্র্যাকে তো বটেই সৌন্দর্যেও প্রতিপক্ষকে মাত দিতে দক্ষ। এই দুই যদি হয় মুখোমুখি? আসলে সম্প্রতি এমনই এক লড়াইয়ে নামার জন্য নরওয়ের তারকা ফুটবলার আর্লিং হালান্ডকে আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্বের সেরা সুন্দরী অ্যাথলিট অ্যালিকা স্কেমিট। ট্র্যাক হোক বা সৌন্দর্যে তাঁকে টেক্কা দেওয়ার জুড়ি মেলা ভার। জার্মানির ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড অ্যাথলিট অ্যালিকা স্কেমিট ট্র্যাকে যেমন দক্ষ তাঁর রূপের ছটাও ততটাই উজ্জ্বল। এমনি এমনি তিনি তো আর বিশ্বের সেক্সিয়েস্ট অ্যাথলিটের তমকা পাননি। তাঁর সৌন্দর্য তাঁকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এ বার আত্মবিশ্বাসী অ্যালিকা জানিয়েছেন, তিনি আশাবাদী হালান্ডকে তিনি ৪০০ মিটার দৌড়ে হারিয়ে দিতে পারেন। আর কী বললেন জার্মানির সুন্দরী অ্যাথলিট? ২০২২-২৩ মরসুমে প্রতি ঘণ্টায় ২২.৫ মাইল গতিবেগে দৌড়েছিলেন আর্লিং হালান্ড। তিনি ম্যান সিটির ট্রেবল জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করেছিলেন। ওই মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মোট ৫২টি গোল করেছিলেন নরওয়ের তারকা হালান্ড। তাঁর এই দুরন্ত গতি যে কোনও ক্লাবের ডিফেন্সকে ভয় ধরিয়ে দিত। সেই হালান্ডকে এ বার দৌড়ের জন্যই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন জার্মান ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড অ্যাথলিট অ্যালিকা স্কেমিট। বর্তমানে হালান্ডের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ানো ফুটবলারের সংখ্যাটা নেহাতই কম। কিন্তু অ্যালিকা আত্মবিশ্বাসী তিনি হালান্ডকে হারাতে পারবেন। অ্যালিকার মতে ৪০০ মিটারে পাল্লা দিতে পারলেও ২০০ মিটার স্প্রিন্টে হালান্ডকে হারানো অতটাও সহজ নয়। এই প্রসঙ্গে অ্যালিকা বলেন, ''আমি মনে করি ৪০০ মিটারে ওকে হারাতে পারব। ২০০ মিটারে এটা বেশ কঠিন হতে পারে। কিন্তু আমি খুব খুশি হব যদি দৌড়টা হয়। আমি জানি না, তবে ওকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। কিন্তু আমি সব সময় এই রেসের জন্য প্রস্তুত। সুতরাং, হালান্ড যদি তুমি আমাদের এই দৌড়ের জন্য প্রস্তুত থাকো, তা হলে আমি খুশি হব। দেখা যাক কে প্রথম হয়!'' উল্লেখ্য, চলতি বছরের ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে রয়েছেন অ্যালিকা।

বেনজেমা 'যুদ্ধ' জিতলেন, গোলও করলেন

লিগের প্রথম দুই ম্যাচেই গোল নেই। অনেক পারিশ্রমিকে অনেক আশা নিয়ে যাকে আনা হয়েছে, তার এমন পারফরম্যান্স তো হতাশাজনকই। তবে গোলবিহীন সময়টা খুব একটা দীর্ঘায়িত হতে দিলেন না কারিম বেনজেমা। তৃতীয় ম্যাচে পেলেন কাঙ্ক্ষিত সেই গোলের দেখা।

রিয়াধ, ২৫ আগস্টঃ সৌদি সংবাদমাধ্যম আল শারক আল-আওসাত রীতিমতো 'বোমা'ই ফাটিয়েছিল। আল ইত্তিহাদ কোচ নুনো সান্তোস ক্লাব কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন, করিম বেনজেমা তাঁর খেলানোর স্টাইলের সঙ্গে যায় না। ব্যালন ডি অর জয়ী প্রাক্তন রিয়াল তারকাকে তিনি দলে চাননি। এমনকি বেনজেমার পক্ষ থেকে অধিনায়কত্ব চাওয়া হলে সেটিও নাকি প্রত্যাখ্যান করেছেন নুনো সান্তোস। সেই খবরটি সঠিক হয়ে থাকলে বলতে হবে, কোচের সঙ্গে 'যদ্ধে' জিতে গেছেন বেনজেমা। ৩৪ বছর বয়সী ফরাসী স্ট্রাইকার কাল আল ইত্তিহাদের হয়ে অধিনায়কত্বের বাহুবন্ধনী পরেই মাঠে নেমেছেন। শুধু নামেনইনি, আল রিয়াদের বিপক্ষে ম্যাচে ইত্তিহাদকে প্রথম গোলও এনে দিয়েছেন, যা সৌদি প্রো লিগে তাঁর প্রথম গোল। বেনজেমার প্রথম গোলের ম্যাচে দলও পেয়েছে বড় জয়। আল রিয়াদকে ৪-০ ব্যবধানে হারিয়েছে ইত্তিহাদ। এবারের লিগে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের এটি টানা তৃতীয় জয়। ৯ পয়েন্ট নিয়েও শীর্ষেও জেদ্দা-ভিত্তিক ক্লাবটি। প্রিন্স ফয়সাল বিন ফাহাদ স্টেডিয়ামের ম্যাচটিতে বেনজেমা গোলটি করেন ম্যাচের ১৭তম মিনিটে। সতীর্থের সঙ্গে বল দেওয়া নেওয়া করে বক্সে জোরালো শটে বল জালে জড়ান। লিগে আগের দুই ম্যাচে গোলহীন ছিলেন বেনজেমা। ইত্তিহাদকে পরে ২৫তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ২-০ ব্যবধান করেন আবদেররাজ্জাক হামাদেল্লাহ। মরক্কোর এই স্ট্রাইকার প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে করেন আরও এক গোল। আর শেষ বাঁশি বাজার কিছুক্ষণ আগে ৯৩তম মিনিটে দলকে চতুর্থ গোল এনে দেন সালেহ আল-আমরি। এই গোলের অ্যাসিস্ট ছিল বেনজেমার। ইত্তিহাদের মতো সমান ৯ পয়েন্ট জোগাড় করে ফেলেছে আল আহলিও। গতকাল ফ্রাঙ্ক কেসির গোলে আল আখদুদকে ১-০ ব্যবধানে হারায় আহলি। ম্যাচের যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে প্রাক্তন বার্সেলোনা মিডফিলডারকে গোলটি বানিয়ে দেন ম্যানচেস্টার সিটি থেকে যাওয়া রিয়াদ মাহরেজ। স্টিভেন জেরার্ডের আল ইত্তিফাকেও ইত্তিহাদ, আহলির পয়েন্টে পৌঁছানোর সুযোগ ছিল। তবে আল খালিজের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করায় সেটি সম্ভব হয়নি।

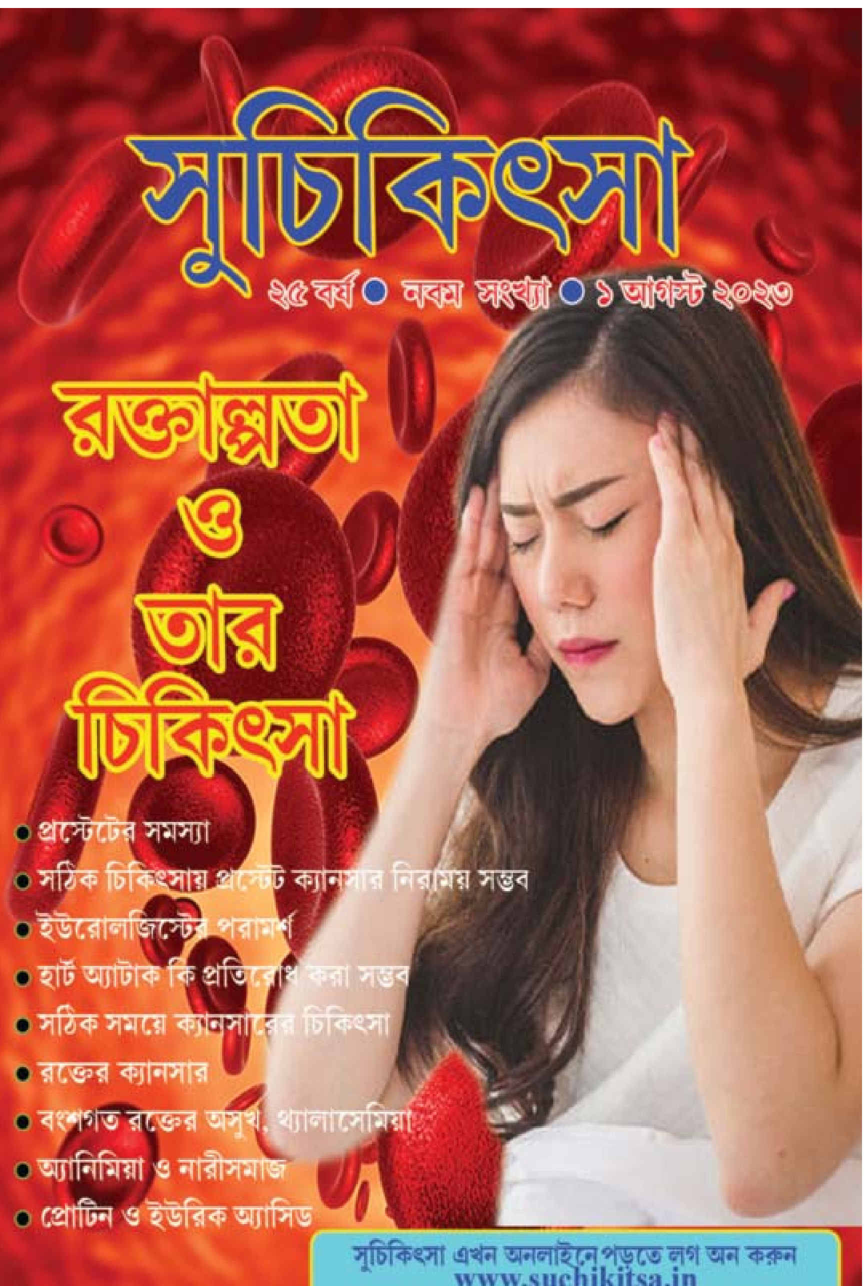

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501